

মালফূযাতে মুজাদ্দিদে দ্বীন

মুহিউস্ সুন্নাহ হযরত মাওলানা
সায়্যিদ শাহ্ আবরারুল হক রহ.

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

মালফূযাতে মুজাদ্দিদে দ্বীন
মুহিউস্ সুন্নাহ হযরত মাওলানা সায়্যিদ
শাহ্ আবরারুল হক রহ.

সংকলন
মুফতী মনসুরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট
সাত মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল মানসূর
আলী এন্ড নূর রিয়েল এস্টেট
সাত মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

সর্বস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
রজব-১৪২৭ হিজরী
আগষ্ট-২০০৬ ঈসাব্দ

হাদিয়া : একশত টাকা মাত্র

ভূমিকা

হামদ ও মাজদ আল্লাহ তা‘আলার জন্য, সালাত ও সালাম আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য। মুজাদ্দিদে দ্বীন মুহিউসসুনান হযরত শাহ সায়েদ হাফিয ক্বারী শাইখুল হাদীস মাওলানা মুফতী আবরারুল হক রহ. (মৃত ১৭ মে, ২০০৫ ইং) এর ব্যক্তিত্ব দ্বীনদার ও উলামায়ে কিরামের মহলে অতি প্রসিদ্ধ, নতুন করে পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

১৯৮১ ইং তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ. এর দাওয়াতে সর্ব প্রথম বাংলাদেশে তাশরীফ আনেন। অতঃপর ২০০৪ ইং পর্যন্ত বাংলাদেশে তাঁর আগমন অব্যাহত ছিল। এ ওসীলায় হাজার উলামা-তোলাবা তাঁর সুহবতে গিয়ে ধন্য হয়েছেন। আত্মশুদ্ধি ও ইত্তিবায়ে সুন্নাতে মাধ্যমে তারা জান্নাতের রাস্তায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন এবং অসংখ্য মসজিদ মাদরাসা তাঁর তা‘লীম ও তরবিয়্যাতের বদৌলতে সুন্নাতে নববীর মারকাজে পরিণত হয়েছে। যেখান থেকে সমগ্র বাংলাদেশে সুন্নাতে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হচ্ছে। এ দেশের অনেক বড় বড় আলেম তাঁর সান্নিধ্যে তাঁর সংস্কারমূলক কাজ শিক্ষা লাভ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় শিরক্-বিদ‘আত উৎখাত করে সুন্নাতে নবী প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সেই মহান বুয়ুর্গের বাস্তব অবস্থার পরিমাপ এবং তা যথাযথ ভাবে উন্মত্তের সামনে তুলে ধরা আমার মত নগণ্য খাদিমের জন্য কঠিন বিষয়। কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বকে অনেক বুয়ুর্গ হাকীমুল উন্মত্ত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.- এর সাথে তুলনা করেছেন। কুতুবুল আলম শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. নিজ শাগরিদ সম্পর্কে তাঁর ছাত্রজীবনে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি গুনাহের কল্পনাও করেন না। দাওয়াত ও তাবলীগের আমীর হযরত মাওলানা ইন‘আমুল হাসান রহ. যাকে মুসলিহুল উলামা বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর ব্যাপারে আমার মত অধমের প্রশংসাবাণী উচ্চারণের সুযোগ কোথায়? তাছাড়া এত উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্বের কথা বুঝার মত যোগ্যতা আমার মত অনেকের নেই। তবে আল্লাহ তা‘আলার মেহেরবানী যে, তাঁর প্রতি অগাধ ভালবাসা অন্তরে আছে এবং ভারতের হারদুই জেলা শহরে তাঁর খানকায় অনেকবার হাজির হওয়ার তাওফীক হয়েছে। এ দেশেও হযরতওয়ালা যতবার তাশরীফ এনেছেন তাঁর সুহবতে বসার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। এ সব কারণে তাঁর মূল্যবান কথাগুলি মুসলিম মিল্লাতের কাছে পৌঁছে দেয়ার এক অদম্য আগ্রহ অন্তরে বিরাজমান, যাতে বান্দা নিজে এবং সর্বস্তরের মুসলমান উপকৃত হতে পারেন। সে লক্ষ্যে হযরতওয়ালায় সুহবতে সরাসরি যে সব কথা শুন্য তাওফীক হয়েছে তার থেকে কিছু কথা সংক্ষেপ করার লক্ষ্যে পৃথকভাবে নোট করেছিলাম এবং মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে সব কিতাব-পত্র প্রকাশ করা

হয়েছে সেখান থেকেও কিছু কথা নির্বাচন করে তার সাথে যোগ করে “মালফুযাতে মুজাদ্দিদে দ্বীন” নামে প্রকাশ করার ইচ্ছা করেছি। আল্লাহ তা‘আলা পূর্ণতা দেয়ার মালিক।

কোথাও কোন ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল। আল্লাহ তা‘আলা কিতাবটি কবুল করে মুসলমান ভাইদের উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন এবং এ বান্দাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইখলাসের সাথে ইহইয়ায়ে সুন্নাতের কাজের সাথে জুড়ে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মনসূরুল হক

২০ রজব-১৪২৭ হিজরী

১. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা হারদুঈ রহ. এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমরা যখন হারদুঈ গেলাম তখন হযরতওয়ালার খেদমতে হাজির হয়ে সালাম করলে সালামের গুরুত্ব হামযা পরিষ্কার না হওয়ায় এবং মীমের পেশ মাজহুল (উ-কার না হয়ে ও-কার) হওয়ায় সালামের মধ্যে এবং বাম দিকে মু'আনাকা করার কারণে হযরত আমাদেরকে সতর্ক করলেন। যাতে উভয় ভুলের সংশোধন হয়ে যায়। মু'আনাকা করার সহীহ তরীকা হল, উভয়ের ডান গর্দান একবার একত্র করতে হবে।

২. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. এর মসজিদে ফজরের নামাযের আগে নীরবে কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছিল, কিন্তু মানুষের পিঠের দিকে মুখ করে কুরআন পড়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হওয়ায় আমি তিলাওয়াত থেকে বিরত রইলাম এবং যিকির করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে হযরতওয়ালা মসজিদে তাশরীফ আনলেন এবং এ ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে বলতে শুরু করলেন যে, নামায গুরুত্ব পূর্ব মূহর্তে এভাবে অন্যের পিছনে বসে তিলাওয়াত করার মধ্যে কোন বেয়াদবী নেই। হারামাইন শরীফাইন তথা মক্কা-মদীনায়ও এই নিয়ম জারী আছে। তবে হ্যাঁ, অন্য সময়ে মুখোমুখি বসে তিলাওয়াত করবে। হযরতওয়ালার কথা শ্রবণের পর আমার সংশয় দূর হয়ে গেল।

৩. ইরশাদ করেনঃ

আমরা যখন হারদুঈ পৌঁছি তখন আমাদের সাথে কলিকাতা ফেরার টিকিট ছিল না। তাই হযরতওয়ালা রহ. তার দফতরের জনৈক কর্মচারীকে আমাদের একজনের সাথে ফিরতি টিকিট করার জন্য লক্ষণৌ পাঠিয়ে দেন এবং ইরশাদ করেন, কোথাও প্রবেশের আগে সেখান থেকে বের হওয়ার চিন্তা করা চাই। হযরতের উক্ত কথায় সকলের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া হয় যে, দুনিয়াতে আসার পর আখিরাতে সুন্দরভাবে যাওয়ার চিন্তা করা জরুরী।

আরেকটি কথা এই বললেন যে, উক্ত কর্মচারীর ঐ দিনের বেতন যেন আমরা সকলে মিলে দিয়ে দেই। কেননা আমাদের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ঐদিন তিনি মাদরাসার কোন কাজ করতে সময় পাবেন না। ফলে মাদরাসা হতে তিনি বেতনও পাবেন না। আল্লাহ্ আকবার! সকল দিকে দৃষ্টি রেখে সিদ্ধান্ত দেয়ার কী অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

৪. ইরশাদ করেনঃ

এক মজলিসে হযরতওয়ালা রহ. মাদরাসার যিম্মাদার ও দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন যে, তারা হচ্ছেন ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকের মত। সুতরাং তাদের জন্য ছাত্রদের বা ছাত্র অভিভাবকদের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা অনুচিত। কেননা এটা

ঘুমের মধ্যে গণ্য হবে। তবে যদি কোন ছাত্র-অভিভাবকের আগে থেকেই কোন দায়িত্বশীলের সাথে হাদিয়ার লেনদেনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে ছেলে ভর্তির পর ঠিক ঐ পরিমাণই জারী রাখতে পারবে, তার চেয়ে বেশী নয়।

৫. ইরশাদ করেনঃ

একবার হযরতের মাদরাসা সংলগ্ন ময়দানে ইট বিছানো হচ্ছিল, যাতে বর্ষা মৌসুমে কাদা না হয়। একটি ইট ছিল খুবই বাঁকা। বাহ্যত সেটাকে কোন কাজের মনে হচ্ছিল না। যাই হোক এটা দেখার পর আমরা হযরতওয়ালার সাথে নামাযের জামা‘আতে হাজির হলাম। মসজিদ থেকে ফেরার পথে দেখি মিস্ত্রি সেটাকে সাইজ করে এমন এক জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছে যেখানে সোজা ইট দ্বারা খালি স্থান ভরাট করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে হযরতওয়ালার মন্তব্য করেন যে, কোন মানুষ যতই অসম্পূর্ণহোক না কেন; নিজেকে যদি সে কোন কামেল মানুষের নিকট সোপর্দ করে তাহলে উক্ত কামেল ব্যক্তি তাকে ঘষে-মেজে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগিয়ে দিবেন এবং তার দ্বারা এমন কাজ আঞ্জাম পায় যা অন্যের দ্বারা সম্ভব হয় না।

৬. ইরশাদ করেনঃ

একবার হযরতওয়ালার রহ. মাদরাসার ব্যাপারে আলোচনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন যে, দায়িত্বশীলদের অবহেলার কারণে একটি বাচ্চাও যদি মশার কামড়ে ঘুমাতে কষ্ট পায় তাহলে দায়িত্বশীলদেরকে আল্লাহ পাকের নিকট জবাবদিহী করতে হবে। সুতরাং যতটুকু সামর্থ্য আছে ঠিক সেই পরিমাণ ছাত্রই ভর্তি করা চাই। যাতে সকলের জন্য আসানী হয়। এই প্রসঙ্গে হযরত রেলগাড়ির বাথরুমের উদাহরণ দিয়ে বললেন, দেখুন একটি বগিতে ৭৫ জন মানুষের জন্য ৪টি হাম্মাম থাকে। তাই এ ব্যাপারে আমাদেরও চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যাতে ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে প্রত্যেক মাদরাসায় পর্যাপ্ত হাম্মাম ও অন্যান্য জরুরী জিনিসের ব্যবস্থা থাকে।

৭. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালার ওখানে অর্থাৎ হারদুঙ্গিতে হাম্মামের ব্যবস্থাপনা খুবই চমৎকার। সেগুলো থেকে কখনো দুর্গন্ধ আসে না। প্রতিদিন নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। আর পানির ব্যবস্থাও এমনভাবে করা আছে যে, পরিমিত পানি প্রবাহিত হতে থাকে। তাই দুর্গন্ধ হওয়ার কোন সুযোগ হয় না। এই জন্য হযরতওয়ালার রহ. কোথাও গেলে প্রথমে সেখানকার হাম্মামের ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তাদের আযান-ইকামত শুনতেন যে, সূন্নাহের উপর তাদের কি পরিমাণ আমল আছে তা এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

৮. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. একবার বয়ান করছিলেন যে, ইদানিং ওয়াজ করে টাকা -পয়সা নেয়া হয়ে থাকে। এতে ওয়াজের তাসীর তথা প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং আশ্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম)-এর তরীকায় ওয়াজ করা চাই। যাতে করে শ্রোতাদের পরিপূর্ণ ফায়দা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. এর নসীহত শোনাতেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত শুভাকাজক্ষী এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখে এমন ব্যক্তিদেরকে ওয়াজ করে বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন।

৯. ইরশাদ করেনঃ

নাবালেগ ছাত্রদেরকে শাস্তি দেয়ার সময় বেত্রাঘাত করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন এবং নাজায়িয বলতেন। এমনকি কোন শিক্ষক এর বিপরীত আচরণ করলে তাকে অব্যাহতি দিয়ে দিতেন। (স্বয়ং পিতার জন্যও বেত্রাঘাতের অনুমতি নেই। অনেক অভিভাবক উস্তাদকে বলে থাকেন যে, গোশত আপনার আর হাড়ি আমার। এরকম বলা অনুচিত। সংকলক)

১০. ইরশাদ করেনঃ

যদি কোন ছাত্র দাড়ি মুগুন করে বা পর্দা না করে অথবা টাখনুর নিচে কাপড় পরে কিংবা পরীক্ষায় নকল করে, মোটকথা কানুনের খেলাফ কোন কাজ করে এবং জাম্মাতের রাস্তায় চলতে এসে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামের পথে চলে-তাহলে তাকে বহিস্কার করে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, হারদুঈতে শরাহ-গুরুহাত (ব্যাখ্যা-টিকা) ও কিতাবসহ ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১১. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. তাসাওউফ তথা আত্মশুদ্ধির কিছু কিতাব দরসে দাখিল রাখার জন্য তাকীদ করতেন। উল্লেখ্য যে, হারদুঈর মাদরাসায় তাবলীগে দ্বীন, তালীমুদ্দীন এবং কছদুস সাবীল নিয়মতান্ত্রিক ভাবে দরসে পড়ানো হয়। অনুরূপভাবে যারা কুরআনে পাকের তাসহীহ করার জন্য সেখানে আসেন তাদের জন্যও ঐসব কিতাবের দরসে শরীক হওয়া বাধ্যতামূলক।

১২. ইরশাদ করেনঃ

হারদুঈতে পাকঘর থেকে খানা উঠিয়ে আনার পদ্ধতি হল, ভাত/রুটি একটি পাত্রে ঢেকে আর সবজি/তরকারী অন্য আরেকটি পাত্রে ঢেকে আনতে হয়। কেউ এর ব্যতিক্রম করলে তার পাকড়াও হয়; এমনকি এভাবে প্রদানকারী বাবুর্চিরও শাস্তি হয়। (খানা আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নে'আমত, সেই নে'আমতের কদর করার জন্য হযরতওয়ালা এই নেযাম চালু করেছেন)।

১৩. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. ইরশাদ করেন, খানা হচ্ছে শাইখে বতন তথা পেটের পীর। আর আরেকজন হলেন শাইখে বাতেন তথা আধ্যাত্মিক রোগ নিরাময়ের পীর। কিন্তু শাইখে বতনের (পেটের শাইখ) সম্মান বেশী। কেননা তার সাথে মুসাফাহা করার জন্য অর্থাৎ খানা খাওয়ার জন্য হাত ধুতে হয়। তাছাড়া শাইখে বতন ছাড়া শাইখে বাতেন বেকার। কারণ খানা ছাড়া পীর সাহেবও কোন কাজ করতে পারেন না! আমাদেরকে আল্লাহ পাকের নে‘আমত তথা খানার মুখাপেক্ষী হয়ে বসতে হবে তারপর খানা তথা শাইখে বতন আসবে। খানা খাওয়া শেষে প্রথমে অবশিষ্ট খানা ও দস্তরখানা উঠানো হবে, তারপরে মুরীদরা অর্থাৎ খানেওয়ালারা উঠবে। সকলে না হলেও কিছু লোক দস্তরখানা উঠান পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর উঠবে।

১৪. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. স্বীয় দাদার অভ্যাসের কথা নকল করে বলেন যে, তিনি কোথাও সফরে গেলে নিজের সাথে কিছু খাদ্য-দ্রব্য রাখতেন যাতে করে প্রয়োজনের সময় কষ্ট না হয়। হযরতওয়ালা আরো বলেন, কোন স্থানে খানার আগে উপস্থিত হলে তো ঠিক আছে-সেখানে গিয়ে শরীক হবে। কিন্তু খানার সময়ের পরে গেলে অবশ্যই রাস্তায় নিজ দায়িত্বে খানা খেয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে। বাড়ীওয়ালাকে কষ্টে ফেলবে না। (আমরা হারদুঈ সফরে এর উপরে আমল করতাম। কেননা রেলগাড়ির বিলম্বের কারণে সফরে সাধারণতঃ খানার সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেই হারদুঈ পৌঁছতে হত। তখন আমরা রেলগাড়ি থেকেই খানা খাওয়ার কাজ সেরে যেতাম।) তবুও হযরত রহ. জিজ্ঞেস করতেন যে, আপনারা কি খানা খেয়েছেন? কারো খানার প্রয়োজন আছে কি?

১৫. ইরশাদ করেনঃ

হারদুঈতে মেহমানখানায় মেহমানদের জন্য সামান্য অত্যন্ত গুছিয়ে রাখা জরুরী। হযরতওয়ালা রহ. বারবার খোঁজ নিতেন। অগোছালো রাখাকে ইহুদীদের অভ্যাস বলতেন এবং খুবই অসম্ভুত হতেন। সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখা হযরতের স্বভাব ছিল।

১৬. ইরশাদ করেনঃ

অনুরূপভাবে সেখানে তাক বা র্যাক ব্যবহারেরও সুন্দর নিয়ম রয়েছে। একদম উপরের তাকে মোটা তোয়ালে বিছিয়ে তার উপর কুরআন শরীফ গিলাফে ভরে রাখতে হয়। মাঝখানের তাকে বিভিন্ন কিতাবাদী আর একেবারে নীচের তাকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসপত্র। এর অন্যথা হলে হযরতওয়ালা রহ. অসম্ভুতি প্রকাশ করতেন।

১৭. ইরশাদ করেনঃ

হযরতের ওখানে ফ্যান ব্যবহার করার নিয়ম হল, ৫/৬ জনের জন্য একটি ফ্যান ব্যবহারের অনুমতি আছে। প্রত্যেকে একটি করে ফ্যান ব্যবহার করবে কিংবা ফ্যান ছেড়ে দিয়ে দিনের বেলা কাপড় শুকাবে বা ফজরের পরে ফর্সা হওয়ার পরেও বাতি জ্বালিয়ে লেখা-পড়া করবে এর অনুমতি নেই।

১৮. ইরশাদ করেনঃ

হারদুইতে প্রত্যেক স্থানে বিভিন্ন কাজের জন্য কাতার করতে হয়। ছাত্ররা কাতার বেঁধে মসজিদে যায়, মসজিদ থেকে আসে। মসজিদে যখন তা'লীম হয় তখনো কাতার করে বসতে হয়। মাদরাসার পাকঘর থেকে খানা উঠাতে হলে সেখানেও কাতার করতে হয়। সবক শোনানোর জন্যও কাতার। এমনকি উযুখানার বদনাগুলিকেও সারিবদ্ধভাবে রাখতে হয়, সবগুলির নল একদিকে থাকবে।। অনুরূপভাবে জুতা/স্যাভেলও সারিবদ্ধভাবে রাখতে হয়। এলো-মেলো করে কোন কিছু রাখার অনুমতি নেই।

১৯. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. এর সাথে যদি কয়েকজন মানুষ একসাথে মুসাফাহা করতে চাইত তাহলে হযরতের ডান দিক থেকে কাতার করে একজন একজন করে মুসাফাহা করতে হত। এভাবে অল্পসময়ে অনেক মানুষ মুসাফাহা করতে পারে। উল্লেখিত তারতীবের খেলাফ করার অনুমতি ছিলনা, কারণ এতে ধাক্কাধাক্কি হয়। অনেকে কষ্ট পায়। আর অন্যকে কষ্ট দেয়া গুনাহ। সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে গুনাহগার হতে হয়।

২০. ইরশাদ করেনঃ

জৈনৈক ব্যক্তি ফজরের পরে বাতি জ্বালিয়ে কিছু লিখছিল। হযরতওয়ালা প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, ইসলামী চিঠি লিখছিলাম। হযরত বললেন, বাইরে তো একদম পরিষ্কার এবং উজ্জল; আপনি বাতি জ্বালিয়ে লিখছেন কেন? এভাবে মেহমান- খানার জিনিস অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে আপনি গুনাহর বিষ পান করছেন আবার কিনা ইসলামী চিঠিও লিখছেন! কী ফায়দা হবে এতে?

২১. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা ২৪ ঘণ্টার নিয়ম বা কার্যসূচী বড় বড় অক্ষরে বাইরে একটি বোর্ডে লেখা থাকত। এর দ্বারা হযরতওয়ালা কোন সময় কোন কাজে ব্যস্ত থাকতেন তা জানা এবং প্রত্যেকের সময়মত হযরতের মা'মুলে জুড়তে পারা সহজ হত।

পানি পান করার জন্য যে ফ্রীজ রয়েছে সেখানে পানি পান করার সুন্নাত সমূহ লেখা আছে। অনুরূপভাবে দফতরের সামনে দফতরের কানুন, মসজিদের ভেতরে

মসজিদের বিভিন্ন ওয়াক্তের মা'মুল (নিয়মিত আমল সমূহ)। মোটকথা প্রত্যেক স্থানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কানুন লিপিবদ্ধ আছে। আর অক্ষরে অক্ষরে তার উপর আমল হচ্ছে। অনুরূপভাবে জায়গায় জায়গায় ঘড়ি লাগানো আছে। যাতে সময়ের হিসাবে সব কাজ সুসম্পন্ন হয়।

২২. ইরশাদ করেনঃ

হারদুঈতে অল্প বয়স্ক ছাত্ররা মসজিদের দ্বিতীয় তলায় নামায আদায় করে। তাদের জন্য নীচে এসে বড়দের সাথে মেলামেশার অনুমতি নেই। আর বড়রা নীচতলায় নামায পড়ে, তাদের জন্য উপরে যাওয়ার অনুমতি নেই। কোন ছাত্র যদি মাসবুক হয় তাহলে তার জন্যও নির্ধারিত স্থান রয়েছে। সেখানে বিশেষ নেগরানী হয় যে, তারা তাকবীরে উলা পেয়েছে কি না? দ্বিতীয়বার মাসবুক হলো কি না?

২৩. ইরশাদ করেনঃ

মসজিদে ফজর, আসর এবং ঈশার পরে কিতাবী তা'লীমের ব্যবস্থাপনা আছে। ঈশার পরে সীরাতের কিতাব থেকে পড়া হয় আর আসরের পরে হায়াতুল মুসলিমীন থেকে তা'লীম হয়। আযান-ইকামত আর সুন্নাতের মুযাকারা হয় এবং তিন মিনিট লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকির করা হয়। ফজরের পরে নামাযের আমলী মশক, নামাযে সচরাচর পঠিত সূরা সমূহের যে কোন একটি সূরা হতে একটি করে শব্দ সহীহভাবে মশক করানো হয়ে থাকে এবং কুরআনে কারীমের একটি আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর হয়।

বুধবারে আসরের পরে মহল্লায় উমুমী গাশ্ত এবং মাগরিবের পরে ঈমানী বয়ান হয়। জুমু'আর দিন আযানের আগে সকলেই মসজিদে হাযির হয়ে ৪ রাকাআত সালাতুত তাসবীহ পড়ে থাকেন। আযানের পরে সংক্ষিপ্ত বয়ান হয়। বয়ানের পরে মসজিদ ফাডের কালেকশনের জন্য রুমাল চলে। সকলকেই এর মধ্যে হাত প্রবেশ করাতে হয়, চাই দান করুক বা না করুক। এ কালেকশনটা সম্ভবত হযরতওয়ালা অন্যদের তা'লীমের জন্য রেখেছেন। এরপরে সানী আযান, খুতবা ও নামায হয়।

আর প্রতিদিন সকালে নাস্তার পর তারানা তথা বিশেষ মুনাজাত পড়া হয়। একটি করে আকীদাহ মুখস্থ করানো হয় এবং আযান ইকামতের আমলী মশক হয়। সবশেষে মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ কিংবা কর্মচারীদের মধ্যে থেকে কাউকে বলা হয় কুরআনে কারীম থেকে এক রুকু তিলাওয়াত করার জন্য। তিলাওয়াতের পরে দু'আ হয়। উল্লেখ্য যে, এই তিলাওয়াত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে।

২৪. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সরেজমীনে গিয়ে তাহকীক করে সংবাদ দেয়া जरুরী। তাহকীক ছাড়া রিপোর্ট দেয়া কিংবা পূর্ব তাহকীকের ভিত্তিতে কথা বলা নিষিদ্ধ। এর ব্যতিক্রম হলে তার পাকড়াও হয়ে যায়।

২৫. ইরশাদ করেনঃ

একবার মেহমানদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। কিন্তু মিষ্টি পেয়ে কেউ কোন দু‘আ পড়েনি। এর উপর হযরতওয়ালা পাকড়াও করলেন এবং বললেন, কেউ ‘জাযাকাল্লাহ’ ও বলল না। এটা কোন পদ্ধতি?

২৬. ইরশাদ করেনঃ

একবার ইশরাকের সময় প্রচণ্ড বাতাস বইছিল তারপর শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। এপ্রসঙ্গে হযরত বললেন, এ ধরনের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় হাদীসে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। আপনারা সেই নামায পড়েছেন কি? (আসলেই আমরা এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম। হাদীস জানা থাকা সত্ত্বেও অভ্যাস না থাকায় আমল করা হয়নি। সংকলক)

২৭. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা সফরের নেযাম তৈরী করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। সেটা এই ভাবে যে, প্রথমে একটি চার্ট তৈরী করবে যার মধ্যে পাশাপাশি আরবী ও ইংরেজী তারিখ লিখবে। অতঃপর দিনের নাম লিখবে। কোন দিন বর্ডার পার হয়েছে তাও লিখবে এবং ভিসা শেষ হওয়ার কমপক্ষে দুদিন আগে বর্ডার পার হয়ে দেশে ফিরে যেতে পারে সেইভাবে ফিরতি টিকিট কাটবে। নতুবা এমনও হতে পারে যে, ভিসার শেষ তারিখে দেশে ফেরার সময় বর্ডার পার হওয়ার প্রোগ্রাম ঠিক করা হল আর এদিকে গাড়ী নষ্ট হওয়ার কারণে কিংবা হরতাল থাকার কারণে বা অন্য কোন কারণে সময়মত বর্ডারে পৌঁছতে না পারলে ভীষণ সমস্যার সৃষ্টি হবে।

২৮. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. ইরশাদ করেন, এমন সময় স্টেশনে পৌঁছবে যেন কোন প্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে আসলে পুনরায় গিয়ে তা নিয়ে আসা যায়। বিষয়টিকে হযরতওয়ালা ফজরের ওয়াক্তের সাথে তুলনা করেছেন। (অর্থাৎ ফজরের জামা‘আত এমন সময় অনুষ্ঠিত হওয়া চাই যে, কোন কারণে নামায নষ্ট হয়ে গেলে আবার যেন তা আদায় করার মত সময় হাতে থাকে।)

২৯. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. নূরানী কায়দার মাধ্যমে তাসাওউফের পথ অতিক্রম করাতেন। এর দ্বারা আজীব উপকার হয়। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের মধ্যে অনেক ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে বিধায় তিলাওয়াত সহীহ শুদ্ধ হয়। তাছাড়া বয়স্ক আলমদের জন্য আলিফ, বা পড়া নফসের জন্য কঠিন কাজ। এর দ্বারা নফসের অহংকার দূর হয়। এছাড়াও হযরতওয়ালা দাওয়াতুল হকের কাজের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির রাস্তা পার করাতেন। তিনি এটাকেই যিকির, শোগল ইত্যাদি থেকে বেশী গুরুত্ব দিতেন।

৩০. ইরশাদ করেনঃ

একবার হযরতওয়ালা খানার মজলিস থেকে এক ব্যক্তিকে শুধু একারণে উঠিয়ে দিলেন যে, তিনি কাঁচা মরিচ চেয়েছিলেন। হযরত বলেন, যদি ঐ কাঁচা মরিচ মেজবানের ঘরে না থাকে তাহলে সে কতইনা পেরেশান হবে। সে মনে করবে হায়! আমার সব ইত্তিজাম বরবাদ হয়ে গেল।

৩১. ইরশাদ করেনঃ

দাওয়াতের খানার মজলিসে জনৈক বিশিষ্ট আলেম হাত বাড়িয়ে বরকতের জন্য হযরতের নিকট খানার একটা লোকমা প্রার্থনা করেন। হযরত তার দিকে তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না। আবার লোকমাও দিলেন না। খানা থেকে ফারেগ হয়ে হযরত ইরশাদ করলেন যে, দাওয়াতী খানার উপর মেহমানের কোন মালিকানা বা স্বত্ত্ব থাকে না। তার নিজের জন্য সেটা খাওয়া মুবাহ হলেও সে অন্যকে দেয়ার অধিকার রাখে না। অবশ্য মেহমানের বাড়ীতে খানা পৌঁছে দেয়া হলে সে মালিকানা লাভ করে বিধায় অন্যকেও দেয়ার ক্ষমতা থাকে।

৩২. ইরশাদ করেনঃ

জনৈক ব্যক্তি বাড়ীর মালিকের অনুমতি ছাড়াই ফ্যান ছাড়লে হযরতওয়ালা তাকে পাকড়াও করলেন এবং বললেন, আপনি কি এই বাড়ীর মালিক? সে বলল, না। হযরত বললেন, তাহলে আপনি অনুমতি ছাড়া কিভাবে ফ্যান ছাড়লেন? তখন উক্ত ব্যক্তি অনুমতির জন্য মালিকের কামরায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে বন্ধ দরজা খুলে ফেলল। এতে করে হযরত আবার তাকে পাকড়াও করলেন এবং বললেন, বন্ধ দরজা খোলার অধিকার আপনাকে কে দিল? আপনি বাড়ীওয়ালাকে আওয়ায দিলেই তো সে ভেতর থেকে খুলে দিত। এটা কোন ধরনের অসভ্যতা?

৩৩. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালার ওখানে হারডুঈতে আসরের পর হযরতের কামরায় বিদেশী মেহমানদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করা হয়। বিস্কুট-চানাচুরের পরে প্রথমে মেহমানদের

জন্য চিনির পাত্র ডান দিক থেকে পরিবেশন করা হয়। যার প্রয়োজন হয় তিনি চিনি নেন। তারপর ডান দিক থেকে চায়ের ফ্লাস্ক চালু করা হয়, তারপরে একই নিয়মে দুধ আসে। প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনমত নিজ হাতে নিতে থাকেন। কেউ যদি সুন্নাহের খেলাপ করে অর্থাৎ তারতীব ভঙ্গ করে মাঝখান থেকে নিয়ে নেয় তাহলে হযরতওয়ালা তাকে শক্তভাবে পাকড়াও করেন।

৩৪. ইরশাদ করেনঃ

নাশতা থেকে ফারেগ হয়ে মেহমানরা যদি হাদীসে পাকে বর্ণিত এই দু‘আ-

اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وافطر عندكم الصائمون

[সূত্র:আবু দাউদ, হাঃ নং ৩৮৫৪]

(যার অর্থ হচ্ছে, ‘আপনাদের খানা নেক লোকেরা আহার করুক, আপনাদের জন্য ফেরেশতারা মাগফিরাতের দু‘আ করুক এবং রোযাদারেরা আপনাদের এখানে ইফতার করুক’) পাঠ করে তো খুব ভাল। নতুবা হযরত নিজেই দু‘আ কামনা করে বলেন, আপনারা মেযবানের জন্য দু‘আ করুন। তাদের দু‘আ পড়লে তাদের দু‘আয় হযরতওয়ালা আমীন বলেন।

৩৫. ইরশাদ করেনঃ

একবার বান্দা (সংকলক) চায়ের পেয়ালা বণ্টন করছিল। বান্দা কোন তারতীব ছাড়াই সেগুলো বণ্টন করছিল। হযরতওয়ালা থামিয়ে দিয়ে বললেন, পেয়ালা বণ্টন করা আপনার সাধ্যভুক্ত কাজ নয়। আপনি এভাবে বণ্টন করুন যে, প্রথমে উন্নতমানের পেয়ালাগুলো বণ্টন করে শেষ করে দিন। তারপরে মাঝারী মানের গুলো। এরপরেও যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে শেষে নিম্নমানের গুলো বণ্টন করতে হবে। কেননা প্রথমই যদি তৃতীয় স্তরের পেয়ালা বণ্টন করা হয় যা প্রথম দুপ্রকারের তুলনায় কিছুটা নিম্ন মানের - তাহলে যারা ঐগুলি পাবে তারা মনে করবে আমার প্রতি অনুগ্রহ করা হল না বা আমাকে মূল্যায়ন করা হল না। (উক্ত ঘটনায় নিজেকে এমন মনে করতে লাগলাম যে, হয় আমার তো কিছুই শেখা হয়নি, চায়ের পেয়ালা কিভাবে বণ্টন করতে হয় তা-ই শিখতে পারলাম না। সুতরাং শাইখ এর সুহবতের কোন বিকল্প নেই। (সংকলক)

৩৬. ইরশাদ করেনঃ

একবার আমরা রাতের বেলা হারদুই ঘণ্টা পৌঁছলাম। হযরতের সাথে সাক্ষাতও হল। বিশেষ মেহমানখানায় আমাদেরকে থাকতে দেয়া হল। সকালে হযরত নিজে তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং বললেন, আপনারা ইচ্ছা করলে এখানেও থাকতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে কাছেই একটি কুতুবখানা আছে-সেখানেও থাকতে পারেন। আপনারা চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন। একথা বলে হযরত চলে গেলেন। আমরা সফরকারীরা মনে করলাম, উভয় ঘরেই যখন থাকার অনুমতি আছে তখন উত্তম এটাই যে, আমরা

কুতুবখানায় থাকব, এতে কিতাব দেখারও সুযোগ হবে। তাই আমরা হযরতকে কিছু না জানিয়ে কুতুবখানায় চলে গেলাম। পরবর্তীতে হযরত আমাদের এই কুতুবখানায় যাওয়ার কথা জানতে পেরে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কার নির্দেশে কুতুবখানায় গেলেন? আসলে আপনারদের মধ্যে খোদ পসন্দী এবং নিজেকে ভাল মনে করার বদ অভ্যাস রয়ে গেছে। আপনারা নিজেরদের মধ্যে পরামর্শ করে ফায়সালার জন্য আমার কাছে কেন জিজ্ঞাসা করলেন না?

অতঃপর হযরত আমাদেরকে উক্ত কামরা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে আমরা কুতুবখানা থেকে বের হয়ে আবার মেহমানখানায় চলে গেলাম। এরপর হযরত বললেন, এবার আপনারা দরখাস্ত পেশ করে বলুন আপনারা কোথায় থাকতে চান। আমরা কুতুবখানার ব্যাপারে দরখাস্ত পেশ করলে হযরত সেটাকে মঞ্জুর করলেন। এভাবে তিনি আমাদের অন্তরের একটি রোগ খোদ পসন্দী ধরিয়ে দিয়ে সতর্ক করে দিলেন।

৩৭. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালালার পরামর্শে একবার বান্দা হাকীম কালীমুল্লাহ সাহেবের (হযরতের জামাতা) নিকট চিকিৎসার জন্য আলীগড় গমন করে। হযরতওয়ালা জামাতাকে ফোন করে জানিয়ে দেন এবং রাস্তা চেনানোর জন্য একজন ছাত্রকেও সাথে দিয়ে দেন। ঐ ছাত্রেরও হাকীম সাহেবের নিকট প্রয়োজন ছিল। ঔষধ নিয়ে সেখান থেকে ফেরা হয়। হাকীম সাহেব হযরতের জন্যও কিছু ঔষধ দিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে, হযরত ঐ সময়ে অসুস্থ ছিলেন। আমি ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরতের সাথে দেখা করে সফর সম্পর্কে অবগত করানোর কোন প্রয়োজন আছে কি? ছাত্রটি বলল, আমি যখন হযরতের ঔষধ দিতে যাব তখন হযরতকে এ ব্যাপারে বলে দেব। আপনার আর কষ্ট করে দেখা করার প্রয়োজন নেই। তার কথামত আমি আর হযরতের সাথে সাক্ষাত করে সফরের ব্যাপারে অবগত করলাম না। আসরের পরে নাশতার জন্য হযরতের কামরায় প্রবেশ করে মজমায় বসার পূর্বে হযরত আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাক্ষাত আগে না নাস্তা আগে? আমি বললাম, সাক্ষাত আগে। হযরত বললেন, কিন্তু আপনি তো এ মুহূর্তেও সাক্ষাত করেননি। আর সফর থেকে ফিরে আসার পরেও করেননি। তখন তাড়াতাড়ি আগে বেড়ে মুসাফাহা করলাম এবং ঐ ছাত্রটির কথা হযরতকে জানালাম। হযরত বললেন, আজীব কথা যে, ‘চাচ্ছ নে বাচ্ছ কো ইমাম বানা লিয়া’ অর্থাৎ চাচার (বয়স্ক ব্যক্তি) বাচ্চাদের পরামর্শ মুতাবিক চলতে শুরু করেছে। অর্থাৎ আপনার উচিত ছিল ঐ ছাত্রের সাথে পরামর্শ না করে হারদুইতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হযরতের খলীফাদের সাথে পরামর্শ করা ও আমার সাথে সাক্ষাৎ করে সফরের ব্যাপারে ইত্তিলা দেয়া।

৩৮. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. এর অভ্যাস ছিল যেখানেই ওয়াজ করতে যেতেন যদি সেটা দূরবর্তী স্থান হত তাহলে খানা সাথে করে নিয়ে যেতেন নতুবা সেই দেশে বা এলাকায় দাওয়াত প্রদানকারীর বাসায় এসে খানা খেতেন। ওয়াজ এর স্থানে এক গ্লাস পানিও পান করতেন না। তাইতো হযরতকে দেখা গেছে যে, ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় কতবার তাশরীফ এনেছেন কিন্তু কখনো সেখানে এক গ্লাস পানিও পান করেননি। জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া এবং অন্যান্য মাদরাসায়ও একই দৃশ্য দেখা যেত।

৩৯. ইরশাদ করেনঃ

তাবলীগ জামা‘আতের ভায়েরা নিজেদের চিল্লা শেষ করে দিল্লীর নিযামুদ্দীন মারকায থেকে হারদুইতে আসতেন হযরতওয়ালার সাথে সাক্ষাত করার জন্য। তাদের মধ্যে কেউ হয়ত ১/২ ঘণ্টা সময় নিয়ে আসতেন আবার কেউ কমবেশী সময় নিয়ে আসতেন। হযরত তাদের ট্রেনের সময়সূচী জেনে নিয়ে তাদেরকে আযান ইকামতের মশক এবং উযু-নামায সহ ২/১টি সূরা মশক করানোর ব্যবস্থা করতেন। হযরতওয়ালার সব সময় এই ফিকিরই থাকত যে, তার সাক্ষাতপ্রার্থী সকলেই যেন সেখান থেকে কিছু না কিছু শিখে যায়।

৪০. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. ইরশাদ করতেন যে, যখন তোমরা বাজারের মধ্যে দিয়ে যাও তখন কিছু না কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনেই থাক, কমপক্ষে কাঁচা মরিচ হলেও নিয়ে থাক। ঠিক তদ্রূপ যখন উলামায়ে কেরামের মজলিসে যাবে তখন অবশ্যই কিছু না কিছু শিখে নেবে। শুধুমাত্র সাক্ষাত করেই ফিরে যাবে না।

৪১. ইরশাদ করেনঃ

একবার কোথাও রওয়ানা হওয়ার সময় হযরতওয়ালাকে গাড়ীতে উঠিয়ে শুইয়ে দেয়া হল। এদিকে কেউ সুন্নাতের খেলাফ পন্থায় হযরতের জুতা খুলল অর্থাৎ প্রথমে ডান পায়ের জুতা খুলল। অথচ সুন্নাত হল প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলবে তারপরে ডান পায়ের জুতা খুলবে। এতে হযরত খুবই নারাজ হলেন যে, কে আমার জুতা সুন্নাতের খেলাফ তরীকায় খুলল? আমাকে গাড়ী থেকে নামাও এবং সহীহ ভাবে সুন্নাত তরীকায় জুতা পরাও। তারপরে গাড়ীতে উঠিয়ে আবার সুন্নাত তরীকায় জুতা খোল। ভীষণ অসুস্থতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সুন্নাতের খাতিরে এবং আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার খাতিরে এতসব কষ্ট বরদাশত করলেন। বস্তুতঃ এরই নাম হচ্ছে ইশকে রাসূল এবং ইনিই হলেন প্রকৃত আশেকে সুন্নাত।

৪২. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. প্রাথমিক পর্যায়ে যখন বাংলাদেশে তাশরীফ আনা শুরু করেন তখন অত্যন্ত সীমিত পরিসরে এইভাবে সুন্নাহ তথা মজলিসে দাওয়াতুল হকের কাজ চলছিল। কিন্তু হযরতের মেজাজ এবং অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ হচ্ছিল না। অর্থাৎ উসুল মুতাবিক দাওয়াতুল হকের কাজ করা এবং তা রিপোর্ট আকারে খাতায় লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল না। ফলে হযরত অত্যন্ত নারাজ হন এবং ইরশাদ করেন- যদি আমার তিনটি ছেলে একই সাথে মারা যেত তাহলেও আমার এত কষ্ট হত না যতটা তোমাদের সুন্নাহের প্রতি উদাসীনতা দেখে হয়েছে। হযরতের একথা শুনে হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান রহ.-যিনি সত্যিকার অর্থেই আশেকে আবরার ছিলেন-বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। উপস্থিত অন্যান্য উলামাগণ কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে পড়েন। হুঁশ ফেরা মাত্রই হযরতওয়ালার পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চান এবং অঙ্গীকার করেন যে, এখন থেকে আমরা উসুল মুতাবিক কাজ করব। এরপর হযরতওয়ালা রহ. ঢাকার ১৪টি থানায় ১৪টি হালকা বানিয়ে ১৪জন আমীর নিযুক্ত করে দেন। আর হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব (দাঃ বাঃ) কে সমস্ত আমীরের আমীর তথা আমীরুল উমারা নিযুক্ত করেন। সেই সাথে মাসে দুবার চাঁদের ২য় ও ৪র্থ শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ধানমন্ডিতে হযরত হাজী হাবীবুল্লাহ সাহেবের বাসায় (যিনি হযরতওয়ালার মুজাযে সুহবত) মজলিসুল উমারা তথা আমীর ও নায়েবে আমীরদের মজলিসের ইস্তিযাম করে দেন।

৪৩. ইরশাদ করেনঃ

বাংলাদেশে মজলিসে দাওয়াতুল হকের আমীরুল উমারা মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব দা. বা. এ ব্যাপারে হযরতের একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। ঘটনাটি হল, একবার হযরত ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাকে লক্ষণী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাংলাদেশ থেকে আমীরুল উমারা সহ আরো কয়েকজন খুলাফা ও ভক্ত যথা মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব, প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব, হাজী হাবীবুল্লাহ সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদুর রহমান সাহেব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ হযরতকে দেখার জন্য লক্ষণী গমন করেন। সেখানে যেয়ে তারা জানতে পারেন যে, পার্শ্ববর্তী মসজিদ থেকে সুন্নাহের খেলাফ আযান প্রচারিত হওয়ায় হযরতের শরীর আরো বেশী খারাপ হয়ে গেছে। আমীর সাহেবকে বলা হল, আপনারা যেহেতু যোহরের নামায পড়েননি তাই আপনারা সুন্নাহ মুতাবিক আযান দিয়ে এখানে জামা'আত করুন। সুন্নাহ তরীকার আযান শুনে হযরতের তবীয়ত ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। পরামর্শমত তারা ঠিক তাই করলেন। এদিকে সুন্নাহ মুতাবিক আযান শুনে হযরত খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন, মাশাআল্লাহ এই আযানটি সুন্নাহ মুতাবিক হয়েছে। এর দ্বারা আমার অন্তরে বিশেষ প্রশান্তি অনুভূত হচ্ছে।

৪৪. ইরশাদ করেনঃ

আমীরুল উমারা হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব বলেন, হযরতওয়ালা হারদুঈর মালফুযাতে লেখা আছে যে, ঈসালে সাওয়াব প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় করবে। এর জন্য লোকজন ডাকাডাকি করবে না এবং সবকও বন্ধ রাখবে না। সুযোগমত যতটুকু সম্ভব হয় কুরআনে পাক থেকে তিলাওয়াত করে সাওয়াব বখশে দেবে। শোক সভা বা স্মরণ সভা করবেনা। ঈসালে সাওয়াবের জন্য দূরের লোকদেরকে দাওয়াত করবে না। কেননা, এসব সুন্নাতে রাসূলের পরিপন্থী। এই জন্যই হযরত থানবী রহ. এসব না করার জন্য বিশেষভাবে ওসিয়ত করে গেছেন।

৪৫. ইরশাদ করেনঃ

একবার হারদুঈতে দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরে তর্ক হচ্ছিল। একজন বলছিল, তাবলীগ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আর অপরজন বলছিল, তা'লীম বেশী গুরুত্বপূর্ণ। হযরতওয়ালা নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি উভয়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আপনাই বলুন, শরীরের মধ্যে কান বেশী গুরুত্বপূর্ণ নাকি চোখ? তারা বলল, উভয়টিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। একটির কাজ অপরটির দ্বারা আদায় হয় না। হযরতওয়ালা রহ. বললেন, তাহলে বুঝা গেল তাবলীগ ও তা'লীম উভয়টিই জরুরী, উভয়টি করতে হবে। এ নিয়ে তর্কের কি আছে? তবে মনে রাখতে হবে যে, তাবলীগ ও তা'লীমের চেয়ে বেশী জরুরী হচ্ছে তায়কিয়া তথা আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি যদি না থাকে তাহলে রিয়ার কারণে তাবলীগ-তা'লীম সবকিছুই বরবাদ হয়ে যাবে। তাই এটা হাসিল করা সবচেয়ে বেশী জরুরী।

৪৬. ইরশাদ করেনঃ

বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও মহাপরিচালক হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দাঃ বাঃ) বর্ণনা করেন, বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার সরকারী স্বীকৃতির চেষ্টা-তদবীরের ব্যাপারে হযরতওয়ালা হারদুঈ জানতে পেরে ইরশাদ করেন, এটার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, সকল কওমী মাদরাসা সরকারী হয়ে যাবে। এতে ছাত্রদের চরিত্রও নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই এই স্বীকৃতি কোন অবস্থাতেই সমীচীন মনে হচ্ছেনা। হযরতের এই মন্তব্য শুনে মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব বললেন, হযরত! আপনি যা বললেন সেটা যদি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে তো তারা আমাকে গালি দেয়া শুরু করবে। হযরত তখন পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন, সেই ভয়ে কি হক কথা বলা হবে না?

৪৭. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা প্রায় সময় বলতেন, তোমরা মসজিদ-মাদরাসাকে সুন্নী বানাও। অর্থাৎ এই দুই স্থানে সুন্নাহ জারী কর। তাহলে পুরা এলাকার মধ্যে সুন্নাহ জারী হবে

ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে সুন্নাতের এই দুই মারকাজে সুন্নাতের আলোচনা ও চর্চা না থাকার কারণে এলাকাবাসীদের থেকেও সুন্নাত ছুটে গেছে।

৪৮. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. বলেন, কোন মহল্লায় সুন্নাত কায়েম আছে কিনা তা তোমরা উক্ত মহল্লার আযান-ইকামত শুনেই অনুধাবন করতে পারবে। আযান যদি সুন্নাত মুতাবিক হয় তাহলে বুঝবে যে, পুরা মহল্লায় সুন্নাত জারী আছে। আর এর ব্যতিক্রম হলে মহল্লায়ও সুন্নাত না থাকাটা স্বাভাবিক।

৪৯. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. সকলকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেনঃ আপনারা কুরআনে কারীম সহীহভাবে তিলাওয়াত করার জন্য চেষ্টা করতে থাকুন। চাই আলেম হোন বা ছাত্র কিংবা সাধারণ মানুষ। তিনি আরো বলেন, কুরআনে কারীম সহীহভাবে পড়ার জন্য কোন পারদর্শী ক্বারীর নিকট কিরাআত শিক্ষা করা জরুরী। তা না হলে একজন আলেমের পক্ষেও সূরায়ে কাফিরুন সহীহ ভাবে পড়া দুষ্কর।

৫০. ইরশাদ করেনঃ

হযরত বলেন, আপনারা সালামের সংশোধন করুন। অর্থাৎ গুরুর হামযা স্পষ্টভাবে এবং মীম এর পেশকে পরিস্কার উচ্চারণে বলা চাই। সাথে সাথে সালামের ব্যাপক প্রসারও করতে হবে। দাওয়াতুল হকের অনেক কর্মীর অবস্থা মকতবের শিশুর মত হয়ে গেছে। তাদের অনেক সুন্নাত মুখস্থ আছে কিন্তু আমল নেই। আমরাও মাদরাসায় সহজ সহজ সুন্নাতের মুযাকারা করি কিন্তু সুন্নাতের ব্যাপক প্রচার-প্রসার এখনো হচ্ছে না।

৫১. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. বলেন, শরঈ পর্দার খুব ইহতিমাম করা চাই। তিনি আরো বলেন, আমার মাদরাসার কোন ছাত্র বা শিক্ষক যদি শরঈ পর্দার প্রতি গুরুত্ব না দেয় তাহলে তাকে মাদরাসা থেকে বহিস্কার করে দেয়া হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলেন যে, ৩ জন ছাত্রকে মাদরাসা থেকে এই অপরাধেই বের করে দেয়া হয়েছে। (আমরাও যদি পর্দার ব্যাপারে যত্নবান না হই তাহলে নিজেদেরকে মজলিসে দাওয়াতুল হক থেকে বহিস্কৃত মনে করতে হবে- সংকলক)

৫২. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. একবার হারদুঈতে ইরশাদ করেন, শীতকালে ছাত্রদের উয়ূর জন্য গরম পানির ব্যবস্থা রাখা উচিত। বিভিন্ন মাদরাসায় এই ব্যবস্থা আছে কি না হযরত তা

তদন্ত করান এবং পর্যাণ্ড ব্যবস্থা আছে কিনা তারও তাহকীক করান। তিনি ছাত্রদের আরামের দিকে খুব বেশী খেয়াল রাখতেন।

৫৩. ইরশাদ করেনঃ

হযরত বলেন, মাদরাসায় এমন শিক্ষক রাখা উচিত যিনি কুরআনে কারীম বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করতে পারেন এবং যিনি সুন্নাহের অনুসারী। তিনি বেতনের জযবা নয় বরং দ্বীনী খেদমতের জযবা রাখেন, সাথে সাথে তিনি শরঈ পর্দারও পাবন্দী করেন।

৫৪. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা রহ. ইরশাদ করেন, কোন এক জায়গায় নামায পড়ার সুযোগ হল। লক্ষ্য করলাম যে, ইমাম সাহেব যিনি বড় এক আলেম, সূরায়ে ফাতিহার শেষে মাগযুব এর মধ্যে লম্বা মাদ্দ করলেন। অথচ দ-ল্লীন এর মধ্যে লম্বা করলেন না। এটা কি? আসল ব্যাপার হল, তিনি কারো কাছে থেকে কিরাআত শিখেননি। তাই এত বড় আলেম ও ইমাম হওয়া সত্ত্বেও এত বড় ভুল করেছেন।

৫৫. ইরশাদ করেনঃ

হযরত আমীরুল উমারা সাহেব দাওয়াতুল হকের বিশেষ ইজতিমায় হযরতওয়ালার কথা নকল করে শোনান যে, নাই আনিল মুনকার অর্থাৎ অসৎ কাজে বাধা প্রদান যদি সঠিক মূলনীতির আলোকে হয় তাহলে সেখানে ফেৎনা-ফাসাদের কোন আশংকা থাকে না। উসুলের খেলাফ করে ভুল পন্থায় কাজ করলেই তখন ফাসাদ দেখা দেয়। তাছাড়া এই নাই আনিল মুনকার যদি বাস্তবেই মুশকিল কাজ হত তাহলে আল্লাহ তা'আলা কখনো আমাদেরকে এ ব্যাপারে হুকুম করতেন না।

৫৬. ইরশাদ করেনঃ

কোন এক মাদরাসার ঘটনা, হযরতওয়ালা রহ. রাত ৩টায় উঠে দেখলেন সেই মাদরাসার কোন ছাত্র বা শিক্ষক তাহাজ্জুদ পড়ছে না এবং যিকির আযকার ও করছে না। তখন হযরতওয়ালা অত্যন্ত আফসোসের সাথে আমীরুল উমারাকে বললেন, এটাতো কবরস্থান মনে হচ্ছে। তোমরা আমাকে কোন কবরস্থানে নিয়ে এলে?

৫৭. ইরশাদ করেনঃ

কুরআন শরীফ গিলাফ ছাড়া যেখানে সেখানে ফেলে রাখা, গিলাফ অপরিচ্ছন্ন থাকা, রিহালের পরিবর্তে তেপায়ার উপর কুরআন শরীফ রাখা ইত্যাদি কাজগুলো কুরআনের সাথে অসম্মান প্রদর্শনের শামিল। এহেন কাজগুলো হযরত মহিউসসুন্নাহ এর অন্তরকে প্রকম্পিত ও ভারাক্রান্ত করে তুলতো। অনেক সময় মাদরাসা ও মসজিদ কর্তৃপক্ষে নিজের তরফ থেকে অর্থ প্রদান করে পবিত্র কুরআনের গিলাফ তৈরী করে সুন্দর ভাবে

রাখার ব্যবস্থা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতেন। এ ব্যাপারে যেন গাফলতি না হয় সেজন্য তাগিদ করতেন।

৫৮. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মুহিউসসুন্নাহ ‘এক মিনিটের মাদরাসা’ নামক একটি কিতাব রচনা করেছেন। যা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ এর উদ্যোগে এ গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটি অনুবাদ করে ছাপানো হয়েছে। অসংখ্য মসজিদ মাদরাসা ও বাসা-বাড়ীতে এর তা‘লীম হয়ে থাকে। এ কিতাবটির উপকারিতা সর্ব মহলে স্বীকৃত। হযরত রহ. প্রত্যেক মসজিদে এ কিতাবটির তা‘লীম চালু করার জন্য বিশেষ তাকীদ দিতেন।

৫৯. ইরশাদ করেনঃ

আমার এখানে প্রথম অযীফা হচ্ছে তাজতীদ সহ সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শিক্ষা করা। আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে হযরত মুহিউসসুন্নাহর খেদমতে ইসলামে নফস ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছি, তাদের সকলকেই সর্বপ্রথম নূরাণী কায়দা, আরবী বর্ণমালা, মাখরাজ, সিফাত মশ্ক করতে হয়েছে। দৈনিক সবকের রিপোর্ট খাতা-কলমে পেশ করতে হয়েছে।

৬০. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মুহিউসসুন্নাহ কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে ফায়দা ও আদব এভাবে শিক্ষা দিতেন- পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ তিনটি ফায়দা ও বিশেষ দুইটি আদব। ফায়দা তিনটি এই-

- ১। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করলে দিলের জং তথা গুনাহের কালিমা মুছে যায়।
- ২। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করলে অন্তরে আল্লাহ পাকের মুহাব্বত বাড়ে।
- ৩। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতিটি আয়াতে দশটি করে নেকী পাওয়া যায়, না বুঝে পড়লেও। যারা বলে না বুঝে পড়লে কোন ফায়দা নেই তাদের কথা ঠিক নয়।

আদব দুইটি এই-

- ১। তিলাওয়াতকারী মনে মনে এই ধ্যান করবে যে, আল্লাহ পাক হুকুম দিচ্ছে -পড়! দেখি কেমন পড়তে পারো? তাই আল্লাহ পাককে গুনানোর তিলাওয়াত করবে।
- ২। শ্রবণকারী মনে মনে এই ধ্যান করবে যে, এখানে মহান আল্লাহ পাকের শাহী কালাম তিলাওয়াত হচ্ছে, তাই অত্যন্ত ভক্তি মহব্বত ও আযমতের সাথে শ্রবণ করা অপরিহার্য।

৬১. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মুহিউসসুন্যাহ রহ. তিলাওয়াতের সময় পবিত্র কুরআনের আযমত ও মুহাব্বাতের ব্যাপারে চারটি আদবের কথা অধিক ভাবে বলতেন।

ক. আযমত, অর্থাৎ তিলাওয়াতের সময় পবিত্র কুরআনের আযমত এবং মহত্বের প্রতি খেয়াল রাখা। একথা খেয়াল রাখা যে, পবিত্র কুরআন মানুষের কালাম নয়; বরং মহান রাব্বুল আলামীনের কালাম।

খ. মুহাব্বত, অর্থাৎ আন্তরিক অনুরাগ ও ভালোবাসার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা। তিলাওয়াতে তাড়াহুড়া প্রকাশ না পায়; বরং তারতীলের সাথে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও প্রবল আগ্রহ সহকারে তিলাওয়াত করা।

গ. সিহহাত, অর্থাৎ তাজভীদের সাথে বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা। স্মরণ রাখা উচিত অশুদ্ধ তিলাওয়াতকারীর জন্য কুরআনে পাক অভিশাপ দিয়ে থাকে।

ঘ. ইতা'আত, অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের হুকুম-আহকামের উপর আমলের নিয়ত করা। মোটকথা, বিভিন্ন ভাবে মানুষের অন্তরে কুরআনের আযমত ও মুহাব্বত পয়দা করার ক্ষেত্রে মুহিউসসুন্যাহ রহ. এর এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৬২. ইরশাদ করেনঃ

সভা-সমিতি ও মাহফিলের শুরুতে বরকতের জন্য কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা হয়ে থাকে, এটা অত্যন্ত উত্তম কাজ। কিন্তু যদি মানুষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে এবং সেখানে তিলাওয়াত শ্রবণ করার পরিবেশ না থাকে, তাহলে উত্তম হলো তিলাওয়াত না করে প্রথমে লোকদেরকে বসানোর ব্যবস্থা করা; অতঃপর তিলাওয়াত করা। অন্যথায় পবিত্র কুরআনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের দরুন ওয়াজিব তরকের গুনাহ হয়। অনুরূপ ভাবে মসজিদ-মাদরাসা বা সভা-সমিতিতে মাইক পরীক্ষা করার জন্য কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করতে দেখা যায়। উদ্দেশ্য তিলাওয়াত নয়; বরং মাইকের আওয়াজ পরীক্ষা করা। এহেন আচরণ পবিত্র কুরআনের আদবের খেলাফ, বিধায় তা অবশ্য বর্জনীয়।

৬৩. ইরশাদ করেনঃ

অনেক তিলাওয়াতকারী দাঁড়িয়ে হাত বেঁধে তিলাওয়াত করে, আমরা ছোটকাল থেকে এরূপই দেখে আসছি, আর এটাকেই আমরা আদব ও সম্মান মনে করে আসছি। কিন্তু হযরত মুহিউসসুন্যাহ বলতেন, যিনি আল্লাহ পাকের কালাম তিলাওয়াত করেন, আল্লাহ পাকের মহত্বের কারণে তার কালামের তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা অপরাধীর পরিচায়ক; যা তিলাওয়াতকারীর মর্যাদার পরিপন্থী। তাই হাত খুলে কুরছিতে বসে তিলাওয়াত করবে। মুহিউসসুন্যাহ রহ. এর মজলিসে এরূপই দেখা যেত। মোটকথা কুরআনের প্রতি মুহিউসসুন্যাহ রহ. এর আসক্তি ছিল বর্ণনাতীত।

৬৪. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মুহিউসসুন্নাহ রহ. তাজভীদের সাথে তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্বারোপের সাথে সাথে অশুদ্ধ তিলাওয়াতের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করে বলতেন, অশুদ্ধ তিলাওয়াতের কারণে তিলাওয়াতকারী নিজেই অভিশপ্ত হয় এবং অশুদ্ধ উচ্চারণে শব্দের বিকৃতির কারণে অর্থ বিনষ্ট হয়। ফলে প্রতি অক্ষরে দশ নেকী লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। কেননা নেকী লাভের জন্য বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা অপরিহার্য।

৬৫. ইরশাদ করেনঃ

অনেক মাদরাসা-মসজিদ পরিদর্শন করতে গিয়ে অবাক হয়েছি এবং দুঃখ পেয়েছি। কাফিয়া, শরহেজামী যে কামরায় পড়ানো হয় সেখানে কার্পেট বিছানো দেখেছি। কিন্তু পবিত্র কুরআন যে কামরায় পড়ানো হয় সেখানে পুরোনো ছেঁড়া-ফাটা চাটাই বিছানো রয়েছে। আমি কর্তৃপক্ষকে ভারাক্রান্ত- মনে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছি, পবিত্র কুরআনের প্রতি এই বৈষম্যমূলক আচরণ কেন? কিন্তু কোথাও সঠিক উত্তর পাইনি। (এজন্য যেখানে সরাসরি কুরআন পড়ান হয় সেখানকার সব সামান্যতর সাধ্যানুযায়ী উন্নত হওয়া চাই।-সংকলক)

৬৬. ইরশাদ করেনঃ

পবিত্র কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে হযরত মুহিউসসুন্নাহ রহ. বলেছেন, জনৈক মন্ত্রী হলে সূরায় বাকারার পড়ে শেষ করলে মন্ত্রী সাহেব শিক্ষকের খেদমতে একশত স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া পাঠালে শিক্ষক বললেন, আমি কী এমন কাজ করেছি যার দরুন আমি এত বড় হাদিয়া পেতে পারি। শিক্ষকের কথা শুনে মন্ত্রী বললেন, আজ থেকে আপনি আর আমার ছেলেকে পড়াতে আসবেন না। কারণ আপনার অন্তরে কুরআনের মূল্য নেই; একশত স্বর্ণমুদ্রার মূল্য আপনার কাছে সূরা বাকারার চেয়ে বেশী, তাহলে আমার ছেলের অন্তরে কিভাবে কুরআনের আয়মত পয়দা হবে? আসলে কুরআনের একটি আয়াতের মূল্য পৃথিবীর সমস্ত- ধন- সম্পদের চেয়ে অনেক বেশী-এরকম অনুভূতি সকল মুসলমানের অন্তরে থাকা উচিত।

৬৭. ইরশাদ করেনঃ

‘পবিত্র কুরআনের সহী-শুদ্ধ তিলাওয়াত ও তার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করার বরকতে আল্লাহ পাকের রহমতে কোন সময় আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হতে হয় না।’ তিনি আরো বলেছেন যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের কালাম। এই কালামের প্রতি অবমাননাকর আচরণ করা হলে তার রহমতের আশা মোটেও করা যায় না। যে সমস্ত মাদরাসায় আর্থিক অনটন রয়েছে তারা এ বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে পারে। পবিত্র কুরআনের হক পুরোপুরি আদায় করা হলে দ্রুত অভাব-অনটন দূর হয়ে যায়।

৬৮. ইরশাদ করেনঃ

আমাদের এখানে জাহরী-সিররী নামায সহ তারাবীহের নামাযে তাজভীদ সহ সহীহ-শুদ্ধ ও সুন্নাহ মুতাবেক তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। হাফেয ও ইমামদেরকে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের নির্দেশ দেয়া আছে।

৬৯. ইরশাদ করেনঃ

তারাবীহের নামাযে দেখা যায় যে অতি দ্রুত তিলাওয়াতের কারণে সহী-শুদ্ধ তিলাওয়াত ও সুন্নাহের প্রতি মোটেও খেয়াল রাখা হয় না। এতে নামায অপূর্ণ থেকে যায়; ফলে এত কষ্ট সত্ত্বেও সওয়াব কম হয়।

৭০. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মুহিউসসুন্নাহ রহ. ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত মায়া প্রদর্শন করতেন। অসুস্থ ছাত্রদের জন্য ‘দারুশ শিফা’ নামে পৃথক স্থান নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, অসুস্থ ছাত্রদের সেখানে আরামের জন্য রাখা হয়। যাতে তাদের কষ্ট না হয়। তিনি অসুস্থ ছাত্রদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। অনেক সময় নিজে তাদের খেদমত করতেন। হারদুই মাদরাসার এক ছাত্র হযরতের মায়া-মুহাব্বতের কথা উল্লেখ করে নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল। সে বলল, ছোটকালে একবার হযরতের সাথে সফরে ছিলাম। একরাতে হযরতের চাদরে পেশাব করে দেই। সকালে হযরত আমাকে বললেন, তুমি পানি ঢালো, আমি পানি ঢাললে হযরত নিজ হাতে চাদরখানা পরিষ্কার করেন।

৭১. ইরশাদ করেনঃ

উস্তাদগণ অভিযোগ করে থাকেন যে, আজকাল ছাত্ররা আমাদের খেদমত করে না। আসল কথা হলো, তাদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে তা শুধু আইনগত সম্পর্ক। তাদের প্রতি আমাদের মায়া-দয়ার খুব অভাব। এহেন অবস্থায় তাদের থেকে অধিক খেদমতের আশা করা যায় না। আমাদের আইনগত সম্পর্কের দ্বারা তাদের অন্তরে মুহাব্বাত ও আযমত পয়দা হয় না। হাদীসে বলা হয়েছে-

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يُؤقر كبيرنا

অর্থ: ‘যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।’

[সূত্র: ত্বাবারানী, পৃষ্ঠা-১১/৩৫৫, হাদীস নং-১২২৭৬]

৭২. ইরশাদ করেনঃ

একবার শিক্ষক নিয়োগের সময় নূরানী কায়দার পরীক্ষা হবে শুনে এক শিক্ষক সাহেব নেহায়েত অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আমি ছাত্র জীবনে সর্বদা প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার সনদে সমস্ত নাম্বার বিদ্যমান রয়েছে। এ কথার অর্থ ছিল যে, তিনি নূরানী কায়দার পরীক্ষা দিতে সম্মত নন। উত্তরে তাকে বলা হল, আপনার সনদে নূরানী

কায়দার নাম্বার উল্লেখ নাই। অতঃপর নূরানী কায়দার একজন না-বালেগ ছাত্রকে ডেকে এনে সবক গুনানো হলে সেই শিক্ষক নিজেই বলতে লাগলেন যে, সত্যিই এ বাচ্চাটি আমার চেয়ে অধিক সহীহ করে পড়তে সক্ষম। তখন তাঁকে বলা হল, যদি এই বাচ্চার সামনে আপনাকে ইমাম বানানো হয় তাহলে এর অন্তরে কি আপনার কোন মূল্য থাকবে? যা হোক পরিশেষে তিনি বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

৭৩. ইরশাদ করেনঃ

মাদরাসার ফারেগ ছাত্রদের পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের পরীক্ষা নেয়া উচিত। তারা ইমাম নিযুক্ত হয়ে ইমামতিতে তিলাওয়াত করলে নামাযের ক্ষতি তো হয়-ই, সাথে সাথে বদনামও হয়। যে মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়ে সনদ প্রাপ্ত হয়, সে মাদরাসা ও কর্তৃপক্ষেরও বদনাম হয়। কমপক্ষে ফারেগ ছাত্রদের দুই পারা পরিমাণ অবশ্যই মুখস্থ করানো উচিত, যাতে সুন্নাত মুতাবিক ইমামতি করতে সক্ষম হয়।

৭৪. ইরশাদ করেনঃ

আমি এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে গোপনে কৌশলে আমার ফটো তুলে নেয়া। তারা ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে এবং ফটো তুলেনি বলে জানায়। তারা বলে বিচ্ছুরিত আলো ক্যামেরার নয় বরং বিদ্যুৎ বিভ্রাটের। কিন্তু আমি ধমক দিয়ে ক্যামেরাটি হস্তগত করি এবং বলি আমার সম্মুখে নেগেটিভ ধ্বংস করতে হবে, অন্যথায় এখনই আমি এখান থেকে বিদায় নেব আর কোনদিন এ বাড়িতে কদম রাখবো না। আমার এই কঠোর ভূমিকায় তাদের দেমাগ ঠিক হয় এবং তারা আমার সামনেই ঐ নেগেটিভ ধ্বংস করে ফেলে। যেহেতু আমরা গুনাহের ব্যাপারে নমনীয় ভাব পোষণ করি তাই আজ সমাজের রঞ্জে রঞ্জে গুনাহের ভয়ানক স্রোত বয়ে চলেছে। আমাদের মধ্যে গুনাহ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। চায়ের কাপে মাছি পড়তে পারে না, ঘরে সাপ-বিচ্ছু প্রবেশ করতে দেয়া হয় না, কিন্তু চোখের সামনে ঈমান-আমল ধ্বংসকারী সাপ-বিচ্ছু পেটের ভিতরে প্রবেশ করে সবকিছু ধ্বংস করছে অথচ আমরা নির্বিকার।

৭৫. ইরশাদ করেনঃ

হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. এর ব্যক্তিত্ব সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর অসংখ্য ছাত্র, মুরীদ ও ভক্তবৃন্দের কথা কে না জানে? কিন্তু অধিক লোকের সমাবেশ এবং বড় জামাআতের উদ্দেশ্যে তার জানাযাকে মোটেই বিলম্বিত করা হয়নি। এ সম্পর্কে হযরত মহিউসসুন্নাহ স্বচক্ষে দেখা ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, মাশাআল্লাহ. মাওলানা শাকীর আলী থানভী এ ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়তা আর সাহসিকতার পরিচয় দেন। যখন থানভী রহ.-এর জানাযার সময় হল তখন খবর এলো যে, হযরত থানভীর অসংখ্য ভক্তবৃন্দ নিয়ে একটি বিশেষ ট্রেন

সাহারানপুর থেকে থানাভবনের পথে আছে, অনতিবিলম্বে তা থানাভবনে এসে পৌঁছুবে। তাই জানাযায় একটু বিলম্ব করা হোক, যাতে অনেক লোক শরীক হয়ে সৌভাগ্য লাভ করতে পারে, আর জামা‘আতও অনেক বড় হয়। কিন্তু মাওলানা শাকীর আলী সাহেব জানাযা বিলম্বে মোটেও সম্মত হননি। অতঃপর তৎক্ষণাৎ হযরত জাফর আহমদ উসমানীর ইমামতিতে জানাযার জামা‘আত অনুষ্ঠিত হয়। এবং দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়।

৭৬. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মুহিউসসুন্নাহ রহ. আবেগ ও ভক্তি-শ্রদ্ধার বশীভূত হয়ে শরী‘আতের কিঞ্চিৎ এদিক সেদিক করাকে মোটেও পছন্দ করতেন না এবং প্রশ্রয়ও দিতেন না। তিনি বলতেন যদি শরী‘আতের উপর আমল করার কারণে কারোর কষ্ট হয় তাহলে করার কিছু নেই। শরী‘আতের অনুসরণকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। শরী‘আতের মর্যাদার কথা চিন্তা করে অন্য সব ফায়দা ও লাভের কথা বাদ দিতে হবে। কে কি বলল তার প্রতি তোয়াক্কা করা যাবে না।

৭৭. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মুহিউসসুন্নাহ রহ. বলেন, এক লোক আমাকে এসে বলে যে, অমুকের বিবাহের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে খুব ব্যথিত হয়েছি। কেননা এই মুবারক অনুষ্ঠানে ফটো ও ভিডিও করা হয়েছে এবং গান-বাদ্য ও নাট্যানুষ্ঠান হয়েছে। সামাজিক সৌহার্দ্যতা রক্ষার্থে আমাকেও সেখানে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব হয়নি। আমি তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম-যদি আহারের সময় স্বর্ণ-রূপার পাত্রে খাদ্যের সাথে মশা-মাছির চাটনি পেশ করা হতো তাহলে সামাজিক সৌহার্দ্য রক্ষার্থে তা ভক্ষণ করতেন? নাকি অপমানবোধে উঠে চলে আসতেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ-অবশ্যই চলে আসতাম। হযরত মুহিউসসুন্নাহ রহ. তাকে বললেন, যদি খাদ্যের ব্যাপারে এরূপ আচরণ করা যেতে পারে, সৌহার্দ্যের কথা ভাবা না হয়, তাহলে শরী‘আতের বেলায় এতটুকুও করা সম্ভব হবে না কেন?

৭৮. ইরশাদ করেনঃ

বাদশাহ হারুনুর রশীদের দরবারে এক গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে গভর্ণরকে তলব করা হয়। বৈঠকে অন্যান্য উপরস্থ ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিল। হঠাৎ বাদশাহ হাঁচি দিয়ে উঠলে সবাই **يرحمك الله** বলে উঠল। কিন্তু অভিযুক্ত গভর্ণর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিছু বললে না কেন? সে জবাব দিল আপনি **الحمد لله** বলেন নি। যদি বলতেন তখন **يرحمك الله** বলা সুন্নাত হতো। তখন বাদশাহ অভিযোগ সম্পর্কে তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া এই বলে বিদায় দিলেন, যে ব্যক্তি সুন্নাতের ব্যাপারে বাদশাহ কোন পরওয়া করে না সে কোন ক্রমেই অন্যায়ের প্রতি

নমনীয়তা এবং স্বজনপ্ৰীতি করতে পারে না। অভিযোগকারী গভর্ণরের বিরুদ্ধে স্বজনপ্ৰীতির অভিযোগই করেছিল। কিন্তু সুন্নাতের বরকতে প্রশ্নোত্তর ছাড়াই নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে সম্মানের পাত্র সাব্যস্ত হলো।

৭৯. ইরশাদ করেনঃ

(হাফেযদের কে উদ্দেশ্য করে) আল্লাহ আপনাদেরকে বিরাট সম্পদ দান করেছেন। এ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য যারা তারাবীহ এর ব্যবস্থা করে, আগ্রহ করে তারাবীহতে কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত শুনতে চায়, এবং হাফেযদের খাওয়া-দাওয়া, যাতায়াত খরচের ব্যবস্থা করে তাদেরকেও গণিমত মনে করবেন। কেননা এরূপ ব্যবস্থাপনা ব্যতীত নিজ খরচে এবং ব্যবস্থাপনায় মুসল্লীদের তারাবীহতে কুরআন শুনানো আপনাদেরই দায়িত্ব। অনেক সৌভাগ্যবান হাফেয নিজ খরচে এবং দায়িত্বে মুসল্লীদেরকে তিলাওয়াত শুনানোর গৌরব অর্জন করে থাকেন।

৮০. ইরশাদ করেনঃ

আমরা প্রত্যেক ব্যাপারে সর্বোত্তমকে পছন্দ করি। উত্তম দোকান, উত্তম বাসা-বাড়ী, উত্তম খাওয়া-দাওয়া এবং উত্তম পানীয় পছন্দ করি। তিনি রসিকতার সুরে বলেছেন, এমনকি আমরা যারা পান খেতে অভ্যস্ত তারা উত্তম পান তালাশ করে খাই। তিনি কাব্যকারে বলতেন, দোকান-মকান, নান-পান সব কিছুর বেলায় আমরা উত্তমকে পছন্দ করি এতে আপত্তির কিছু নেই। কেননা মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, সুতরাং শ্রেষ্ঠ বস্তু তালাশ করাই স্বাভাবিক। সে মতে উযু-নামায ইত্যাদির বেলায়ও উৎকৃষ্টতাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ উযু-নামায ঐ সময় উৎকৃষ্টতা লাভ করবে যখন তা হবে সুন্নাত তরীকায়। নামাযের ফরয চোদ্দটি, ওয়াজিব আঠারোটি, সুন্নাত একাশ্লিটি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, শতকরা একজনের নামাযও সুন্নাত তরীকায় হয় না।

৮১. ইরশাদ করেনঃ

যদি সমাজের মানুষকে সহীহভাবে সুন্নাতের তা'লীম দেয়া হয় এবং তার উপর পাবন্দীর সাথে আমল করা হয় তাহলে সমাজে প্রচলিত বিদ'আত কর্মকাণ্ড আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যেত। বৃষ্টির পানিতে যেমন নালা পরিষ্কার হয়ে যায় তেমনিভাবে সুন্নাতের উপর আমলের দ্বারা সমাজ থেকে সমস্ত গুনাহের কাজ বিদূরিত হয়ে যায়।

৮২. ইরশাদ করেনঃ

সুন্নাতের অতি সহজ, সুন্দর এবং পরিপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হাত ভালভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে পরিষ্কার হাতের সাহায্যে খাওয়া অতি সুন্দর, সম্মুখ থেকে খাওয়া অতি সহজ, আর বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া হলো পরিপূর্ণতা। এতে মহান

আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এভাবে খাওয়াকে সুন্নাত তরীকায় খাওয়া বলে। যা সত্যিই সহজ সুন্দর এবং পরিপূর্ণ।

৮৩. ইরশাদ করেনঃ

মানুষ নিজের মূল্য নিজেই নির্ধারণ করে ফেলে, অথচ নিজের মূল্য নিজে নয় বরং সুন্নাতের মাপ-কাঠিতে বিবেচনা করা উচিত। হযরত উমর রাযি. সম্পর্কে কে না জানে? তিনি উত্তম পোশাক পরিধান এই বলে পরিহার করেন যে- نحن قوم اعزلنا الله بالاسلام
আমরা এমন এক জাতি যাদেরকে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।

৮৪. ইরশাদ করেনঃ

যদি আপেলের এবং কলার ভিতরে ভালো হয় কিন্তু উপরে দেখতে খারাপ দেখা যায়, অথবা খোশা দাগ যুক্ত হয় তাহলে ক্রেতার পছন্দ হয় না। অর্থাৎ যেমনি ভাবে ভিতর ভালো হওয়ার সাথে সাথে বাহ্যিকও ভালো হতে হয়। তেমনি ভাবে অন্তরের ইখলাসের সাথে সাথে বাহ্যিকটাও সুন্নাতের সজ্জায় সুসজ্জিত হতে হবে।

৮৫. ইরশাদ করেনঃ

দশ মিনিট ওয়াজের এ'লান হলে দশ মিনিটেই ওয়াজ সমাপ্ত করা উচিত। কেননা, এরূপ ঘোষণা ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ওয়াদা পূরণ করা আবশ্যকীয়। অনেকে স্বল্প সময় মনে করে ওয়াজে শরীক হয়। বিশেষ প্রয়োজনের কারণে বেশী সময় শরীক হওয়া সম্ভব হয় না। ওয়াজ দীর্ঘ হলে অস্থিরতার কারণ হয়, এদিকে মজলিস থেকে উঠে যাওয়া লজ্জার কারণ, বিধায় উঠেও যেতে পারে না। পরিণামে অন্য সময় এরূপ এ'লানে বিশ্বাস করতে পারে না। এতে বক্তার প্রতি অনাস্থা আসে। কথা এবং কাজের মিল না থাকার কারণে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। তাই ঘোষণা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়াজ সমাপ্ত করা উচিত।

৮৬. ইরশাদ করেনঃ

ওয়াজের সময় নিজের ইসলামের নিয়ত করা অত্যন্ত উপকারী। কেননা ওয়ায়েজ নিজেও ইসলামের মুখাপেক্ষী। তাছাড়া নিজের ইসলাম কামনাকারী ওয়ায়েজের ওয়াজ দ্বারা ফায়দাও অধিক হয়ে থাকে।

৮৭. ইরশাদ করেনঃ

বক্তার ওয়াজের তাসীরের (প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির) জন্য বক্তার নিজের উন্নতমানের আমল-আখলাকের সাথে সাথে বুয়ুর্গানে দ্বীনের হুকুম এবং দু'আর প্রয়োজন অত্যধিক। (এর দ্বারা বুঝা গেল যতই ইলম থাকুক কোন বুয়ুর্গের নির্দেশ ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে ওয়ায়েজ হওয়া উচিত নয়।)

৮৮. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মাওলানা মুযাফফর আহমদ সাহেবকে একজন প্রশ্ন করেছিল, আপনার ওয়াজের দ্বারা এত উপকার হয় কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি নিয়ত করি, আমার শ্রোতাগণ যেন আমার থেকে উত্তম হয়। মুরুব্বীদের সামনে ওয়াজ করতে ভয় হয়, তবে হাকীমুল উম্মতের আদেশ পালনার্থে ওয়াজ করে থাকি। শায়খের কথা-বার্তা নকল করি এবং বরকতের আশা করি। তাদের সদৃশ্য অবলম্বন করি, যাতে আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরতে হাকীকৃত দান করেন।

৮৯. ইরশাদ করেনঃ

ওয়াজ-নসীহতকে অর্থ উপার্জনের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করবে না। এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। (এটাই কারণ যে, বর্তমানে ওয়াজ-নসীহত দ্বারা তেমন ফায়দা হয় না।)

৯০. ইরশাদ করেনঃ

দু‘আর সময় প্রয়োজন হলো উভয় হাত সীনা বরাবর উঠানো এবং উভয় হাতের মাঝে সামান্য ফাঁকা রাখা। আলমগীরীতে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। দু‘আ ইবাদতের সারাংশ। এর জন্য কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে। কিন্তু সেদিকের মোটেও খেয়াল করা হয় না। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুক বরাবর হাত উঠাতেন এবং হাতের তালু আসমানের দিকে খোলাভাবে রাখতেন। সুতরাং হাদীস মুতাবিক আমল করা জরুরী।

৯১. ইরশাদ করেনঃ

নফল নামায আদায়কারীর পাশে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা ফক্বীহগণের মতে নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় মাসবুকের সামনে তার অবশিষ্ট ফরয নামায আদায়ের সময় উচ্চস্বরে দু‘আ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? বর্তমানে এর খুবই প্রচলন রয়েছে। এর আশু সংশোধন প্রয়োজন। দু‘আ আন্তে করবে, কখনো উচ্চস্বরে করবে। নামাযের পর নিজে নিজে দু‘আ করা উত্তম। ইমাম সাহেব আন্তে দু‘আ করবে। উচ্চস্বরে দু‘আ করলে মাসবুকের নামাযে ক্ষতি হয়।

৯২. ইরশাদ করেনঃ

দু‘আ এবং দাওয়া অর্থাৎ প্রয়োজনীয় চেষ্টা-তদবীর উভয়টিই প্রয়োজন। গুনাহ এবং হারাম খাদ্য দু‘আ কবুল হওয়ার জন্য বাধার কারণ। তাই দু‘আ কবুলের জন্য গুনাহ বর্জন এবং খাদ্য হালাল হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এমনিভাবে নেক আমল করলে আল্লাহ খুশি হন, আর তার সন্তুষ্টি দু‘আ কবুলের পূর্বশর্ত।

৯৩. ইরশাদ করেনঃ

এক ব্যক্তি আমার দ্বারা রিযিক বৃদ্ধির দু‘আ করিয়ে অযীফা নিয়ে যায়, কিন্তু কোন ফল না হওয়ার কথা জানায়। আমি তাকে বলি, দু‘টি ট্রাক সামনা-সামনি পরস্পরে ঠেলাঠেলি করলে কেউ গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। অযীফাও চালু গুনাহও চালু উদ্দেশ্য হাসিল হবে কি করে?

৯৪. ইরশাদ করেনঃ

যদি ঘর নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উত্তম কারিগর তালাশ করা হয়। আর সন্তানদের কুরআন তা‘লীম দেয়ার জন্য সস্তা শিক্ষক তালাশ করা হয় যদিও সে শিক্ষক ভুল পড়ে। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে : رَبِّ قَارِ يقرأ القرآن ويلعنه

‘কতক লোক কুরআন পড়ে আর কুরআন তাদেরকে লা‘নত করে।’ পবিত্র কুরআনের তা‘লীমের জন্য তাজভীদে পরিপক্ক উস্তাদ নিয়োজিত করা জরুরী। (ইহয়ায়ে উলুমুদ্দিন-১/৪২৫)

৯৫. ইরশাদ করেনঃ

আমি হিফয খানা ও মকতবেবর ছাত্রদেরকে বলেছি, যদি আপনাদের সামনে চারটি রেজিস্টার খাতা থাকে, যার একটির মধ্যে দুষ্টদের নাম, আরেকটির মধ্যে অতিদুষ্টদের, আরেকটির মধ্যে নেক লোকের নাম, আরেকটির মধ্যে অধিক নেককার লোকদের নাম, তাহলে আপনাদের নাম কোনটির মধ্যে লিপিবদ্ধ করাকে পছন্দ করবেন? নিশ্চয় চতুর্থটির মধ্যে। এবার শুনুন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ অর্থ: তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। [সূত্র: বুখারী শরীফ-৩/৩৩২, হাদীস নং-৫০২৭]

কিন্তু এই পুরস্কার সহীহ-শুদ্ধ পড়া ও পড়ানোর শর্তে ঘোষণা করা হয়েছে। এই কাজে যারা সহযোগিতা করবে, মাদরাসা তৈরী করে দিবে তারাও এই পুরস্কারের অধিকারী হবে।

৯৬. ইরশাদ করেনঃ

যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন নিয়ত করবে যে, তিলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরের জং দূরীভূত হবে, আল্লাহ পাকের মুহাব্বত পয়দা হবে। তিলাওয়াতের দ্বারা আত্মশুদ্ধির ব্যাপারটা হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ لَحْدِيدٌ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا جَلَّاهُ قَالَ كَثْرَةُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ اللَّهِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِلِهِ

অর্থাৎ লোহায় যেমন জং ধরে তেমনি অন্তরেও জং ধরে। জিজ্ঞাসা করা হলো জং দূর করার তরীকা কী? উত্তরে বললেন, অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকর ও মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর প্রস্তুতি। কিন্তু অতীব দুঃখজনক বিষয় এই যে, যাদের তিলাওয়াতের অভ্যাস আছে তারাও তিলাওয়াতের দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভের কথা চিন্তা করে না। ফলে আত্মশুদ্ধির জন্য অনেকে অনেক আমলই করে থাকে কিন্তু তিলাওয়াত করার গুরুত্ব অনুধাবন করে না। [সূত্র: শু‘আবুল ঈমান, হাদীস নং- ১৮৫৯। কামিল লিইবনে আদী-১/৪২০ তবে শব্দে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।]

৯৭. ইরশাদ করেনঃ

অবস্থা এই যে, দ্বীনদার লোকদের অনেকে পানাহারের সুন্নাত ও আদব সমূহের প্রতি গুরুত্ব দেন না। যেমন মেহমান বসার আগে খানা দস্তরখানে রাখা হয়, যেন খানা মেহমানদের অপেক্ষা করতে থাকে। এটা আদবের খেলাফ। এমনি ভাবে দস্তরখান উঠানোর আগে সবাই উঠে যায়। অথচ প্রথমে দস্তরখান উঠিয়ে পানাহারকারী উঠা উচিত। আর দস্তরখান ও খানা উঠানোর দু‘আ সবারই মুখস্থ করে নেয়া দরকার।

দু‘আটি হলঃ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا

অর্থ: সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য, অনেক অনেক প্রশংসা এবং পবিত্র ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা। হে প্রভু! এ খানাকে না যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে (যে আর প্রয়োজন হবে না) আর না একে সম্পূর্ণ বিদায় দেয়া যেতে পারে (যে তার সাক্ষাৎ প্রয়োজন হবে না) না এতে বে-পরওয়া হওয়া যেতে পারে। [সূত্র: বুখারী-২/৮২০, তিরমিযী-২/১৮৪, ইবনে মাজাহ-২/২৩৬]

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু পারস্য সম্রাটের শাহী মেহমানদারীতে মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রদূতগণও ছিলেন। খাওয়ার মাঝে হাত থেকে খাদ্য-দ্রব্য দস্তরখানে পড়ে গেলে তিনি তা উঠিয়ে খেলেন। উপস্থিত একজন বললেন, এরূপ করা শিষ্টাচার ও ভদ্রতার পরিপন্থী। পুনরায় যেন এমন না হয় সেদিকে সতর্ক থাকুন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি এই আহমকদের কারণে রাসূলের সুন্নাত তরক করতে পারি না।

৯৮. ইরশাদ করেনঃ

মানুষের যখন দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সময় হয়, তখন তার আপনজনদেরকে কাছে ডেকে এনে বলে যে, আমি আমার বিদায়ের মুহূর্তে তোমাদেরকে কিছু জরুরী নসীহত করে যাচ্ছি। আমাদের দেশের (ভারতের) জটিল ফেরিওয়ালা ছোট একটি বাস নিয়ে সারাদিন ফেরী করে বেড়াত। সারা দিনে যা কিছু আয় রোজগার হতো তা দিয়েই তার সংসারের খরচ চালাত। সে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে সন্তানদের উপদেশ দিয়ে গেছে যে, তোমরা এ ভাবে চলবে। পরবর্তীতে দেখা গেছে যে, তার সন্তানেরা

বড় বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেছে। তারা পিতার উপদেশ মোতাবেক চলার কারণেই পরিশ্রমের সুফল ভোগ করেছে। আজ তাদের জীবনে শান্তি বিরাজ করছে। অনুরূপ ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুনিয়াতে আমার আগে অনেক নবী-রাসূল এসেছেন। আজ তাদের কেউ জীবিত নেই। আমিও আল্লাহর নবী (আলাইহিস সালাম)। আমিও তোমাদের মাঝে চিরদিন থাকবো না। এজন্য আমি তোমাদেরকে কিছু উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, যে পথে চললে তোমরা নিশ্চিত সফলকাম হবে, কোনক্রমেই পথভ্রষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ হবেনা। আমার बातলানো নসীহত যদি তোমরা আন্তরিক ভাবে মেনে চলো, তাহলে তোমরা অবশ্যই সফলতা অর্জন করবে।

৯৯. ইরশাদ করেনঃ

আমি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম, ডাক্তাররা আমার চিকিৎসা শুরু করল। আমি দ্রুত সুস্থতার দিকে এগুতে লাগলাম। এবং কল্পনাতে ভাবে আল্লাহ আমাকে শেফা দান করলেন আর আমি সুস্থায় ফিরে পেলাম। আমাকে ডাক্তাররা একথা বলল যে, ‘আজ পর্যন্ত আমাদের চিকিৎসালয়ে এ রোগের এমন কোন রোগী আসেনি যে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়েছে। এর পেছনে কি কারণ ছিল আমি কি বলব?’ ভারতের কাফির-মুশরিক ডাক্তারদের কথাই আপনাদের নকল করে শুনাচ্ছি। তারা বললেন, ‘হয়রত! আমাদের ঔষধের গুণাগুণতো আমাদের জানা আছে, আসলে আপনার মুসলমান ভক্তদের দু‘আর বরকতে আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেছেন।’ দু‘আ করা সুন্নাত। সুতরাং আমাদের তালাশ করা উচিত যে, আমাদের যিন্দেগীতে আল্লাহ তা‘আলার কি কি হুকুম রয়েছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি কি সুন্নাত রয়েছে। যেগুলো আমাদের আমল থেকে ছুটে গেছে। জনৈক কবি বলেন, ‘হে মুসলমান-তুমিতো রুস্তম পাহলোয়ান, তুমি ঘুমিয়ে আছো কেন? জেগে উঠো দেখবে সারা দুনিয়ায় তোমারই প্রভাব-প্রতিপত্তি বিরাজ করছে।’ কাজেই এখনি জাগো এবং সুন্নাতের উপর আমল শুরু করে দাও।

১০০. ইরশাদ করেনঃ

সাহেবে কাশফ জনৈক বুয়ুর্গ নামায পড়ার পর ভাবলেন, ধ্যানে বসে দেখি আমার নামাযটা কেমন হল! তিনি দেখলেন পরমা সুন্দরী এক অন্ধ বাঁদী তার সামনে দাঁড়ানো। অতঃপর তিনি স্বীয় মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. কে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.প্রত্যুত্তরে বললেন, মনে হয় চোখ বন্ধ করে নামায পড়েছো। নামাযের মধ্যে চোখ খোলা রাখা সুন্নাত। সুন্নাতের এই ভ্রুটির কারণে নামাযের এই আকৃতি দেখা দিয়েছে। বুঝা গেল কোন কাজে সুন্নাত বর্জনের আকৃতি এমনই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১০১. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রহ. স্বীয় যামানার শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. তাকে তার যামানার মুজাদ্দিদ বলেছেন। সেই মোল্লা আলী ক্বারী রহ. আযান সম্পর্কে লিখেছেন যে, ‘আল্লাহ্’ শব্দের মধ্যে লামের যবরকে এক আলিফ টানতে হবে। অনেকে লামের যবরকে খুব লম্বা করে, এটা ঠিক নয়। আল্লাহ শব্দের মধ্যে আরেকটি ভুল হলো, আল্লাহ শব্দের ‘হ্’ কে ‘হো’ বলে অশুদ্ধ করে পড়া হয়। আসলে হ্ এর উচ্চারণ ইংরেজী টু এর মত। যেমন আল্লাহ্। এমনিভাবে আরেকটি ভুল হলো, আমরা সূরা ফাতিহার আলহামদুকে আলহামদো পড়ি। আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে আমরা এগুলো শুদ্ধ করে নেব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।

১০২. ইরশাদ করেনঃ

মজলিসে একজনের সালামই যথেষ্ট; সকলের সালাম দেয়া জরুরী নয়। এমনিভাবে সকলের জন্য সালামের জবাব দেয়াও জরুরী নয়। একজনের জবাবই সকলের জন্য যথেষ্ট। এরপর যদি সহজ ভাবে আরামের সাথে মুসাফাহার সুযোগ থাকে আর মুসাফাহার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে মুসাফাহা করে নেয়া। মুসাফাহার জন্য বাড়াবাড়ি করা অনুচিত।

১০৩. ইরশাদ করেনঃ

বিশুদ্ধ সালাম হলো, আসসালামু আলাইকুম। আর জবাব হলো, ওয়া‘আলাইকুমুস সালাম। কিন্তু একজন বললো, আসসালামু আলাইকুম, অপরজনও বললো আসসালামু আলাইকুম-তাহলে এতে জবাবের হক আদায় হবে না। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে লিখা আছে এতে উভয়ের উপর সালামের জবাব ওয়াজিব থেকে যায়, এবং ওয়াজিব তরক করার কারণে গুনাহগার হবে। তাই উভয়ের ওয়া‘আলাইকুমুস সালাম বলে জবাব দেয়া চাই নতুবা গুনাহগার হওয়ায় তাওবা করে নিতে হবে।

১০৪. ইরশাদ করেনঃ

হুযর আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবী ইমামকে ডেকে এনে বললেন, মুসল্লিদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায পড়াবে এবং ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়াবে। অর্থাৎ নামাযের জন্য যে সকল সূরা সুন্নাত রয়েছে, সেগুলো ছোট বড় উভয় ধরণের রয়েছে, অতএব যদি মুসল্লিরা দুর্বল হয় তাহলে ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়াবে আর এতেই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। মুসল্লিদের যেন কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা ইমামের দায়িত্ব।

১০৫. ইরশাদ করেনঃ

বাহ্যিকভাবে কাউকে আলেমের মত দেখলেই তাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে নেই। বরং বিজ্ঞ ও মুত্তাকী আলেম দেখে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হবে। কারণ যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নাই তাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করলে সে জানা-বুঝা এবং তাহক্কীক ছাড়াই কিছু একটা বলে দেয়। এতে সাধারণের মধ্যে ভুল মাসআলা প্রচার হয়ে যায়।

১০৬. ইরশাদ করেনঃ

অনেক সময় দেখা যায় ছোট মসজিদ-যার মধ্যে দু'চারজন মুসল্লী বৃদ্ধ-দুর্বল, বাকী সবাই যুবক। সেখানে দুর্বলের সংখ্যা কম বলে জায়নামাযের ব্যবস্থা বাদ দেয়া যাবে না। সকলের জন্য জায়নামাযের ব্যবস্থা না করতে পারলেও দু'চার জনের জন্য জায়নামাযের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০৭. ইরশাদ করেনঃ

অনেক সময় মানুষ ইখলাছ ও আল্লাহর সম্ভষ্টির জযবা নিয়ে আমল করে থাকে। কিন্তু শুধু ইখলাছ যথেষ্ট নয়, যদিও ইখলাছ ফরযে আইন। বরং তার পাশাপাশি আমলটি শরী'আতের মাসআলা অনুযায়ী হলো কি-না সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আমলের মাঝে একদিকে যেমন ইখলাছ থাকতে হবে অন্যদিকে আমলটি মাসআলা অনুযায়ীও হতে হবে।

১০৮. ইরশাদ করেনঃ

বর্তমানে আলেম উলামা এবং খাছ লোকদের মধ্যে একটি গুনাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। একজন লোক ইশরাক আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদ পড়ায় খুব অভ্যস্ত, সমস্ত নফল ইবাদতের ইহতেমাম করে সে। কিন্তু তার ঘরে শর'ঈ পর্দা নেই। সে ভাবী, শালী, ফুফাত বোন, মামাত বোন, খালাত বোন, কারো সাথে পর্দা করে না। অথচ তার উপর তা ফরয! এখন প্রশ্ন, কেন সে পর্দা করে না? সে কি অজ্ঞ? না! আসলে সে জানে; কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে না। এরকম লোকদেরকে সাধারণ লোকেরা মৌলভী সাহেব মনে করে। কোন লোক দ্বীন সম্পর্কে দু'টি কথা জানলেই কি সে মৌলভী হয়ে যায়? মৌলভী হওয়া এত সহজ নয়। আসলে মৌলভীতো বলা হয় তাকে, যে মাওলা ওয়ালা (আল্লাহওয়ালা)। যে শরী'আতের খেলাফ চলে সে আবার মৌলভী হয় কিভাবে?

১০৯. ইরশাদ করেনঃ

জৈনিক ছাত্র আমার বাড়ীতে গিয়ে তার মামীদেরকে লক্ষ্য করে বলল, মামী! আমি এতদিন ছোট ছিলাম, আপনাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ জায়িয় ছিল। কিন্তু আমি এখন বড় হয়েছি, আমার উপর পর্দা ফরয। আপনারা আমাকে মুহাব্বত করেন ভালো কথা,

কিন্তু শরী‘আতের বিধান হলো আমার সামনে আপনাদের আসা নিষেধ। এরপরও যদি আপনারা আমার সামনে আসেন তাহলে আমি আপনাদের বাড়ী আসা ছেড়ে দেব।

১১০. ইরশাদ করেনঃ

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী খানভী রহ. বলেন, প্রচলিত মানবিকতা ও শৃঙ্খলা-উভয়টিকে একত্র করা বড় কঠিন। অতএব শরী‘আতের নির্ধারিত বিধানকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। কোন আপন ব্যক্তি যদি বিষ পান করতে বলে তাহলে কি তার কথামত বিষ খাওয়া যাবে? কখনও নয়।

১১১. ইরশাদ করেনঃ

হারদুঈ মাদরাসায় শীতের মৌসুমে উয়ূর জন্য ঠাণ্ডা-গরম উভয় রকমের পানির ব্যবস্থা থাকে। সেখানে নোটিশ দেয়া থাকে, ব্যক্তিগত কাজে পানি ব্যবহার করা নিষেধ। আমার কাছে পনের বছর বয়সের এক ছাত্র এই মর্মে পত্র লিখেছে হুযূর আমি মাদরাসার পক্ষ থেকে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় থালা-বাসন ও কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য এ পানি ব্যবহার করেছি। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে এখন মাদরাসায় আমাকে কত টাকা দিতে হবে? জবাবে আমি লিখলাম, এ ব্যাপারে মুফতী সাহেব যেভাবে বলেন সেভাবে কাজ কর।

১১২. ইরশাদ করেনঃ

কলিকাতা থেকে একজন বড় ইংরেজ অফিসার এসে একজন বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করলো, হুযূর! আপনার জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা কি? উত্তরে আলেম বললেন, এর উত্তর ইনশাআল্লাহ আগামীকাল বলব। ইংরেজ পরদিন এসে পঞ্চাশ টাকা উপটোকন দিয়ে বলল,হুযূর! আমার গতকালের প্রশ্নের উত্তর দিন। আলেম বললেন, আপনি একজন ইংরেজ, আমার ধর্মের লোক আপনি নন। এতদসত্ত্বেও আপনি আমাকে টাকা দিলেন কেন? ইংরেজ বললো, আপনার প্রতি আমার ভক্তি ও অনুরাগ আছে। আলেম বললেন, আমার ধর্মীয় ভক্তরা ও অনুরাগীরা আমাকে এ ভাবে হাদিয়া দেয় তাতেই আমার জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। মানুষ যখন আল্লাহ পাকের হুকুম-আহকাম মেনে চলে তখন আল্লাহ তার রিযিকের ব্যবস্থা এভাবেই করে থাকেন।

১১৩. ইরশাদ করেনঃ

আমার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কোন মাদরাসায় চাঁদা আদায় করা হয় না। জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হুযূর! আপনার মাদরাসার জন্য তো কেউ চাঁদা নিতে আসে না তাহলে আপনার মাদরাসা চলে কিভাবে? আমি বললাম, এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনারা দোকান-পাট পরিচালনার আগে এলাকার লোকজন কিংবা গ্রাহকের সাথে এই মর্মে কোন চুক্তি হয়েছিল যে, তারা

আপনার দোকান থেকে মাল নেবে? তিনি উত্তর দিলেন না। আমি বললাম, তাহলে এবার বলুন গ্রাহক চুক্তি ছাড়া যদি আপনাদের দোকান চলতে পারে তাহলে মাদরাসা চলতে কালেকশন লাগবে কেন? লোকটি বলল, লোকজন তো দোকান থেকে মাল নিয়ে যায়। আমি বললাম, যেভাবে আপনার দোকান থেকে গ্রাহক এসে মাল কিনতে থাকে তেমনি ভাবে মাদরাসার জন্য যখন যেটুকু প্রয়োজন আল্লাহ পাক নিজ দায়িত্বে পাঠিয়ে দেন। এজন্য আল্লাহর দরবারে বেশী বেশী চাওয়া উচিত।

১১৪. ইরশাদ করেনঃ

জৈনিক ব্যক্তি কোন এক এলাকায় বড় বুয়ুর্গের আগমনের কথা শুনে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য সেখানে গিয়ে তাঁকে পেল না। কিন্তু বুয়ুর্গ লোকটি যেখানে নামায পড়েছেন সেখানে তার হাত-পা ও কপালের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারলেন যে, তিনি সুন্নাহ তরীকায় নামায পড়েননি। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সুন্নাহ তরীকায় নামায পড়ে না সে প্রকৃত অর্থে কখনও বুয়ুর্গ হতে পারে না। তার সাথে সাক্ষাতের আমার কোন প্রয়োজন নেই।

১১৫. ইরশাদ করেনঃ

জৈনিক ব্যক্তি কোন এক বুয়ুর্গের সুহবতে থেকে দশ বছর মনে-প্রাণে তার খিদমত করেন। অতঃপর নিরাশ ও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে যেতে লাগলেন। বুয়ুর্গ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মুরীদ উত্তর করলো, হুযুর! আমি আপনাকে মুহাব্বত করে দীর্ঘ দশটি বছর আপনার খেদমত করলাম, কিন্তু আফসোস! আজো আপনার থেকে কোন কারামত প্রকাশ হতে দেখলাম না। বুয়ুর্গ জানতে চাইলেন, আচ্ছা! তুমি কি এই দশ বছরে কখনো আমার থেকে শরী‘আতের খেলাফ ও সুন্নাহের পরিপন্থী কোন কাজ হতে দেখেছো? আমার কোন ভুল তোমার কাছে ধরা পড়েছে? সে জবাব দিল, না। তখন বুয়ুর্গ বললেন, তুমি এর চেয়ে বড় আর কী কারামত এবং কী বুয়ুর্গী দেখতে চাও? আসলে যে ব্যক্তি থেকে দীর্ঘ দশ বছরে কোন প্রকার শরী‘আত বিরোধী ও সুন্নাহের খেলাফ কোন কাজ প্রকাশ হয়নি, তার চেয়ে বড় বুয়ুর্গ আর কে হতে পারে?

১১৬. ইরশাদ করেনঃ

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. বলেছেন, আল্লাহকে পাওয়ার মাত্র একটি পথ। এ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। আর সে রাস্তা হলো, আত্মার সকল রোগ দূরীভূত করণ তথা আত্মশুদ্ধি। তা‘লীমুদ্দীন ও ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

১১৭. ইরশাদ করেনঃ

মানুষের আত্মার দশটি রোগ আছে। যেগুলির চিকিৎসা করা জরুরী। একটা রোগও যদি নিজের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে সেটাও তার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তন্মধ্যে একটি হলো গোস্সা। কারো মধ্যে গোস্সা থাকলে তার কোন বুয়ুর্গের কাছ থেকে চিকিৎসা করাতে হবে। গোস্সা এমন মারাত্মক জিনিস যে, গোস্সার সময় মুকাদ্দামা পেশ করতে নেই। এবং গোস্সা অবস্থায় হাকীমের জন্য কোন বিষয়ের উপর ফয়সালা করারও অনুমতি নেই। জৈনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে সবিনয়ে আরয করলেন, হুয়ুর! আমাকে নসীহত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, لا تغضب গোস্সা করো না, গোস্সা থেকে বিরত থাক।

১১৮. ইরশাদ করেনঃ

অনেকে নামায রোযা খুব পালন করে। কিন্তু কারো প্রতি ক্রোধ হওয়ার সাথে সাথে ডাঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। রমযান মাসে এক মসজিদে অনেক ই‘তেকাফকারীকে দেখে জিজ্ঞাসা করা হল, কি ব্যাপার! এই মসজিদে এত ই‘তেকাফকারী কেন? এরা কোথেকে এবং কিভাবে এলো। উত্তরে বলা হল, অমুক হাজী সাহেবের বরকতে এসকল মানুষ উপস্থিত হয়েছে। দ্বিতীয়জন বললেন, আসলে এত লোকের উপস্থিতি তার বরকতে হয়নি, বরং হাজী সাহেবের ডাঙার বরকতে হয়েছে। অর্থাৎ হাজী সাহেব খুব রাগী লোক ছিলেন। তিনি ভালো-মন্দ ও হালাল-হারামের পরওয়া করতেন না। এ কথা শ্রবণ করে উক্ত হাজী সাহেব রাগান্বিত হয়ে দস্তুরখান ধরে টান দিয়ে সমস্ত ইফতার সামগ্রী ফেলে দিয়ে উঠে চলে গেলেন। বহু ইফতার নষ্ট হলো। হাজী সাহেবের মান-সম্মান লোকদের দিল থেকে খতম হয়ে গেল।

১১৯. ইরশাদ করেনঃ

জৈনৈকা মহিলা কোথাও যেতে ইচ্ছা করলে স্বামী তাকে বারণ করলো। কিন্তু মহিলা স্বীয় ইচ্ছায় অনড়। এ দেখে স্বামী তাকে বলল, বেশী তর্কাতর্কি করলে তোমাকে তালাক দিয়ে দিব। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা বাড়াবাড়ির এক পর্যায়ে স্বামী ক্রোধের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বসলো। এরপর স্বামী মুফতী সাহেবের নিকট তার ঘটনা খুলে বললে মুফতী সাহেব বললেন, তিনটি গুলি একসাথে মেরে ফেলেছেন, ফলে মহিলা আর আপনার থাকেনি বরং এখন সে আপনার জন্য হারাম হয়ে গেছে।

১২০. ইরশাদ করেনঃ

অন্তরের আরেকটি রোগ হলো মিথ্যা বলার অভ্যাস। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. এর নিকট কোন এক ব্যক্তি লিখেছেন যে, হযরত! আমার খুব মিথ্যা

বলার অভ্যাস। এর প্রতিকার কি? হযরত থানভী রহ. উত্তরে লিখলেন, মিথ্যা বলায় যখন তোমার মনে অনুতাপ আসে তখন যার সাথে তুমি মিথ্যা বলেছো সে একা থাকুক কিংবা কোন মজমায় থাকুক সেখানেই তুমি বলবে, ভাই কিছুক্ষণ আগে আপনার সাথে যে কথাটি বলেছিলাম তা মিথ্যা ছিল। তুমি যখন বার বার এমন করতে থাকবে তখন এক সময় দেখা যাবে যে তোমার মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর হয়ে গেছে।

১২১. ইরশাদ করেনঃ

অন্তরের আরেক ব্যাধি হলো কুদৃষ্টি। অনেকের মধ্যে কুদৃষ্টির অভ্যাস থাকে। এক মাদরাসার মুহতামিম সাহেব আমাকে জানালেন যে, হযরত একটি দাড়িবিহীন সুশ্রী বালকের দিকে তাকালে আমার মনে খারাপ খেয়াল ও তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এলাজ হিসাবে তাকে আমি বললাম, হয়তো সে বালককে আপনি মাদরাসা থেকে বের করে দেন নতুবা আপনি মুহতামিমী ছেড়ে চলে যান। দাড়িবিহীন সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি বিষাক্ত তীরের মত। অনেকেরই এ রোগ হয়ে থাকে। বিশেষত নেককার লোকদের। এ রোগের চিকিৎসার ফিকির করা অতীব জরুরী।

১২২. ইরশাদ করেনঃ

শরহে জামী পাশ এক মৌলভী সাহেব আমার ভক্ত। তিনি আমাকে ‘স্নামু আলাইকুম’ বলে অশুদ্ধ সালাম দিতেন। আমি তাকে শুদ্ধ সালাম ‘আস্ সালামু আলাইকুম’ শিখিয়ে দিয়ে বললাম, এখন থেকে অশুদ্ধ সালাম দিলে প্রতিবারের জন্য দশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। হাতে টাকা না থাকলে নিজের ঘরে কিংবা মাদরাসায় গিয়ে কোন কামরায় দরজা-জানালা বন্ধ করে এগারো বার কান ধরে উঠ-বস করবেন। এভাবে কিছুদিন আমল করার পর আল্লাহর রহমতে তার রোগ ভালো হয়ে যায়।

১২৩. ইরশাদ করেনঃ

জৈনিক ব্যক্তি এক সময় বিভিন্ন প্রকার গুনাহে লিপ্ত ছিল। পরবর্তীতে সে একটি গুনাহ ব্যতীত সকল গুনাহই ছেড়ে দিল, তবুও সে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, গুনাহ বিষ-তুল্য, যা মানুষের দেহ-মনকে ধ্বংস করে দেয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-গুনাহ এই উম্মতের রোগ। এই গুনাহের কারণেই আজ সারা পৃথিবী জুড়ে অশান্তি বিরাজ করছে। আমাদেরকে সকল প্রকার গুনাহকে বর্জন করতে হবে।

১২৪. ইরশাদ করেনঃ

শরী‘আতের ওয়র ব্যতীত ফরজ নামাযের জামা‘আত তরক করা গুনাহে কবীরা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘আমার মনে চায় কাউকে

ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে যে সকল লোক জামাআতে হাজির হয়নি তাদের বাড়ী-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই। কিন্তু মহিলা ও শিশুদের প্রতি খেয়াল করে আমি তা থেকে বিরত থাকি।’ অনেক মানুষ এ ভ্রান্ত আক্বীদায় আছে যে, সফরের অবস্থায় জামা‘আত মাফ। সফর জামা‘আত তরক করার ওয়র হতে পারে না। জুনৈক বাদশাহ কোন এক গুরুত্বপূর্ণ মুকাদ্দমায় সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আদালতে হাজির হলে কাজী সাহেব এই বলে বাদশাহর সাক্ষ্যকে নাকচ করে দিয়েছিলেন যে, বাদশাহ জামা‘আত তরককারী, আর শরী‘আতে জামা‘আত তরককারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

১২৫. ইরশাদ করেনঃ

আযানের পর দু‘আ পড়ার আগে দরুদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব। অনেকে আযানের দু‘আর মধ্যে এ বাক্যগুলো পড়তে শুনা যায় والدرجة الرفيعة و ارزقنا شفاعته يوم القيامة আসলে এটা লেখকের ভুল। দিল্লী ও মুম্বাই এর লেখকদের ভুল মুখস্থ থাকার কারণে তারা এটা লিখেছে। আর এভাবেই এ ভুলের প্রসার হয়েছে। এমনি ভাবে অনেক মুসল্লিরা দু‘আয়ে কুনুতের لا نكفر ولا نشكرك এর মধ্যে লামকে মদ ব্যতীত পড়ে, যার কারণে এর আসল অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা সংশোধন করা জরুরী।

১২৬. ইরশাদ করেনঃ

যেখানে আমাকে কেন্দ্র করে দ্বীনী আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়, সেখানে আগে থেকেই আমাকে জানিয়ে রাখা জরুরী এবং আমার সাথে পরামর্শ করা উচিত। যাতে আমি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারি। যেহেতু চতুরে স্টেজ করায় মসজিদের প্রথম কাতারের লোকেরা মজমার সামনের কাতারে বসার সুযোগ পায় নাই এজন্য তারা নারাজ হলেন। তিনি বললেন, ভিতরে বয়ান হলে কি অসুবিধা হতো? তাহলে সে ক্ষেত্রে এ অসুবিধা হতো না।

১২৭. ইরশাদ করেনঃ

এখানে আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, জামা‘আতে নামায হওয়ার সময় কোন মুকাব্বির ছিল না। অথচ এ উন্নত স্থানে মুকাব্বিরের ব্যবস্থা করা কোন দুষ্কর ছিল না। আর যে সব জায়গায় শুধু মাইকের ব্যবস্থা করা হয় সেসব স্থানে যদি বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে সমস্ত মুসল্লিদের সমস্যা হয়। এ ছাড়া অনেক উলামায়ে কিরাম মাইকে নামায না পড়ানোকেই উত্তম বলেছেন। কিন্তু সর্বাবস্থায় মুকাব্বির থাকা জরুরী।

১২৮. ইরশাদ করেনঃ

এখানে আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম, তাহলো আমি এখানে পৌঁছার পর লোকেরা আমাকে ইস্তেক্বাল করার জন্য আমার কাছে পৌঁছলেন, ঠিক সেই সময় আযান

হচ্ছিল, কিন্তু কারো সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। অথচ আযানের জবাব দেয়া বেশী জরুরী ছিল।

১২৯. ইরশাদ করেনঃ

যদি কোন লোক কোন রাস্তা বার বার অতিক্রম করে, আর সে রাস্তার পাশে তার দাদা-নানা থাকে এবং সে একবারও তাদের সালাম না করে, তাহলে লোকেরা তাকে বেয়াদব বলে গণ্য করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তোমরা দিনে কয়েকবার আমার ঘরে এসে থাক। আমাকে একবার হলেও সালাম করো। আল্লাহকে সালাম করার অর্থ হলো দু‘রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া। সারাদিনে যতবার মসজিদে আসা হয় তার মধ্যে একবার তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া উচিত।

১৩০. ইরশাদ করেনঃ

এখানে আরেকটি ভুল লক্ষ্য করলাম, আমাকে যেখানে আরাম করতে দেয়া হয়েছে সেখানে লোকেরা পৌঁছে গেছে। ঠিক আছে এটা না হয় মুহাব্বতের আলামত। এরপর সেখান থেকে আমাকে বের হতে হয়েছে মসজিদের ভিতর দিয়ে। কিন্তু যখন আমাকে মসজিদের ভিতর দিয়ে বের করা হলো তখন আমাকে জানানো হয়নি যে এখান থেকে মসজিদ শুরু। যার কারণে আমার মসজিদে প্রবেশের দু‘আ পড়া হয়নি।

১৩১. ইরশাদ করেনঃ

জৈনিক ইমাম সাহেব নামাযের সময় হলে খুব দৃঢ়তার সাথে মুসাল্লায় বসে যেতেন। কাউকে সেখানে ইমামতী করতে দিতেন না। সে এলাকায় আমাদের হারদুয়ীর এক মুফতী সাহেব তার এক আত্মীয় মারা গেলে সে আত্মীয়ের পরিবার-পরিজনদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সেখানে গমন করেন। নামাযের সময় মুফতী সাহেব মসজিদে গেলে ইমাম সাহেব ইমামতীর স্থানে খুঁটি গেড়ে বসে যান। সেখানকার লোকজন মুফতী সাহেবকে বয়ান করতে আবেদন জানালে মুফতী সাহেব নামাযের সুন্নাত তরীকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর নামাযের নির্ধারিত সময়ে ইমাম সাহেব মুফতী সাহেবকে ইমামতীর জন্য অনুরোধ করেন। এরপর মুফতী সাহেব ইমামতী করেন। ভায়েরা আমার! চিন্তা করুন যেখানে ইমাম সাহেব নিজের জায়গা থেকে সরেন না সেখানে মুফতী সাহেবকে ইমামতীর জন্য দিলেন এটা মুফতী সাহেবের কৃতিত্বে নয় বরং সুন্নাতের বরকতে।

১৩২. ইরশাদ করেনঃ

ছোট শিশুদেরকেও সুন্নাত শিখানো উচিত। আমার মাদরাসায় ছোট শিশুদেরকে তাদের বয়স অনুপাতে দু‘আ-কালাম শিখানো হয়।

১৩৩. ইরশাদ করেনঃ

চিকিৎসকের নির্দেশ, আমি যেন আধ ঘণ্টার বেশী কথা না বলি। কিন্তু কি করব? আপনাদের বরকতে আমার অন্তরে অনেক কথা আসছে তাই বলছি।

১৩৪. ইরশাদ করেনঃ

প্রশ্ন হলো! আমাদের মধ্যে ইখলাস আছে কিনা কি করে বুঝবো? আমরা তো মনে করি আমাদের দ্বারা নামায-রোযা দান-হদক্বা অধিক পরিমাণে আদায় হচ্ছে। দীনদার মানুষ তিন কাজের কোন কাজে মশগুল থাকেন। হয়তো তা‘আল্লুম (শিক্ষা গ্রহণ) নয়তো তাদ্দরীস (শিক্ষাদান) অন্যথায় তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মশুদ্ধি। তা‘আল্লুম-তাদ্দরীস সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে। আর আত্মশুদ্ধি কাজটি সকলেই পারে না বরং আল্লাহ পাক যাদেরকে এ কাজের জন্য কবুল করেছেন তারাই এটা পারেন। কোন লোকের কাজ ইখলাসের সাথে হচ্ছে কি-না তা জানার উপায় হলো, আপনি যে এলাকায় দ্বীনের কাজ করছেন সে এলাকায় ঐ কাজটিই করার জন্য আরেকজন লোক আসলো। এ অবস্থায় আপনি নির্জনে বসে চিন্তা করুন যে, আপনার এলাকাতে আপনার কাজ নিয়ে তার আগমনে আপনি সম্ভুষ্ট কি-না? যদি সম্ভুষ্ট থাকেন তাহলে বুঝবেন আপনার মধ্যে ইখলাস আছে, অন্যথায় নেই।

১৩৫. ইরশাদ করেনঃ

জুম‘আর দিনের অনেক আমল আছে যেগুলো ছোট অথচ ফযীলত অনেক বেশী। যেমন জুম‘আর দিনের বিশেষ ছয়টি আমল রয়েছে। যেগুলো আমল করলে প্রতি কদমে এক বছরের নফল নামায ও এক বছরের নফল রোযার সওয়াব পাওয়া যায়। অন্যান্য উম্মতের তুলনায় আমাদের বয়স কম, কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন কতগুলো আমল শিখিয়ে দিয়েছেন যার উপর আমল করে আমরা স্বল্পসময়ে অনেক কামিয়াবী অর্জন করতে পারবো। আমরা ধারণা করি আমাদের নামায সুন্নাত মুতাবিক হচ্ছে। আসলে কিন্তু হচ্ছে না। কারণ! আমরা একান্নটি সুন্নাত মুখস্থ জানি না। আমরা যদি সামান্য একটু মেহনত করে তাহলেই কিন্তু আমাদের একান্ন সুন্নাত মুখস্থ হয়ে যাবে।

১৩৬. ইরশাদ করেনঃ

আমাদেরকে গুনাহ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। হযরত খানভী রহ. এর কিতাবে পঞ্চাশটি কবীরা গুনাহ-এর তালিকা রয়েছে। একেকটি করে সবগুলো আমাদের জেনে নিতে হবে। এরপরই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে।

১৩৭. ইরশাদ করেনঃ

অনেক কাজ আছে যেগুলো করা জরুরী এবং অনেক কাজ আছে যেগুলো করা ওয়াজিব। কিন্তু মানুষ সেগুলোকে শুধু ভালো কাজ মনে করে। যেমন দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কিন্তু কিছু মানুষ মনে করে এটা ভাল কাজ। এটা মানুষের বুঝার ভুল, কেননা দাড়ি রাখা শুধু ভাল কাজই নয় বরং ওয়াজিবও বটে।

অনেক লোক আছে যারা অন্যের উপর যুলুম করে। সে সব লোকদের যুলুম থেকে বাঁচার জন্য যদি কোন ব্যক্তি নিয়মিত- **ياسسوح ياقدوس ياعزيز ياغفور** পড়ে তাহলে দেখা যাবে যে যালিমের মন নরম হয়ে গেছে এবং যুলুম বন্ধ করে দিয়েছে।

১৩৮. ইরশাদ করেনঃ

কোন ব্যক্তি হাফেয-আলেম হলেই যে কুরআন শরীফ সহীহ-শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে পারবে তা কিন্তু জরুরী নয়। বরং শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করার জন্য যিনি শুদ্ধ করে পড়তে পারেন তার কাছেই শিখতে হবে। এবং এভাবেই শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করা সম্ভব।

১৩৯. ইরশাদ করেনঃ

আশ্চর্যের বিষয় হল, আমরা আমাদের বিবি-বাচ্চাদের কুরআন তিলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধ করার ব্যাপারে ফিকির করি না। এক যুবক ডাক্তার মহল্লার ইমাম সাহেবকে বললেন, হুয়ুর! মেহেরবানী করে প্রতিদিন ফজরের পরে আমাকে সহীহ-শুদ্ধ করে কুরআন শিখার জন্য আমাকে একটু সময় দিবেন। এভাবে কিছুদিন মেহনত করার পর তার তিলাওয়াত সহীহ হয়ে গেল। এরপর তিনি স্বীয় স্ত্রীকে সহীহ তিলাওয়াত শিখান। অতঃপর ডাক্তার সাহেবের প্রথম সন্তান তার বিবির কাছে সাত বছর বয়সে হিফয খতম করে, দ্বিতীয় সন্তানও সাত বছর বয়সে হিফয খতম করে, তৃতীয় সন্তান সাড়ে ছয় বছর বয়সে হিফয খতম করে। তাই আমরাও হিম্মত করি, আল্লাহ আমাদের কামিয়াব করবেন।

১৪০. ইরশাদ করেনঃ

আমাদের মাদরাসার দারুল ইকামার (ছাত্রাবাস) নিয়ম হলো, ছোট ছাত্রদেরকেও তাহাজ্জুদের সময় সজাগ করে দেয়া হবে। যাতে তারা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে। এভাবে দশ-বারো বছরের ছেলেদেরকে তাহাজ্জুদের অভ্যাস করানো হয়, নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়া হয়। যারা ছোটকাল থেকে তাহাজ্জুদ পড়ে তারা কি মসজিদে এসে কথা বলতে পারে? সকল মাদরাসায় এ নেযাম থাকা উচিত।

১৪১. ইরশাদ করেনঃ

যে সকল ভুল-ত্রুটি আমার চোখে ধরা পড়ে, তার মধ্যে একটি হলো বিভিন্ন মসজিদে গেলে সেখানে দেখতে পাই মসজিদের কোনায় জুতার স্তূপ হয়ে আছে, সেখানে জুতা রাখার কোন শৃঙ্খলা নাই। আমাদের মাদরাসায় ছাত্রদেরকে লাইন করে জুতা রাখার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারা সুন্দর করে সারিবদ্ধ ভাবে জুতা রাখে।

১৪২. ইরশাদ করেনঃ

শুদ্ধ করে তিলাওয়াত না শিখলে অনেক হাফেয-আলেমদেরও সহীহ করে কুরআন তিলাওয়াতের তাওফীক হয় না। আমার কথা শুনে কয়েকজন হাফেয ও আলেমের চেহারা মলিন হয়ে যায়। আমি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনাদের মধ্যে কেউ হাফেয কিংবা আলেম আছেন কি-না? তিনজনের সাড়া পাওয়া গেল। আমি তাদের একজনকে সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করতে বললাম। তখন তিনি **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** শব্দের মধ্যে নূনের যবরকে মদ ব্যতীত সঠিক পড়লেন। আরেকজনকে তিলাওয়াত করতে বললে তিনি নূনের যবরকে মদ করে ভুল পড়লেন। এই লোকের পড়া শুনে আশ্চর্য হলাম। যেহেতু তিনি একজন হাফেয।

১৪৩. ইরশাদ করেনঃ

দ্বীনী আলোচনা চলাকালে নফল নামায পড়া ঠিক নয়, বরং দ্বীনী কথা-বার্তা শোনা জরুরী। ব্যানের সময় কারো গলায় ছুরি চালালে যেমন ব্যান করা সম্ভব নয় ঠিক তেমনি ভাবে নামাযী ব্যক্তির সামনেও ব্যান করা সম্ভব নয়। কারণ সে অবস্থায় মুখ থেকে ব্যান বের হয় না। এ বিষয়টি মুসল্লীদের সামনে বার বার আলোচনা করা উচিত।

১৪৪. ইরশাদ করেনঃ

যেখানে দ্বীনী আলোচনা হয় সেখানে ইনফিরাদী আমল তথা নামায, তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি করা ঠিক নয়।

১৪৫. ইরশাদ করেনঃ

মুফতীগণ যেখানে কেউ নফল নামায পড়লে তার সামনে উচ্চ স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করাকে নিষিদ্ধ বলেন, সেখানে ফরয নামাযের পর পিছনে মাসবুক থাকাবস্থায় উচ্চস্বরে দু‘আ করা কি করে জাযিয় হতে পারে? বর্তমানে উচ্চস্বরে দু‘আ করা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার সংশোধন অতীব জরুরী। এর সহজ উপায় হলো, অধিকাংশ সময় নিঃশব্দে দু‘আ করা এবং মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে দু‘আ করা। যাতে মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

১৪৬. ইরশাদ করেনঃ

খানার বিছানা থেকে খানেওয়ালার বিছানা সামান্যতম উঁচু হওয়াও উচিৎ নয়। তবে বিছানা কার্পেট বা চাদর যদি এমন বড় হয়, যার উপর নিজে বসার পর দস্তুরখান বিছানো যায় তাহলে কোন অসুবিধা নেই, তেমনিভাবে খানেওয়ালার থেকে খানা একটু উপরে থাকলেও কোন অসুবিধা নেই।

১৪৭. ইরশাদ করেনঃ

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. বলেন, জীবনে কখনো খাটের পায়ার দিকে খানা রেখে মাথার দিকে বসে খানা খেয়েছি বলে আমার স্মরণ হয় না। সর্বদা মাথার দিকে খানা রেখে পায়ের দিকে বসে খানা খেয়েছি। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর নি‘আমতের কি পরিমাণ কদরদানী।

১৪৮. ইরশাদ করেনঃ

যেখানে মানুষ পা কিংবা নিতম্ব রাখে, সেখানে কোন কিছু বিছানো ব্যতীত দ্বীনী কিতাব-পত্র রাখা উচিত নয়। অনেকে মসজিদের মিম্বারে কুরআন পাক বা দ্বীনী কিতাবাদী রাখেন। অথচ মানুষ সেখানে পা রাখে। এটা বেয়াদবী ছাড়া আর কিছু না। প্রয়োজনবোধে পাক কাপড় বিছিয়ে তার উপর রাখা যেতে পারে।

১৪৯. ইরশাদ করেনঃ

অনেক মানুষ কুরআন শরীফের উপর টুপি, চশমা, কলম ইত্যাদি রাখে। এটা আল্লাহ পাকের কালামের সাথে চরম বেয়াদবী। অনুরূপভাবে কুরআনের উপর হাদীসের কিতাব, হাদীসের উপর ফিক্‌হের কিতাব, ফিক্‌হের কিতাবের উপর তাসাউফের কিতাব রাখাও ঠিক নয়। আর যে কাগজে ফিক্‌হি মাসআলার সমাধান চাওয়া হয়, তাতে তাসাউফের প্রশ্ন করাও ঠিক নয়। আল্লাহ্ আকবার! একেই বলা হয় আদব।

১৫০. ইরশাদ করেনঃ

আজকাল মসজিদের সামনের দেয়ালে কিবলার দিকে উপদেশমূলক অনেক কথা লিখা থাকে, যেগুলোর উপর দৃষ্টি পড়লে নামাযীদের অন্তরে বিভিন্ন চিন্তার সৃষ্টি হয়। এ জন্য এগুলো হয় অনেক উঁচুতে অথবা ডানে কিংবা বামে কিংবা পেছনের দেয়ালে লাগানো উচিৎ।

অনুরূপভাবে বর্তমান মসজিদে রং লাগানোর রীতি চালু হয়েছে। অথচ তাতে দুর্গন্ধ বিদ্যমান। অনেকে বলে যে শুকিয়ে গেলে আর দুর্গন্ধ থাকে না। আফসোস! মুসলমান ও ফেরেশতাদেরকে অল্প সময়ের জন্যও কষ্ট দেয়া কি জায়িয় আছে? তা-ই যদি না

হবে, তো পিয়াজ-রসুনের মত দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেয়ে মসজিদে আসা নিষেধ করা হলো কেন? আমি বোম্বের এক মসজিদে বয়ানে রং দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় তা নাজাযিয ও এর চাঁদা দেয়া গুনাহের কাজ বলেছিলাম। আমার কথা শুনে একলোক ইমাম সাহেবের কাছ থেকে তার দেয়া একশত টাকা তৎক্ষণাৎ নিয়ে নেয়। একজন জ্ঞানী লোক জানতে চাইলেন, তাহলে দরজা-জানালায় রং লাগাবো কিভাবে? প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, দরজা-জানালা লাগানোর আগেই রং লাগিয়ে নিবেন।

১৫১. ইরশাদ করেনঃ

এক মসজিদের নামাযের পর যখন দু‘আ করছিলাম, পিছনে মুসল্লিরা আমীন আমীন বলতে লাগলো। আমি বললাম, বন্ধুগণ! আমি যখন সূরা ফাতিহার মধ্যে وَلِضَالِّينَ পড়লাম তখন কেন আপনারা জোরে জোরে آمين বলেননি। কিছুলোক জবাব দিল, আমরা তো হানাফী। জোরে আমীন বলাতো শাফে‘ঈদের কাজ। আমি বললাম, বন্ধুগণ! আপনারা কি তাহলে নামাযের মধ্যে হানাফী আর নামাযের বাহিরে শাফে‘ঈ? তখন তারা সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। আসলে কেউ হয়তো কোন কারণে এরকম করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এটাকেই নিয়ম বানিয়ে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দু‘আর মধ্যে যেমন ইমামের অনুসরণ জরুরী নয় তেমনিভাবে ইমামের আগে-পরে দু‘আ শুরু বা শেষ করলেও কোন ক্ষতি নেই।

১৫২. ইরশাদ করেনঃ

অনেকে বলে থাকে যে, হাসপাতালে যেমন নার্স আছে তেমনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায়ও এরকম মহিলা ছিল, যারা জিহাদের ময়দানে যখমীদেরকে ঔষধ লাগাতো, ব্যান্ডেজ বাঁধতো, জিহাদে অংশ নিত। জবাব হল, ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে এরকম ছিল ঠিকই; কিন্তু পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর যখন কিছু মহিলা মেয়েদের প্রতিনিধি হিসাবে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি নিষেধ করলেন এবং বললেন-‘ঘরে গিয়ে নিজ নিজ স্বামীর খিদমত করাই তোমাদের জিহাদ’। [সূত্র: হযরত মাওলানা ইউসুফ দেহলভী রহ. এর ‘হাযাতে সাহাবা’]]

১৫৩. ইরশাদ করেনঃ

ভালো ভালো মানুষের ঘরেও আজ শর‘ঈ পর্দা নেই। (খাছ খাছ ঘর বাদে) যেমন- চাচী, মামী, মাউইমা, চাচাত বোন, ফুফাত বোন, খালাত বোন এদের সকলের সঙ্গেই পর্দা করা ফরয। কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। শরী‘আতে থুথুড়ে বৃদ্ধার মুখ দেখা জাযিয থাকলেও তার চুল দেখা হারাম। এবং যে বাচ্চা বড় হয়ে গেছে তার সাথে পর্দা করা ফরয। অনেকে বলে থাকে সেদিনের বাচ্চা ওর সাথে আবার কিসের পর্দা? এটা চরম মূর্খতা। উলামায়ে কিরামের থেকে মাসআলা জেনে নেয়া উচিত।

১৫৪. ইরশাদ করেনঃ

সৎ কাজের আদেশ যেমন গুরুত্বের সাথে চলছে, অসৎ কাজের বাধা প্রদানও সেরকম গুরুত্বের সাথে চলতে হবে। কারণ, উভয়টাই ফরয। অসৎ কাজের প্রতিকার না করায় বর্তমানে তা খুব দ্রুত বেড়ে চলছে। সংঘবদ্ধ ভাবে এর প্রতিরোধ করা উচিত। (সংঘবদ্ধ ভাবে এ কাজ করার জন্য হযরত থানভী রহ. মজলিসে দাওয়াতুল হক প্রতিষ্ঠা করেন।-সংকলক)

১৫৫. ইরশাদ করেনঃ

গীবতের গুনাহকে হাদীস শরীফে যিনার গুনাহর চেয়েও মারাত্মক বলা হয়েছে। আল্লামা শা‘রানী রহ. তাঁর ‘তাহীহুল মুগতারীন’ গ্রন্থে লিখেছেন, যে ব্যক্তি গীবত করে সে তার সঞ্চিত নেক আমল অন্যকে বিলিয়ে দেয়। তিনি আরো লিখেছেন যে, আমাদের মুরক্বীগণ আমাদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা নিজেদের মজলিসে কারো গীবত করবো না।

সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ. এক জায়গায় মেহমান হলেন। মেযবান তাঁর সামনে অন্যের গীবত শুরু করলে তিনি এই বলে সেখান থেকে উঠে পড়েন যে-প্রথমেই গোশত খাওয়ালেন। তা-ও আবার মৃত ভাই-এর গোশত। লজ্জাঙ্হানের যখম যেমন চিকিৎসক ছাড়া দেখানো জায়িয় নেই, অনুরূপ ভাবে নিজের ভায়ের দোষ-ত্রুটি তার ইসলামী চিকিৎসক ছাড়া অন্য কাউকে বলা জায়িয় নাই। মনে রাখবেন! গীবত করা ও শোনা উভয়ই হারাম।

১৫৬. ইরশাদ করেনঃ

অনেকে পোশাক-পরিচ্ছদ ও চেহারা-সুরতে বিজাতীয় অনুকরণ করাকে স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা ‘প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ্ পরিত্যাগ কর’ এর মধ্যে বাহ্যিক গুনাহকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে সর্বাগ্রে বয়ান করেছেন। উহুদের যুদ্ধে বাহ্যিক ত্রুটির কারণেই পরাজয় ঘটেছিল। কেননা দিলের ভিতরের আকীদা তখনও ঠিক ছিল।

১৫৭. ইরশাদ করেনঃ

আখিরাতে সফর খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। কেননা একজন গরীব মানুষও মৃত্যুর পর বড় বড় রাজা-বাদশাহ, পীর-মাসায়িখদের কাঁধে চড়ে কবরস্থানে যায়। যে মুক্তাদী ছিল সেও ইমামের কাঁধে চড়ে যায়। এ মহা জাঁকজমকপূর্ণ সফরের ফলে আমরা লাশের আগে চলি না। লাশ মাটিতে রাখার আগে কেউ মাটিতে বসি না। রাজা-বাদশাদের বাহন কার-মাইক্রো, কিন্তু মৃত্যুর পর আশরাফুল মাখলুকাৎ মানুষের কাঁধ হয় তাদের বাহন। চাকরের লাশ থাকে মনিবের কাঁধে। যে সফরের প্রথম মনযিলই এত জাঁকজমকপূর্ণ, তার বাকী মনযিলগুলো আরো কত জাঁকজমকপূর্ণ হবে-একটু চিন্তা করুন। অনেকেই এ সফরের ব্যাপারে বে-খবর। সে জন্যই আলস্যের যাদু ওদের

উপর ভর করেছে। হে মানব সকল! তোমরা সফরের রসদ সংগ্রহ কর। একদিন সকলকেই মরতে হবে।

১৫৮. ইরশাদ করেনঃ

যার কাছে অন্যের হক আছে এখনই মাফ করিয়ে নিন। অন্যথায় কিয়ামতের দিন মহা বিপদে পড়বেন। আপনার নেকী তাকে দিয়ে দেয়া হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায় এবং পাওনাদার রয়ে যায়, তাহলে তার গুনাহ আপনার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। হযরত খানভী রহ. তাঁর জীবনে বান্দার হক সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন।

১৫৯. ইরশাদ করেনঃ

ইসলাহে নফস (আত্মশুদ্ধি)-এর জন্য হিম্মতের সঙ্গে কাজ করা উচিত। এরকম অঙ্গীকার করা উচিত যে, নফস কে খারাপ দৃষ্টি থেকে ফিরাতেই হবে। যদি নিজের জানও চলে যায় তবুও বেগানা নারী এবং খুবসূরত বালকের দিকে তাকাব না। এরকম হিম্মত এবং অঙ্গীকারের উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হয়। আর যদি কখনো দৃষ্টির গুনাহ হয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া জরুরী।

১৬০. ইরশাদ করেনঃ

তাওবাকারী এরকম হয়ে যায় যেন সে গুনাহ-ই করেনি। অতএব কেয়ামতের দিন সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতে পারলেও তাওবাকারীদের দলভুক্ত হওয়াটা নিশ্চয় সৌভাগ্যের বিষয়। সুতরাং তাওবার গুরুত্ব অপরিসীম। তাওবা করার সময় সংশ্লিষ্ট সকল গুনাহ ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার করা এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবার উপর অটল থাকার তাওফীক চাওয়া।

১৬১. ইরশাদ করেনঃ

মোটর গাড়ী যখন চলন্ত অবস্থায় থাকে তখন ড্রাইভারের পা ব্রেকের উপর থাকে। এর তার ষ্টিয়ারিং থাকে ড্রাইভারের হাতে। ফলে গাড়ী এদিক-সেদিক টক্কর মারতে পারে না। অনুরূপ ভাবে মুরীদের গর্দান যখন শায়েখের পায়ের নিচে থাকে তখন সেই মুরীদও সঠিক ভাবে চলে।

১৬২. ইরশাদ করেনঃ

ওয়াজ করার সময় নিজের ইসলাহের নিয়ত করা উচিত। এর দ্বারা অনেক ফায়দা অর্জন হয়।

১৬৩. ইরশাদ করেনঃ

যখন একজনকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়, তখন তার সঙ্গে অন্য কারো ভিতরে প্রবেশ করা ঠিক না। সকলেরই অনুমতি নেয়া জরুরী। এর উত্তম পছা হলো, প্রথম ব্যক্তি সকলের পক্ষ থেকে অনুমতি নিয়ে নিবে।

১৬৪. ইরশাদ করেনঃ

নিজ নিজ বাচ্চাদেরকে খানার সুন্নাত, উযূর সুন্নাত, নামাযের সুন্নাত সমূহ শিক্ষা দিন। মাদ্রাসার শিক্ষকগণ ছাত্রদেরকে শিখাবেন। এভাবে সারা দুনিয়ায় সুন্নাতের নূর ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছে কি-না সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি ছাত্রদেরকে মসজিদে প্রবেশকালীন ও বাহিরে বের হওয়াকালীন সুন্নাত সমূহ মুখস্থ করিয়ে দিতে হবে। কেননা সুন্নাত থেকে প্রচুর নূর পয়দা হয়।

১৬৫. ইরশাদ করেনঃ

মুর্শিদ নির্বাচন এবং তার প্রতি আকর্ষণ পারস্পরিক হৃদ্যতার উপর নির্ভরশীল। কামালাতের নয়। কিন্তু যেসকল পীর-মুর্শিদের আমল সুন্নাতের খিলাফ, তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সর্বদাই না-জায়য।

১৬৬. ইরশাদ করেনঃ

যে এলাকার মানুষের মধ্যে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ নেই, নিজ উদ্যোগে সে এলাকায় সফর করা উচিত। কেননা ঘুমন্ত মানুষকে জাগানোর জন্য নিজ ইচ্ছায় যাওয়া দরকার। আর যাদের আগ্রহ আছে তাদের নিজ থেকে এগিয়ে আসা উচিত।

১৬৭. ইরশাদ করেনঃ

ছেলেদের কনুই খোলা থাকলে নামায হয়ে যায়, তবে মাকরুহ হয়। আর মেয়েদের কনুই খোলা থাকলে নামায-ই হয় না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, পিতা-মাতা ছেলেদের জন্য বানায় ফুল হাতার জামা আর মেয়েদের জন্য বানায় হাফ হাতার জামা। সত্যিই বড় আফসোসের কথা। এমনি ভাবে ছেলেরা খালি মাথায় নামায পড়লে নামায হয়ে যায়-তবে মাকরুহ হয়, কিন্তু মেয়েরা খালি মাথায় নামায পড়লে তার নামায-ই হয় না। অথচ পিতা-মাতারা ছেলেদের মাথায় দেয় শক্ত পুরু টুপি আর মেয়েদের মাথায় দেয় পাতলা ওড়না, যাতে ভেতরের কালো চুল স্পষ্ট দেখা যায়। আর আজ-কালতো ওড়নাও উঠে গেছে। সৌন্দর্য প্রকাশের মানসে মেয়েরা আজ এমন পাতলা পোশাক পড়ে যা শুধু নামেই পোশাক, বস্ত্র নগ্ন থাকারই নামান্তর।

১৬৮. ইরশাদ করেনঃ

দুনিয়াতে আমরা সব ব্যাপারে উত্তম পছন্দ করি। পেয়ারা উত্তম হোক, কলা উত্তম হোক, বাড়ী উত্তম হোক- এটা সবাই চাই। কিন্তু উযূ উত্তম হোক, নামায উত্তম হোক এটা কেউ চিন্তা করি না। উযূ-নামায উত্তম হওয়ার উপায় হলো- তা সুন্নাত মুতাবেক হওয়া। পেয়ারার ভিতরে খুব ভালো কিন্তু বাহিরে দাগ। ফলে আপনি পছন্দ করেন না। সুতরাং মুসলমানের ভিতর-বাহির উভয়-ই শরী‘আত সম্মত হওয়া উচিত।

১৬৯. ইরশাদ করেনঃ

অনেকে আজ কুরআন-হাদীসকে নিজের জ্ঞান দ্বারা বুঝতে চায়, এটা মারাত্মক ভুল। প্রত্যেক কথারই বিভিন্ন দিক আছে। যা শুধু অভিধান দেখে বুঝা সম্ভব না। যেমন এক কবি বলেছে- ‘উমরের দুই চোখ বরাবর হয়ে যাক।’ একথা দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, উমরের এক চোখ খারাপ। আসলে এ কাব্যাংশের দু’রকম অর্থ হতে পারে। যদি কবি খুশি হয়ে একথা বলে থাকেন, তাহলে অর্থ হবে উমরের খারাপ চোখটিও ভালো হয়ে যাক। আর যদি রাগান্বিত হয়ে বলে থাকেন, তাহলে অর্থ হবে-উমরের ভালো চোখটিও খারাপ হয়ে যাক। এখন আপনারাই বলুন! এখানে অর্থ নির্ধারণের জন্য জ্ঞান বা অভিধান কি যথেষ্ট? কখনও নয়। এ ক্ষেত্রে কবির বন্ধু-বান্ধব থেকে জেনে নিতে হবে যে- কবি যখন এ কথা বলেছেন তখন তার চেহারা রাগ ছিল না খুশি ছিল। একজন কবির কথারই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বুঝার জন্য সাহাবায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া কি জরুরী নয়? তারা যা বলবেন তাই সহীহ। কারণ! কথা বলার সময় বক্তা (রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা মুবারকে কখন রাগ ছিল আর কখন নূরে উদ্ভাসিত ছিল এটা শুধু তারাই ভালো জানেন। একজন কবির কথা বুঝার জন্য জ্ঞান-অভিধান যেমন যথেষ্ট নয় ঠিক তেমনি ভাবে পবিত্র হাদীস শরীফের অর্থ বুঝার জন্য শুধু জ্ঞান ও অভিধান কীভাবে যথেষ্ট হতে পারে?

১৭০. ইরশাদ করেনঃ

পুলিশ অফিসারের ছেলে যদি মার খেতে থাকে তাহলে লোকে মনে করবে-প্রহারকারী হয়তো জানে না যে এটা পুলিশ অফিসারের ছেলে, অথবা অফিসার তার ছেলের উপর সম্ভুষ্ট নয়। মুসলিম উম্মাহরও আজ এ অবস্থা। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের উপর অসম্ভুষ্ট বলেই আজ আমরা তার সাহায্য থেকে বঞ্চিত। সর্বত্র গুনাহের প্রসার ঘটছে অথচ আমরা নিষেধ পর্যন্ত করছি না। পেছনের দিকে তাকালে দেখা যায়, বনী ইসরাঈলের এক কওমের উপর তাদের শহরকে উল্টিয়ে দিয়ে আযাব দেয়ার হুকুম হলে হযরত জিবরাইল আ. আরয করলেন, হে আল্লাহ! এ এলাকায় এমন একজন সুফী আছেন যে এক মুহূর্তের জন্যও আপনার না-ফরমানী করেনি। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, ঐ এলাকা প্রথমে ঐ সুফীর উপরে তারপর অন্যদের উপরে উল্টে দাও। এই সুফী-আবিদ আমার না-ফরমানী হতে দেখেছে অথচ সে নিষেধ পর্যন্ত করেনি এবং তার চেহারা বিশ্বাদের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয়নি।

১৭১. ইরশাদ করেনঃ

অনেক লোক চাঁদা দেয়; কিন্তু ইখলাসের সাথে দেয়না। একবার এক লোক ইলেকশনের আগে এক দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে মোটা অংকের টাকা দান করে। এর কয়েকদিন পর মাদ্রাসায় এসে সংশ্লিষ্ট সকলকে তার পক্ষে ভোট দেয়ানোর ব্যবস্থা করতে বলে। মুহতামিম সাহেব যখন বললেন, আমরা রাজনীতির বাইরে থেকে

খালিস দ্বীনী খেদমতে রত। আমাদের দ্বারা এসব সম্ভব নয়। তখন সে গোস্বায় বলতে থাকে যে-আমি যে মোটা অংকের টাকা দিয়েছিলাম তা ভোটের জন্য দিয়েছিলাম। এবার বলুন! এরকম লোক আখিরাতে কতটুকু পাওয়ার আশা করতে পারে?

১৭২. ইরশাদ করেনঃ

এক মাহফিলে বয়ান করতে গিয়ে- খাওয়ার সময় খানার কোন অংশ দস্তরখানায় পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খাওয়া সুন্নাত বলায় ডাক বিভাগের এক কর্মচারী বললেন, হযরত! এ বিষয়টি নফসের জন্য খুব কঠিন মনে হয়। আমি বললাম, আপনি এর হাকীকত বুঝতে পারেননি। আসলে আমল খুব সহজ। অতঃপর বললাম, আচ্ছা বলুন তো! পোষ্ট মাস্টার জেনারেল যদি আপনাকে সহ সকল কর্মচারীদেরকে দাওয়াত করে এবং বিশেষ ভাবে আপনাকে তার পাশে বসায় তাহলে মানুষ আপনার এ সম্মানে আশ্চর্য হবে কি-না? এবং আপনি নিজেও এর জন্য গর্ববোধ করবেন কি-না? এরপর যদি সে নিজ হাতে আপনাকে কলা খেতে দেয় তাহলে আপনার সম্মান আরো বাড়বে কি-না? এবং লোকে এই ভেবে আরো অবাক হবে কি-না যে একজন সাধারণ কর্মচারীকে কত সম্মান করা হচ্ছে। আর ঠিক সে মুহূর্তে যদি আপনার হাত থেকে কলা পড়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ এই ভেবে আপনি তা তুলে নিবেন কি-না যে এটা অনেক বড় অফিসারের উপহার। এর কদর করা উচিত। বন্ধুগণ! ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ পাক আমাদের তুলনায় কত মহান, কত বড়, যার বড়ত্বের কোন সীমা নাই। তাহলে তার দেয়া নি‘আমতের কি পরিমাণ কদর করা উচিত? আল্লাহর শুকর, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নেন।

১৭৩. ইরশাদ করেনঃ

একবার আমরা সফরে বের হচ্ছিলাম। সফরের পূর্ব মুহূর্তে হাতে সময়ও কম। এক ভদ্রলোক বার বার বলছিলেন, নাস্তা করে যাওয়ার জন্য। আমি বললাম, ঠিক আছে শুধু চা খাওয়ান। এরপর দেখা গেল দস্তরখানায় প্রচলিত সব রকম খাবার হাযির। আমি শুধু চা খেয়ে তড়িৎ গাড়িতে উঠে বসি। এখানে যদি আমি খেতাম, তাহলে মেযবান ভাবতো আলেম মানুষ চা খাওয়ার কথা বলে সব কিছু খেয়ে গেল। কিছু বাদ রাখল না।

আলেমগণ আজ এসব কারণেই নিজেদের সম্মান হারাচ্ছে। সে দিন আমার কাজে উপস্থিত সকলেই অবাক হয়েছিল।

১৭৪. ইরশাদ করেনঃ

বন্ধুগণ! ওয়াজ তো শেষ। এখন বাকী মুসাফাহার। মুসাফাহা মুস্তাহাব এবং সুন্নাত। আর মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম। সুতরাং যদি কেউ কাউকে ধাক্কা দেয় তাহলে আমি কারো সঙ্গে মুসাফাহা করব না। সারিবদ্ধ হয়ে ডান দিক থেকে এসে মুসাফাহা

করে বাম দিক দিয়ে চলে যাবেন। প্রথমে বাচ্চা ও বৃদ্ধদের আসার সুযোগ দিন। বিলম্বের জন্য কেউ অস্থির হবেন না। কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র, ই-তেকাফের নিয়ত করুন। সওয়াব পাবেন। এদৃশ্য অবলোকনে সাধারণ মানুষ বুঝবে যে, মাওলানা সাহেবরা রাষ্ট্র চালাতে জানে।

১৭৫. ইরশাদ করেনঃ

আমি যখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে যাই এবং সেখানে কোন কথা বলার প্রয়োজন মনে করি তাহলে সমস্ত বাচ্চাদের আমার সামনে বসাই। কেননা আমি নিজেও ছোট এবং ছোটদের সাথেই আমার সম্পর্ক। বাচ্চাদের আমি দুই ভাগে ভাগ করি। যেমন ১০০জন ছেলে থাকলে ৫০জন করে ভাগ করি এবং দু'পাশে সারিবদ্ধ করে বসাই। অন্য সকলকে তাদের পিছে বসতে বলি। এতে বড় রকমের দু'টি ফায়দা হয়।

১। বাচ্চারা পরস্পরে দুষ্টামি করতে পারে না।

২। ওয়ায়েজকে দেখার জন্য উঁকি-ঝুঁকির প্রয়োজন হয় না।

১৭৬. ইরশাদ করেনঃ

বর্তমানে অনেক ভাল ভাল লোকেরাও মেহমান বসার আগেই দস্তুরখানায় খানা হাযির রাখে। এতে বুঝা যায় যে, মেহমানর জন্য খানা অপেক্ষা করছে যা আদবের খিলাফ। এমনি ভাবে দস্তুরখানা উঠানোর আগে আহরকারীর উঠা উচিত না। বরং খানা ও দস্তুরখানা উঠানোর পর উঠা উচিত।

১৭৭. ইরশাদ করেনঃ

কোন বাচ্চা যদি আমাদেরকে এরকম খবর দেয় যে, অমুক বিছানার উপর জুতা রেখেছে অথবা দেয়ালে দাগ লাগাচ্ছে অথবা পেয়ালায় মাছি পড়েছে। তাহলে আমরা পেরেশান হয়ে যাই। অথচ এর ফলে কোন কিছু কমছে না; বরং বাড়ছে। পায়ের ব্যাথায় পা ফুলে গেল, এটা বৃদ্ধি, পূর্বে কম ছিল এখন বাড়ছে অথচ ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে। অতএব বোঝা গেল সব বৃদ্ধি ভালো নয়। অনুরূপ ভাবে মশারীর ভিতর দু-তিনটা মশা ঢুকলে তাড়ানো ব্যতীত ঘুম আসে না। একটা মশা আর কতখানি রক্ত খেতে? এক রতি, বা এক মাশা। এরপর সেও আরামে ঘুমাতো আপনিও। কিন্তু এ একফোঁটা রক্ত দিতেও কেউ রাজি না। বন্ধুগণ! চিন্তা করে দেখুন, আমাদের ঘরে আজ কি পরিমাণ (মুনকারাত) অন্যায়-অশ্লীলতা ঢুকেছে। সন্তানেরা ইংলিশ কাটিং চুল রাখছে। ঘরে জীব-জানোয়ারের ছবি টানানো হচ্ছে। অথচ আমরা নির্বিকার। ঘরে সাপ-বিছু ঢুকলো তৎক্ষণাৎ সেগুলো তাড়ানোর ব্যবস্থা করি। অথচ আল্লাহর না-ফরমানীতে ঘর ছেয়ে যাওয়ার পরও আমরা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছি না।

১৭৮. ইরশাদ করেনঃ

পরিস্কার কাপড় পরিধান করে জুমু‘আয় যাওয়ার সময় কোন বাচ্চা যদি তাতে কালি লাগিয়ে দেয়, তাহলে অন্তর কি রকম পেরেশান হবে? বারবার একথাই মনে পড়বে। কাপড়ে এই কালো দাগ লাগার কারণেই তো অন্তরের এই অবস্থা আর এভাবে প্রতিটি গুনাহ দ্বারা যদি অন্তরে একটি করে কালো দাগ পড়তে থাকে, তাহলে অন্তরে পেরেশানীর কি অবস্থা হবে। হাদীস শরীফে আছে যে, প্রত্যেক গুনাহ দ্বারা অন্তরে একটি করে কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যদি তাওবা করে, তাহলে সেই দাগ মুছে যায়। নতুবা কালো দাগ বাড়তে বাড়তে এক সময় সমস্ত অন্তর কালো হয়ে যাবে। সারাক্ষণ সাধনায় লিপ্ত থাকলে ইন্শাআল্লাহ তা‘আলা সফলতা অবশ্যই আসবে। সব সময় স্বীয় মুরব্বীকে নিজের অবস্থা জানিয়ে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলতে থাকলে- কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহ চাহেতো সব বাধা দূর হয়ে যাবে।

১৭৯. ইরশাদ করেনঃ

সফলতার জন্য চারটি শর্ত

১। ইত্তিলা’ (অবগতি)

২। ইত্তিবা’ (অনুসরণ)

৩। ই‘তিকাদ (বিশ্বাস)

৪। ইন্কিয়াদ (আনুগত্য)।

(কোন মুরীদ উক্ত চারটি কাজের মাধ্যমে শাইখের সাথে সম্পর্ক রাখলে সে অবশ্যই কামিয়াব হবে এবং তার আত্মশুদ্ধি নসীব হবে।-সংকলক)

১৮০. ইরশাদ করেনঃ

এ পর্যন্ত নতুন করে যতো গোমরাহ ফিরকা পয়দা হয়েছে- এক শ্রেণীর জ্ঞানী ব্যক্তিরাই সেগুলোর জন্মদাতা। অবশ্য তাদের সবাই পোষাকী শাইখ ও পথপ্রদর্শক। যে কারণে প্রথম প্রথম ঠিকভাবে চললেও বাঁকা রাস্তায় গিয়ে পথভ্রষ্ট হয় এবং গর্ব ও অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

১৮১. ইরশাদ করেনঃ

মসজিদে প্রবেশের সূনাত ৫টিঃ

(১) بِسْمِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহ) পড়া।

(২) দরুদ শরীফ পড়া الصلوة والسلام على رسول الله

(আসসালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ)। বিষয় দু’টি একত্রে মিলিয়ে এভাবেও পড়া যায়- الصلوة والسلام على رسول الله بِسْمِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ)

(৩) ডান পা আগে দেয়া।

(৪) اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ ابْوَابَ رَحْمَتِكَ (আল্লাহুম্মাফ্ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিক) পড়া।

(৫) নফল ই‘তিকাফের নিয়ত করা। অর্থাৎ ‘যতক্ষণ মসজিদে থাকবো তার জন্যে ই‘তিকাফের নিয়ত করছি’ বলা।

১৮২. ইরশাদ করেনঃ

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ৫টিঃ

(১) بِسْمِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহ) পড়া।

(২) দরুদ শরীফ পড়া الصلوة والسلام على رسول الله (আসসালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ)। বিষয় দু’টি একত্রে মিলিয়ে এভাবেও পড়া যায়- - الصلوة والسلام على رسول الله بِسْمِ اللّٰهِ ‘বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ’।

(৩) বাম পা আগে বের করে বাম জুতার ওপর রাখা।

(৪) পা বের করার সময় اللهم اني اسئلك من فضلك (আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুক মিন ফাদলিক) পড়া।

(৫) অতঃপর ডান পায়ে জুতা পরিধান করা।

একবার নামাযের জন্যে মসজিদে গেলে দশটি সুন্নাতের নূর জমা হবে। এরকমভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ৫০টি সুন্নাত আমলনামায় যোগ হবে। এবং প্রত্যেক নেকীকে দশে রূপান্তরের ওয়াদা থাকায়-প্রত্যেক দিন ৫০০ নেকী আর এক মাসে ১৫ হাজার নেকী অর্জিত হবে। এ বিষয়টি এখন বুঝে না আসলেও হাশরের দিন এর প্রয়োজনীয়তা বুঝে আসবে ইন্শাআল্লাহ তা‘আলা।

১৮৩. ইরশাদ করেনঃ

যদি কেহ ভুলে দু‘আ না পড়ে কখনো মসজিদে প্রবেশ হয়ে যায়, তাহলে বেরিয়ে গিয়ে সুন্নাতের ওপর আমল করে পুনরায় প্রবেশ করা। কয়েকদিন এরকম করলে নফস অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এখন আমিও প্রতি রোববারের দ্বীনী ইজতিমায় অংশগ্রহণকারী সকলকে কমপক্ষে তিনটি মাসনূন দু‘আ মুখস্থ শুনাতে বলি এবং প্রত্যেককে কুরআন পাক সহীহ করার জন্যে কোন অভিজ্ঞ কারী সাহেবের শরণাপন্ন হতে বলি। এতে প্রতিটি বিষয় দ্রুত আমলে পরিণত হয়। নতুবা শুধু ওয়ায শুনে চলে যায় এবং সমস্ত পরিশ্রম এসে জমা হয়ে উস্তাদ ও শাইখের গর্দানে। হযরত আক্দাস হাকীমুল উম্মত মাওলানা খানভী রহ. বলেন- ‘আমি প্রথম দিন থেকেই মুরীদদেরকে কাজে লাগিয়ে দেই।’

হযরত আক্দাস হারদুঈ রহ.-এর তা‘লীম-তালকীন দ্বারা আমি খুবই লাভবান হয়েছি। আল্লাহ তা‘আলা হযরতওয়ালাকে অতি উচ্চ মর্যাদা দান করুন! আমীন!
‘হে আল্লাহ! আমার শাইখের মর্যাদা বাড়িয়ে দাও।

১৮৪. ইরশাদ করেনঃ

যে সকল সুন্নাতের ব্যাপারে পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধ নেই, সেগুলোর ওপর আমল শুরু করে দিলে রুহে এরকম নূর ও শক্তি পয়দা হবে, যাতে ওইসব সুন্নাতের ওপর আমলের সাহস ও তাওফীক হবে, যেগুলোর ব্যাপারে পরিবার ও সমাজের বাঁধা-বিপত্তি রয়েছে।

১৮৫. ইরশাদ করেনঃ

শুরুতে মন যা করতে চায়না, মুজাহাদার পরে দেখা যায় সারা দুনিয়া বিরোধী হলেও সে ব্যাপারে পরোয়া থাকেনা। ভালোভাবে যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিন। কি কি করা উচিত আর কি কি করা উচিত নয়।

১৮৬. ইরশাদ করেনঃ

মানুষ বুয়ুর্গদের আখিরী হালতের ওপর অনুমান করে। অর্থাৎ যখন তাঁর প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মে এবং দলে দলে আসতে থাকে। কিন্তু তাঁর প্রথম পর্যায়ের কঠোর সাধনার কথা এতটুকুও চিন্তা করে না যে, শুরুতে তাঁকে কতো রকমের সাধনা ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। এজন্যেই হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. বলেন- যারা শুধু বুয়ুর্গদের আখিরী হালত- খুব আরামে আছে, মোরগ পোলাও খাচ্ছে এবং মজলিস চলছে ইত্যাদি দেখে, তারা খারাপ হয়ে যায়। অর্থাৎ নিজেরাও আয়েশী হয়ে যায়। আর যারা বুয়ুর্গদের প্রাথমিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয় অর্থাৎ পায়ে হেঁটে হেঁটে বিভিন্ন জায়গায় দ্বীনের প্রচার সহ নানাবিধ আমলী সাধনার ওপর দৃষ্টি রেখে কাজ করে, তাঁরা কামিয়াব হয়।

১৮৭. ইরশাদ করেনঃ

যেহেতু আগ্রহ অনাগ্রহের ওপর প্রাধান্য পায়। সুতরাং আগ্রহ ওয়ালারা যদি দূরে থাকে, তাহলে সেখানে স্বেচ্ছায় যাওয়া উচিত। কেননা, আগ্রহীদের উপকার নিশ্চিত আর অনাগ্রহীদের উপকার অনিশ্চিত। *سوره عبس* - এটাই বিবৃত হয়েছে।

১৮৮. ইরশাদ করেনঃ

জমি তিন প্রকার- ১নং জমি, ২নং জমি ও ৩নং জমি। তাই সর্বপ্রথম ১নং জমিকেই চাষাবাদের জন্যে নির্বাচন করা হয়। তারপর ২নং এবং সবশেষে ৩নং জমি। হযরত ফুলপুরী রহ. নিজ উদ্যোগে আয়মগড় তাম্রীফ নিতেন। এবং সেখানে এক মসজিদে অবস্থান করতেন। অতঃপর বিকেলে ফিরে আসতেন। এভাবে কিছুদিন চেষ্টার পর সেখানকার লোকজন আকৃষ্ট হতে শুরু করে। আসলে আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে বসে যখন শান্তি পেতে থাকে, তখন মানুষ ধীরে ধীরে তাঁদের চারপাশে জমতে আরম্ভ করে।

১৮৯. ইরশাদ করেনঃ

সময় দেখার জন্য ঘড়ি এখন অত্যাৱশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। এমন ঘড়ি মসজিদে লাগানো হয় যা রীতিমত গানের মত বাজতে থাকে। এধরণের আওয়াজ মসজিদের আদবের খিলাফ। মসজিদের ঘড়ির সময় দেখার কথা উল্লেখ করে হযরত মুহিউসসুন্যাহ রহ. বলেন, ঘড়ির উদ্দেশ্য ছিল প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে নামায আদায় করা। কিন্তু এখন ঘড়ি মসজিদে দেৱিতে আসা এবং উদাসীনতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মসজিদে দেৱিতে আসার জন্য ঘড়ি দেখা হয়, বসে বসে কথায় লিপ্ত থাকে এবং নামায শুরু হলে পিছনের কাতারে দাঁড়াতে চেষ্টা করে।

১৯০. ইরশাদ করেনঃ

হযরত আক্দাস মুহিউসসুন্যাহ রহ. সম্পর্কে হযরত ওয়ালার বন্ধু-বান্ধবের কাছে আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি প্রথম প্রথম কখনো ১০ মাইল, কখনো ১৩ মাইল এবং কখনো ২০ মাইল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ওয়ায করতে যেতেন। এবং সঙ্গী-সাথীদের বলতেন- ‘হকের রাস্তায় চলতে গিয়ে পায়ে যে ধুলা-বালি লাগছে, এই ধুলা-বালিই একদিন দোযখের আগুন থেকে পা-কে রক্ষা করবে।’ [সূত্র: বুখারী, তিরমিযী ও নিসায়ী শরীফ]।

মূলতঃ বুয়ুর্গদের প্রথম পর্যায়ের সাধনা সম্পর্কিত অজ্ঞতাই তাঁদের উচ্চ মর্যাদার খবর না জানার অন্যতম কারণ।

১৯১. ইরশাদ করেনঃ

যেমন উর্দুর এক বাক্য رکوٰمت جان دو (রুকো মাত জানে দো)- এর অর্থ বক্তার বলার ভাব-ভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। সে যদি ‘রুকো’ পর্যন্ত বলে বিরতি দেয়ার পর ‘মাত জানে দো’ বলে, তাহলে অর্থ হবে ‘বাধা দাও’। আর যদি ‘রুকো মাত’ পর্যন্ত বলে বিরতি দেয়ার পর ‘জানে দো’ বলে, তাহলে অর্থ দাঁড়াবে ‘যেতে দাও’। এরকম সাহাবায়ে কিরামই (রাযি) কেবল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর বলার ভাব-ভঙ্গি প্রত্যক্ষ করেছেন- অন্য কেউ নয়। এ কারণেই তাদের মাধ্যম ছাড়া রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের সঠিক অর্থ বুঝা সম্ভব নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেকেই আজ পবিত্র হাদীসের বিষয়বস্তু বুঝতে জ্ঞান ও অভিধানের গুলামী এবং সাহাবায়ে কিরামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে না, একারণে নিজেরাও গুমরাহ হচ্ছে, অন্যদেরকেও গুমরাহ বানাচ্ছে।

১৯২. ইরশাদ করেনঃ

হযরত সাহাবায়ে কিরামের রাযি. শরণাপন্ন হওয়াকে আজ নিজেদের আধুনিক মনোবৃত্তির জন্যে ক্ষতিকর মনে করা হয়। মূলতঃ সব পুরাতন জিনিস খারাপ নয়। যেমনঃ

‘পুরাতন চাউলের সঙ্গে নতুন চাউলের তুলনা হয়না-
নতুন চাউলে ভাত হয়; কিন্তু বিরানী পাকানো যায় না।’

১৯৩. ইরশাদ করেনঃ

একবার মদীনা মুনাওয়ারায় এক ইজতিমার দাওয়াতে গিয়েছিলাম। সালিহীনদের ইজতিমা থাকায় তোষক বিছানো ছিল। কিন্তু আমি তোষকের ওপর না বসায়- আমাকে জোরপূর্বক তোষকের ওপর বসানো হলো। অতঃপর যখন দস্তুরখানা বিছানো হলো, তখন দেখা গেলো খানেওয়ালার তোষকে আর খানা রাখা হয়েছে তোষকের নিচে। আমি আরম্ভ করলাম, এটা খানার সম্মানের খিলাফ। কোন কোন হযরত বললেন- এটাই এ জায়গায় রেওয়াজ। এবং আমাদের এখানে এটাকে বেয়াদবী মনে করা হয় না। আমি বললাম, দুই জায়গার মধ্যে যদি কোন পার্থক্যই না থাকবে, তাহলে আমাকে জোরপূর্বক তোষকের ওপর বসানো হলো কেন? হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. বলতেন, আমি সর্বদা খাটের মাথার দিকে খানা রেখে পায়ের দিকে বসে খানা খাই। কখনো এর ব্যতিক্রম হয় না।

১৯৪. ইরশাদ করেনঃ

বন্ধুগণ! তীব্র খাদ্য সংকটের সময় খানার কদর বুঝে আসে। অনেককে তখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় গন্ধ খানা দিয়েও ক্ষুধা নিবারণ করতে দেখা যায়।

১৯৫. ইরশাদ করেনঃ

মুনকার এর অর্থ ‘অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়’। আর দুনিয়াবী অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় যখন অশান্তি সৃষ্টি করে, তখন দ্বীনের অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় দ্বারা কিভাবে শান্তি বজায় থাকবে? আঙ্গুলে কাঁটা ঢুকলে ব্যাথা করে। কারণ, অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু ঢুকেছে। চোখে ধুলা-বালি গেলে চোখ বন্ধ হয়ে যায়, যন্ত্রণা শুরু হয়। কিন্তু যদি সুরমা লাগান, তাহলে আরাম পাবেন। কেননা, সুরমা চোখের জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিত নয়; বরং কাঙ্ক্ষিত ও উপযোগী। রুহানী রোগ-ব্যাদিও এরকম। অর্থাৎ ক্রোধ, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি খারাবী দ্বারাও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

১৯৬. ইরশাদ করেনঃ

আমাদের নায়িবে নাযিম সাহেবের অপারেশনের সময় ডাক্তার তাঁর অভিভাবকের নাম জানতে চাইলে- সে আমার নাম লেখায়। ডাক্তার পুনরায় জানতে চায়- তিনি কে? সে জবাব দেয়- তিনি আমার রুহানী চিকিৎসক। ডাক্তার এবার অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, রুহানী চিকিৎসক কাকে বলে? জবাবে সে বলে, রুহেরও রোগ-ব্যাদি হয়। আপনারা যেমন শরীরের ডাক্তার, আল্লাহ ওয়ালারাও এরকম রুহানী রোগের চিকিৎসক। একথা শুনে ডাক্তার প্রশ্ন করে, রুহের আবার কি রোগ হয়? সে জবাব

দেয়- রুহের যদি হিংসা রোগ হয়, তাহলে অন্তর সর্বদা জ্বলতে থাকে। যার প্রতি হিংসা হয় তাকে দেখামাত্র কষ্ট বৃদ্ধি পায়। আর এ রোগ আপনি এক্স-রে করে ধরতে পারবেন না। অতঃপর ডাক্তার এ রোগের চিকিৎসা কি জানতে চাইলে- সে হযরত হাকীমুল উম্মত খানভী রহ.- এর প্রদত্ত চিকিৎসার কথা জানিয়ে দেয়। এতে ডাক্তার অবাক হয় এবং মেনে নেয়।

১৯৭. ইরশাদ করেনঃ

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা খানভী রহ.-এর কাছে এক ব্যক্তি হিংসা রোগের চিকিৎসার কথা জানতে চাইলে- তিনি নিম্নোক্ত চিকিৎসা প্রদান করেন। (যার সঙ্গে হিংসা তার সঙ্গে নিম্নোক্ত আচরণ করার নির্দেশ দেন)

(১) যখন দেখা হবে প্রথমই সালাম দেবে।

(২) কোথাও সফরে যাওয়ার আগে তার সঙ্গে দেখা করবে এবং তার জন্যে দু‘আ করতে থাকবে।

(৩) সফর থেকে ফিরে আসার সময় তার জন্যে কিছু হাদিয়া বা উপহার নিয়ে আসবে। (হাদিয়া দ্বারা মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়)

(৪) কখনো কখনো তাকে দাওয়াত করে খাওয়াবে এবং কখনো চা-নাশতা করাবে।

ঐ ব্যক্তি ১৫দিন এই ব্যবস্থা পত্রের ওপর আমল করে হযরত খানভী রহ. কে জানায় যে, হযরত! ১৫দিনে অর্ধেক সেরে গেছে। জবাবে হযরত খানভী রহ. আরো তিন সপ্তাহ এই ব্যবস্থা পত্রের ওপর আমল করতে বলেন। সেই ব্যক্তি পুনরায় আমল করার পর জানায় যে, হযরত! এখন হিংসা মুহাব্বতে পরিণত হয়েছে। এরকমভাবে যদি লোভ-লালসারও চিকিৎসা হয়ে যায়, তাহলে ঘর-বাড়িতে যেরকম তালা লাগানোর প্রয়োজন হবে না, তেমনি হারাম উপার্জনের চিন্তা-ফিকিরও থাকবে না। অনেকের ধারণা, ‘পাপের পাশাপাশি নেকও তো করি।’ বন্ধুগণ! তাহলে এই হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করুন! এক মহিলা, যে খুব বড় ইবাদত গুয়ার ছিল; কিন্তু মুখের দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতো। তার সম্পর্কে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘এই মহিলা জাহান্নামে যাবে।’ আর অপর এক মহিলা যে ইবাদতের মধ্যে গুণু ফরয ও সুন্নাতের পাবন্দী করতো। অর্থাৎ নফলের অভ্যাস ছিল না; কিন্তু তাঁর আচরণে প্রতিবেশীরা সমুদ্র ছিল। সেই মহিলা সম্পর্কে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘সে জাহান্নামে যাবে’

১৯৮. ইরশাদ করেনঃ

শয়তান সৎ লোককে ধ্বংস করার জন্য এক অভিনব পথ বের করেছে। অর্থাৎ ‘গীবতে লিপ্ত করানোর মাধ্যমে নিজের অর্জিত নেক অন্যের আমল নামায় লিখিয়ে দিচ্ছে।’

১৯৯. ইরশাদ করেনঃ

পাপকে ঘৃণা করা ওয়াজিব। আর পাপীকে ঘৃণা করা হারাম। এ ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর বক্তব্য হচ্ছে- কোন বড় আলিমের জন্যেও সাধারণ মুসলমানকে ছোট ভাবা জায়য নেই। এ জন্যেই পাপীকে নিজের চেয়ে উত্তম ভেবে তারপর তার পাপ কাজের প্রতিরোধ করা উচিত। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে, ‘যদি কোন মুসলমান অশুদ্ধ নামায পড়ে আর ধারণা হয় যে, সে আমার কথা মানবে, তাহলে তাকে বুঝানো ওয়াজিব।’ আলিমের জন্যে নিজেকে আলিম ভাবা তো জায়য; কিন্তু নিজেকে অন্য মুসলমানের চেয়ে উত্তম ভাবা হারাম। কেননা, এখনো শেষ পরিণতির কথা জানা হয়নি। যেমন, মনে করুন উত্তম পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছতে একশত সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়। এখন কেউ পাঁচ, কেউ পঞ্চাশ, আবার কেউ নব্বই পেরিয়ে একানব্বই-এ পৌঁছেছে। এমতাবস্থায় একানব্বইতম সিঁড়িতে পৌঁছা ব্যক্তির জন্যে পাঁচ নম্বর সিঁড়িতে অবস্থানকারী ব্যক্তির চেয়ে নিজেকে উত্তম ভাবা কিভাবে জায়য হতে পারে? কারণ, একানব্বইতম সিঁড়িতে পৌঁছা ব্যক্তি যদি পড়ে যায় এবং হাড় গোড় সব ভেঙ্গে যায়। আর পাঁচ নম্বর সিঁড়িতে অবস্থানকারী ব্যক্তি যদি নিরাপদে একশত সিঁড়ি পেরিয়ে উত্তম পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন কেমন হবে?

২০০. ইরশাদ করেনঃ

‘অনেক সময় তেজী ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। আর ধীর গতির গাধা চলতে চলতে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।’ সুতরাং যারা অনেকে আমল করে তাদের গর্ব করার কিছু নেই।

২০১. ইরশাদ করেনঃ

আযানের মধ্যে তারাসুল অর্থাৎ এক বাক্য বলার পর এই পরিমাণ বিরতি দেয়া, যাতে এর পুনরাবৃত্তি করা এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করা যায়। আর ইকামতের মধ্যে হদর ও সাকিন করা। অর্থাৎ প্রথম ৪ তাক্বীর (আল্লাহু আকবার) এক শ্বাসে বলা এবং প্রত্যেক তাক্বীর ও প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করা। অনেক কারী সাহেব ফিকাহর নিয়ম না জানার কারণে ইকামতের মধ্যে মিলিয়ে না পড়ার কানুন জারী করে সাকিন পদ্ধতির পরোয়া করে না। এর সংশোধন হওয়া উচিত।

২০২. ইরশাদ করেনঃ

এক গ্লাস পানির মধ্যে কয়েকটা লোহার টুকরো রাখলে দেখবেন, পানির চেয়ে অল্প কয়েকটা লোহার টুকরার ওজন বেশী। আবার এই পানি কখনো কখনো লোহার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং লোহার চেহারা পাল্টে দেয়। অর্থাৎ মরিচা লাগিয়ে লোহার কার্যকারিতা নষ্ট করে ফেলে। প্রথমে লোহার চেহারা ও পরে তার গুণাবলী নষ্ট করে লোহাকে একেবারে অকেজো করে ছাড়ে। অনুরূপ ছোট ছোট গুনাহর কালো দাগ দ্বারাও অন্তর কালো হয়ে যায় এবং মরিচা ধরে। যেমন, খারাপ সাহচর্য, প্রথমে এটা

তেমন ক্ষতিকর মনে না হলেও পরবর্তীতে তা অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। এ কারণেই ইংরেজরা প্রথমে কৌশলে মুসলমানদের চেহারা-সূরতে পরিবর্তন ঘটায়। অর্থাৎ ইংলিশ কাটিং চুল রাখা ও দাড়ি কামানোর মাধ্যমে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দনীয় সূরত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অতঃপর সূরতের পাশাপাশি সীরাতও (চরিত্র) নষ্ট হয়ে যায়। আর এভাবেই মুসলমানরা সূরত ও সীরাত উভয় ক্ষেত্রে আদর্শচ্যুত হয়।

২০৩. ইরশাদ করেনঃ

এখন প্রশ্ন হল, এর প্রতিকার কি? প্রতিকার হচ্ছে- প্রথমে মরিচা সাফ করে পরে রং লাগানো। আমাদের ছেলে-মেয়েরা আজ অনৈসলামিক পরিবেশে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করছে। সুতরাং তাদের অন্তরে মরিচা ধরাই স্বাভাবিক। লোহায় রং লাগালে যেমন মরিচা ধরে না। তেমনি আমাদের ও আমাদের ছেলে-মেয়েদের অন্তরে যদি আল্লাহ তা‘আলার ভয়, মুহাব্বত এবং মুহাম্মাদী চরিত্রের রং লাগানো যায়, তাহলে ঈমান ও দ্বীন নিরাপদ থাকবে। কিন্তু এই রং লাগাতে হলে প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে যেতে হবে। হাদীস শরীফে আছে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ‘হে মানব সকল! তোমাদের অন্তরে এরকমভাবে মরিচা ধরে, যেমন পানি লোহাকে মরিচা ধরায়।’ আরয করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! মরিচা দূর করার উপায় কি? তিনি বললেন- ‘কুরআন পাক তিলাওয়াত কর, এবং মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করতে থাকো।’

২০৪. ইরশাদ করেনঃ

আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা আবদুল লতীফ সাহেব সাহারানপুরী রহ. বাচ্চাদের কাছ থেকে বেশী বেশী কুরআন পাকের তিলাওয়াত শুনতেন। আজ বুঝতে পারছি এর উদ্দেশ্য কি ছিল।

২০৫. ইরশাদ করেনঃ

মাদরাসা গুলোতে পড়তে আসা মেয়েদের মধ্যে যেসব মেয়েদের বয়স কম; কিন্তু দেখতে বড় দেখায়- তাদের সংগেও পর্দা করা জরুরী। এ বিষয়টি মাদরাসা কর্তৃপক্ষের মনে রাখা উচিত।

২০৬. ইরশাদ করেনঃ

কারো ঘড়ি নষ্ট হলে শহরের সব চেয়ে অভিজ্ঞ ও বড় মেকারের কাছে যায়। আর বাচ্চাদের কুরআন পাক পড়ানোর জন্যে সস্তা উস্তাদ তালাশ করে। তার পড়া যতোই অশুদ্ধ থাকুক আপত্তি থাকে না, সস্তায় পেলেই হলো! বড় আফসোসের কথা।

২০৭. ইরশাদ করেনঃ

অনেক লোক এমনভাবে কুরআন পাক তিলাওয়াত করে যে, কুরআন পাকই তাদের জন্যে অভিশম্পাত করে। একারণে কুরআন পাক পড়ার জন্যে অভিজ্ঞ তাজবীদ বিশারদ উস্তাদ রাখা উচিত।

২০৮. ইরশাদ করেনঃ

বিনয়ের সঙ্গে উত্তমরূপে নামায আদায় করলে অন্তরে যে নূর সৃষ্টি হয়, অনর্থক কথাবার্তা দ্বারা তা নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যেই অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে।

২০৯. ইরশাদ করেনঃ

আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ গাযযালী রহ. লিখেছেন যে, কোন নেক কাজ যেমন তিলাওয়াত, নফল নামায বা যিকির করার পর অন্তরে কোন পরিবর্তন আসে কিনা লক্ষ্য করুন। যদি কোন পরিবর্তন অনুভূত না হয়, তাহলে মনে করবেন অন্তরে রোগ আছে। যেমন, সর্দি থাকলে কোন কিছুর গন্ধ অনুভব করা যায় না। আমাদের কাছে সাধারণ একটা গন্ধ অনুভূত হবে আর অন্তরে নূরে হক অনুভূত হবে না- এটা কি করে সম্ভব। আর যদি অন্তরে নূর অনুভূত হওয়ার পর অনর্থক কথা-বার্তায় লিপ্ত হন, তাহলে তৎক্ষণাৎ অনুভব করবেন যে, অন্তরের সেই নূর চলে গেছে।

২১০. ইরশাদ করেনঃ

‘মুবাহ্’-এর এক প্রান্ত মুস্তাহাবের সঙ্গে মেলানো আর এক প্রান্ত গুনাহর সঙ্গে মেলানো। অনর্থক কথা-বার্তার ক্রিয়াই যদি এ রকম হয়, তাহলে গুনাহর ক্রিয়া কি রকম হতে পারে?

২১১. ইরশাদ করেনঃ

হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর ওখানে এক রমযানে ১২০০ শত মেহমান ছিল। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন- ‘খাও আর খুব ঘুমাও। শুধু একটা বিষয়ে সাবধান থাকবে, সেটা হচ্ছে- অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হতে পারবে না। যে এমনটি করবে, তাকে বের করে দেব।’ এতে বুঝা যায় যে, বুযুর্গদের দৃষ্টি থাকে সেই নূরের হিফাযতের প্রতি যা বিনয় ও ভক্তি থেকে সৃষ্টি হয়। পানির ট্যাংকি ভরার পর নীচের পাইপ খুলে দিলে ট্যাংকি যেমন খালি হয়ে যায়, তেমনি অন্তরে বিনয় ও ভক্তির সৃষ্ট নূর নিয়ে অনর্থক কথা-বার্তায় লিপ্ত হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই নামাযে বিনয় দ্বারা অর্জিত নূরের হিফাযত ও স্থায়িত্বের জন্যে অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রয়োজনে কথা বলা এবং কথা বলার পর চিন্তা

করা-কোনটা ঠিক হয়েছে আর কোনটা অতিরিক্ত হয়েছে। প্রত্যেক নামাযের পর এর হিসাব করা এবং ক্ষমা চাইতে থাকা।

২১২. ইরশাদ করেনঃ

এক ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করেন যে, অমুক স্থানে একটা স্কুল আছে। সেখানে যেই ভর্তি হয়, পূর্ণতা অর্জন করে বের হয়। অর্থাৎ সাফল্য একশত ভাগ। আর আল্লাহ ওয়ালাদের সুহৃৎ যারা দীন শেখে, তাদের ৫ ভাগও কামিল হয় না। পাঁচ ভাগ আর একশত ভাগের এই পার্থক্য কেন? আমি আরয করলাম- ভাই! পূর্ণতা আসে চূড়ান্ত সাধনা ও অনুসরণ থেকে। চূড়ান্ত সাধনা আর চূড়ান্ত অনুসরণ-এই দুইয়ের সমন্বয়ে ঘটাতে পারলেই উস্তাদের পূর্ণতা ছাত্রের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। আর দীন শিখতে যারা বুয়ুর্গদের সুহৃৎ আসে, তারা সাধনাও যেমন কম করে, তেমনি অনুসরণও আন্তরিক হয় না। মনে করুন! শাইখ বললো- কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকবে। যদি কখনো কারো ওপর কুদৃষ্টি হয়েই যায়, তাহলে ৪ রাকা'আত নফলের জরিমানা আদায় করবে। আর সাধনারত ব্যক্তি যদি মনে প্রাণে এর অনুসরণ না করে, তাহলে কিভাবে একশত ভাগ সাফল্য আসবে? তবে হ্যাঁ! যারা পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও চূড়ান্ত সাধনা করে, তাঁরা অবশ্যই সাহিবে নিস্বত এবং কামিল হয়ে যায়।

২১৩. ইরশাদ করেনঃ

সাধনা ও অনুসরণের ব্যাপারে একটা ঘটনা মনে হয়েছে। এক সুদখোর হযরত থানভী রহ.-এর কাছে আরয করলো যে, আমি ৬ হাজার টাকা সুদ খেয়েছি, এখন কি করবো? তিনি বললেন- সম্পদ আছে? সে বললো, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- বিক্রি করলে কত টাকা হবে? সে বললো, সাত হাজার। তিনি বললেন- সম্পদ বিক্রি করে সকলকে সুদের টাকা ফেরত দিয়ে দাও! সে হিম্মতের সঙ্গে এর ওপর আমল করলো এবং হিফয শুরু করে হাফিয হয়ে গেলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ফযলে হজ্জও নসীব হলো। এছাড়া হযরত ওয়ালা থানভী রহ.-এর মাওয়াযিয থেকে নির্বাচন করে 'আশরাফুল জাওয়াব' নামক একটা দ্বিনী কিতাব সংকলন ও প্রকাশের সৌভাগ্য হলো। কামাই রুযীতে বরকত হলো এবং সুখ-শান্তিতে তাঁর বাকী জীবন কেটে গেলো। চলুন, আমরাও আল্লাহ তা'আলাকে রাযী করে দেখি।

২১৪. ইরশাদ করেনঃ

সাধনা ও অনুসরণের ব্যাপারে অনুরূপ আরেকটি ঘটনা মনে পড়েছে। এক আলিম সাহেব আট বছর পর্যন্ত এমন গ্রামাঞ্চলে জুমু'আ পড়ে আসছিলেন, যেখানে জুমু'আ পড়া জায়য নেই। কিন্তু এই গুনাহ তরকের হিম্মত হচ্ছিল না। অতঃপর এক বুয়ুর্গের খিদমতে হাজির হয়ে ঘটনা খুলে বললেন। ফলে অন্তরে নূর পয়দা হলো। এবং অন্তরের ব্যাটারী যা এতদিন ডাউন ছিল, সেটা চার্জ হওয়ায়- ৮ মাইল পায়ে হেঁটে

যেখানে জুমু‘আ জায়িয়, সেখানে গিয়ে জুমু‘আ পড়ার তাওফীক হল। আর দেরীতে হলেও বুঝতে পারলেন যে, গাড়ির ইঞ্জিন যখন ফেল করে, তখন ধাক্কা দিলে ইঞ্জিন চালু হয়। সুতরাং হিম্মতের অভাবে যদি কোন গুনাহ্ পরিত্যাগ করা না যায়, তাহলে বুঝতে হবে- অন্তরের ব্যাটারী ডাউন হয়ে গেছে, আল্লাহ ওয়ালাদের কাছে গিয়ে ব্যাটারী চার্জ করতে হবে।

২১৫. ইরশাদ করেনঃ

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. বলেন- আমার দৃষ্টিতে আল্লাহ্ ওয়ালাদের সুহবতও ফরয। কারণ, আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবত ছাড়া ইসলামে নফস একেবারেই অসম্ভব। ইসলামে নফস যেহেতু ফরয সুতরাং তার সূচনাও ফরয। অর্থাৎ যার ওপর ফরয নির্ভরশীল সেটাও ফরয।

২১৬. ইরশাদ করেনঃ

ব্যবসায়ীরা আজকাল রেডিও-টেলিভিশন আমদানীকে বেশী লাভজনক মনে করে। সে যা হোক, সারাদিন যতো লোক সেই দোকানে গান গুনা ও মেয়েদের ছবি দেখার পৃথক পৃথক গুনাহ করবে, সেগুলো একত্রিত করে মৃত্যুর পর যখন সেই দোকানদারের গর্দানে চাপিয়ে দেয়া হবে, তখন সে তার আমদানীর আসল অবস্থাটা বুঝতে পারবে। এরাই তারা, যারা মুখে বলে- ‘রিযিক দেয় আল্লাহ’ আর বাস্তবে গুনাহর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার অসন্তুষ্টি দ্বারা রিযিক বাড়াতে সচেষ্ট হয়।

২১৭. ইরশাদ করেনঃ

নিজের বাড়ী থেকে কাউকে একটা ইট দেয়া সহ্য হয় না। নিজের রক্ত থেকে মশাকে এক বিন্দু রক্ত দেয়া বরদাশ্ত হয়না। কিন্তু দ্বীনের প্রতিটি ক্ষতি অল্পতেই আমরা মেনে নেই। যেমন, ইফতারের দাওয়াতে মাগরিবের জামা‘আত বা মসজিদে উপস্থিত হওয়াকে নিজের জন্যে মায়ফ মনে করা। দ্বীনী মজলিসসমূহের ব্যাপারেও একই ছকুম। অর্থাৎ দু’ চারজন অক্ষম বৃদ্ধের কারণে সবাই ঘরে জামা‘আত না করে, মসজিদে গিয়ে জামা‘আত পড়া। প্রত্যেক নেক আমল দ্বারা রুহে যেরকম নূর ও শক্তি পয়দা হয়, এরকম প্রত্যেক গুনাহ্ দ্বারাও অন্তরে অন্ধকারও দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। কুস্তিগির সারা বছর শক্তি বর্ধক খাদ্য খেয়ে বছরে একবার মাত্র ধুতরা (এক প্রকার বিষাক্ত ফল) খেয়ে বিছানার সঙ্গে লেগে যাবে। ধুতরার বিষক্রিয়া সারা বছরের শক্তি বর্ধক খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ পানি করে দুর্বলতার কারণ হয়। আর তার পরিমাণ বেশী হলে মৃত্যু অবধারিত। সাধারণ একটা ফলের ক্রিয়াই যদি এতো ভয়াবহ হয়, তাহলে গুনাহর বিষক্রিয়া রুহের নূরানিয়াত ও সৎ কাজের শক্তি বিনষ্ট করবে না, এটা আবার কি রকম ধোঁকা?

২১৮. ইরশাদ করেনঃ

প্রত্যেক গুনাহ থেকে অন্তরের আয়নায় মরিচা লাগে এবং অন্তর খারাপ হয়ে যায়। (রুমী রহ.)

‘গুনাহর কারণে অন্তরে যখন অন্ধকার বেড়ে যায়, তখন নফসের গুমরাহীও আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পায়।’ (রুমী রহ.)

অবশ্য যদি তাওবা করা হয়, তাহলে অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে গুনাহর ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়।

২১৯. ইরশাদ করেনঃ

প্রত্যেক গুনাহ দ্বারাই অন্তরের শান্তি বিনষ্ট হয়। হাদীস শরীফে আছে, ‘হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করো। নতুবা তোমাদের কাতারের বক্রতা তোমাদের অন্তরে বক্রতা ও জেদ সৃষ্টি করবে।’ তাহলে বলুন! বাইরের প্রভাব ভেতরে স্থানান্তরিত হলো কি-না?

২২০. ইরশাদ করেনঃ

এ কারণেই আমরা দ্বীনের দিক থেকে গরীব যে, আমরা সৎ কাজের পাশাপাশি গুনাহ করে অর্জিত আমলের নূর ধ্বংস করি। আর ওলী আল্লাহগণ এজন্যেই দ্বীনের আমীর যে, তাদের কাছে শুধু নূর জমা হয়। কারণ, গুনাহ থেকে তাঁরা দূরে থাকেন। তাকওয়া ও পরহেযগারী বড় নি‘আমত, দৌলত ও বরকতের জিনিস। এখানেই বিলায়াতের কেন্দ্র। কুরআন পাকে ওলী’র প্রশংসা করা হয়েছে মুত্তাকী শব্দ দ্বারা। এ কারণেই তাঁদের অন্তরে সর্বদা তৃপ্তি ও শান্তি বিরাজ করে। এমনকি যদি কেউ তাদের কাছে বসে, তাহলে তারাও সেই শান্তির পরশ অনুভব করতে থাকে। যেমন গরমে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ শান্তির জন্যে ছায়াদার বৃক্ষের নিচে বসে। لا يذكر الله تطمئن القلوب
অর্থাৎ ‘আল্লাহর যিকির দ্বারাই কেবল অন্তরে শান্তি আসে।’ (আল-কুরআন)।

২২১. ইরশাদ করেনঃ

অনেক বড় এক ব্যবসায়ী আমাদের মাদরাসার উস্তাদ হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর খলীফা কারী আমীর হাসানের কাছে শান্তির উপায় জানতে এসেছিল। অথচ তখন তার মাসিক ভাতা ছিল মাত্র একশত টাকা। এতে বুঝা যায়, সম্পদের সঙ্গে শান্তির কোন সম্পর্ক নেই। তবে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। অর্থাৎ গুনাহ থেকে দূরে না থাকলে আল্লাহকে স্মরণের পূর্ণ ফায়দা হয় না। যখন স্মরণ পূর্ণ হবে, তখন শান্তিও পরিপূর্ণ হবে। স্মরণ অপূর্ণ হলে শান্তিও অপূর্ণ হবে। ‘পরিপূর্ণ স্মরণ’ এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে- এর বিপরীত কর্ম থেকে দূরে থাকা। যেমন পূর্ণ গরম পেতে হলে অবশ্যই এর বিপরীত ঠাণ্ডা পরিত্যাগ করতে হবে। যেমন, কোন অফিসারের সব গুণ আছে; শুধু ঘুষ খাওয়ায় ধরা পড়েছে। ফলে তার

পূর্বের সকল গুণ মূল্যহীন হয়ে যাবে এবং চাকরী হারাতে হবে। অনুরূপ একটি মাত্র গুণাহে অভ্যস্ত থাকলেও আল্লাহর ওলী হওয়া যাবে না। ওলীদের প্রশংসায় কুরআন পাকে বলা হয়েছে- **الذين آمنوا وكانوا يتقون**
'ঈমানের পাশাপাশি তাদের মাঝে তাকওয়াও থাকবে।'

২২২. ইরশাদ করেনঃ

১৯৬৭ সালে যখন মিসরীয় সৈন্যদের ইসরাইলী ইহুদী সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে এবং তার ফলশ্রুতিতে বাইতুল মুকাদ্দাস ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তখন একজন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, আমরা তো মুসলমানদের জন্য দু'আ করছি, কবুল হচ্ছেনা কেন? আমি তাকে পাঁচটা প্রশ্ন করি, আপনি কি করেন? বলল-ব্যবসা করি। আমি বললাম মনে করুন আপনার ছেলে আপনার সাথে বে-আদবী করে আপনার দোকানের নির্মিত পোশাক না পরে উলঙ্গ হয়ে বসে থাকে অথবা মাল-পত্র বিনষ্ট করে, তাহলে আপনি দোকান থেকে বের করে দিবেন কি-না? যদি ইমাম সাহেব, সন্তানের মামা, চাচা এসে তা ক্ষমার জন্য আপনাকে সুপারিশ করে, কিন্তু সে নিজে এসে ক্ষমা না চায় তাহলে আপনি কি তাকে ক্ষমা করে দোকানে বসতে দিবেন? তখন সে বলে উঠল-যতক্ষণ না ছেলে নিজে এসে ক্ষমা চাইবে ততক্ষণ তাকে কিভাবে ক্ষমা করা যায় এবং দোকানে বসতে দেয়া যায়। আমি বললাম- মিসর এবং বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকার অধিবাসীদের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। তারা নিজেরা নিজেদের কৃত্ত্ব জন্য ক্ষমা চাচ্ছে না, নিজেদের ইসলাহ ও সংশোধনের চেষ্টা করছে না, তাহলে আপনাদের দু'আ তাদের কি কাজে আসবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ - **ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما با نفسهم**

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করে।পর

২২৩. ইরশাদ করেনঃ

প্লেগের সময় সকলেই হুঁড়ুরকে ভয় পায়। উদ্দেশ্য, প্লেগের জীবাণু যাতে নিজেদের ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। আর বদ আমল ও মুনকারাতের (শরী'আত গর্হিত কাজ) কতো হুঁড়ুর যে আমাদের ঘরে আছে তাঁর হিসাবও নেই, চিন্তাও নেই। ঘরে সাপ ঢুকলে সবাই পেরেশান হয়ে পড়ে। আর ঘরে খিলাফে শরা' কোন কিছু দৃশ্যমান হলে, জীব-জানোয়ারের ছবি থাকলে, রেডিওর গান বাজলে, এমনকি টেলিভিশন, ভি-সি,আর চললেও কোন চিন্তা নেই। প্রত্যেক আমলের ব্যাপারে সহীহ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ, না জেনে বিষ খেলেও ক্ষতি নিশ্চিত।

২২৪. ইরশাদ করেনঃ

দুনিয়ার হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দিকে খেয়াল করুন, দেখুন দেশের নাগরিকদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন-যাপনের জন্য সরকার বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছে। যে বিদ্যুৎ দ্বারা অনায়াসে ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে, গ্রীষ্মকালে পাখা ঘুরছে, ফ্রিজ ইত্যাদি চলছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, কারো গৃহের বাতি নিভে গেছে, খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, সে বিদ্যুৎ বিল সময়মত পরিশোধ না করার দরুন তার সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। দুনিয়ার যদি এ অবস্থা হয় তাহলে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের নি‘আমত ভোগ করে তার শুকরিয়া না করে বরং তাঁর হুকুম অমান্য করে পাপাচারে লিপ্ত হলে তিনি কি পরকালে এর জন্য শাস্তি দিবেন না? কাজেই প্রাণের ভায়েরা! আর দেরী নয়, এখন থেকেই নিজের অবস্থার খবর নিন এবং নিজ কর্মের সমীক্ষা চালান।

২২৫. ইরশাদ করেনঃ

যেসব অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জা করা হয় এবং ছবি তোলা হয় সে সব জায়গায় যাওয়া উচিত নয়।

২২৬. ইরশাদ করেনঃ

টাখনু ঢেকে পায়জামা-লুঙ্গী ইত্যাদি পরতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এটা অহংকারীদের লক্ষণ। এর রহস্য হচ্ছে- যদি তুমি অহংকারীদের সুরতের অনুকরণ করো, তাহলে অহংকারীদের হয়হয়ও তোমার মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। হাদীস পাকে আছে- এক সাহাবী রা. ওয়র পেশ করেন যে, আমার লুঙ্গী নীচে লটকে যায়। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ‘তোমার এই কাজ তোমার ওয়রের ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর। অতএব লুঙ্গী ওপরে উঠাও।’ অন্য এক হাদীসে আছে- হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাব্বতের সঙ্গে বলেন যে, ‘তোমরা কি আমার রীতি-নীতির প্রতি আগ্রহ পোষণ করোনা?’ [সূত্র: ফাতহুল বারী-কিতাবুল লিবাস ১০ম খণ্ড]

যারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে টাখনুর নীচে পায়জামা, লুঙ্গী ইত্যাদি পরেন, তারা আল্লাহর ভয়কে সামনে রেখে চিন্তা করুন! অনেক যথার্থ ওয়র পেশ করার পরও স্বয়ং রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করেন নি’ বরং টাখনুর নীচে কাপড় পরতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে ‘টাখনুর নীচে যে পর্যন্ত পায়জামা, জামা বা লুঙ্গী লটকে থাকবে, সেটুকু জাহান্নামে জ্বলবে।’ অন্য এক বর্ণনায় আছে- ‘আল্লাহ তা‘আলা এরকম ব্যক্তিকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না।’

২২৭. ইরশাদ করেনঃ

ইমাম আহমদ রহ. এর এখানে দাওরায় হাদীসে শুধু এরকম ছাত্ররাই ভর্তির সুযোগ পেতো, যারা তাহাজ্জুদ গুয়ার। হযরত শাহ ইসহাক দেহলভী রহ.-এর এখানে মাওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন কান্দলভী রহ. পড়তে এসেছিলেন। যখন রাতের খানা আসলো, তখন তিনি শুধু রুটি খেলেন এবং সালুন ফিরিয়ে দিলেন। শাহ সাহেব চিন্তিত মনে জানতে চাইলেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, সঙ্গত কারণেই দিল্লীর সালুনে সন্দেহ জাগে। কেননা, এখানে সালুনের মধ্যে আমের টক দেয়া হয়, আর আম বড় হওয়ার আগেই বিক্রি করা হয় যা বাই'-এ ফাসেদ। এতদশ্রবণে হযরত শাহ সাহেব খুশী হয়ে বললেন, ‘আল্‌হামদুলিল্লাহ’ আমাদের এখানে ফেরেশতা পড়তে এসেছে। ছাত্র হলে এ রকমই হতে হয়।’

এ-তো শুনলেন বুয়ুর্গদের আমলের কথা। আর আজ এসব বুয়ুর্গের এরকম অনেক ভক্ত আছে, যারা রাত-দিন একে অপরের গীবত, শেকায়েতে লিপ্ত হয়ে নিজেদের আমল বরবাদ করছে। আল্লামা আবদুল ওয়াহাব শা’রানী রহ. লিখেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে যতো নি‘আমত দিয়েছেন তার মধ্যে এটাও একটা যে, আমার পেছনে এ রকম এক দুশমন লেগে আছে, যে আমাকে মিথ্যা অপবাদ ও গীবতের দ্বারা কষ্ট দেয় এবং এর মাধ্যমে তাদের নেকী আমার আমলনামায় চলে। আর এভাবেই জোর পূর্বক চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমারও এই সুন্নাতে আশিয়া (আঃ)ও হাসিল হয়ে গেছে।

২২৮. ইরশাদ করেনঃ

জাযিয় কাজে যদি গুনাহর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সেই জাযিয়ও নাজাযিয় হয়ে যায়। যেরকম ২০০ টাকা গজের দামী কাপড় পরা জাযিয় আছে; কিন্তু সেটা পরলে যদি অন্তরে বড়ত্বের সৃষ্টি হয়, তাহলে তা নাজাযিয় হবে। কেননা, কাপড় গর্ব ও অহংকারের কারণ হয়েছে।

২২৯. ইরশাদ করেনঃ

বন্ধুগণ! ইমাম সাহেব যদি নামাযের সময় নিজের কামরা থেকে পরনের কাপড় খুলে মিহরাবের দিকে আসতে থাকে, তাহলে আপনারা কি তাকে আসতে দিবেন। না ভাববেন যে লোকটা পাগল হয়ে গেছে? যদিও ইমাম সাহেব বলেন যে ভাই! আমাকে নামায পড়াতে দিন। নামাযের মাসআলা ও সূরা সবই আমার স্মরণ আছে। অর্থাৎ ভেতর সম্পূর্ণ ঠিক আছে, শুধু বহিরাবরণ খারাপ হওয়ার কারণে আপনারা কেন ঘাবড়ে গেছেন? কিন্তু একথা সবাই জানে, যে আপনারা তখন তার একটি কথাও শুনবেন না; বরং সোজা মসজিদ থেকে বের করে মস্তিষ্কের ডাক্তার বা পাগলা গারদে নিয়ে যাবেন।

কেন ভাই ! বহিরাবরণ খারাপ হওয়ার কারণে আপনাদের অন্তরে তার ভেতর খারাপ হওয়ার বিশ্বাস জন্মালো কেন? তাহলে আমাদের বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলন সুন্নাত পরিপন্থী হওয়ার পরও আমাদের ভেতরে খারাপ হয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না কেন? কেনই বা এর ইসলামের চিন্তা হয় না? এরকম লোকদের কেন দ্বীনের ডাক্তার অর্থাৎ আউলিয়া ও মাশায়িখে কিরামের কাছে নিয়ে যাই না?

রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌচ খাটো করতে ও দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তিনি নিজেও এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখতেন। হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলানী রহ. তার গুনিয়াতুত তালিবীন-এ হযরত উমর রাযি. থেকে এক মুষ্টি পরিমাণের বর্ণনা নকল করেছেন। কিন্তু আমরা আজ ইমাম সাহেবের পোশাক খোলার দ্বারা তার মস্তিষ্ক নষ্ট হওয়ার কথা বুঝলেও-দাড়ি মুন্ডানো দ্বারা আমাদের ঈমানের ঐক্য ও দুর্বলতার বিষয়টি বুঝি না কেন?

পুলিশ অফিসার তার জন্যে নির্ধারিত পোশাক ছাড়া ডিউটিতে গেলে বরখাস্ত হবে। কিংবা তিরিশ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন এবং কর্তৃপক্ষের যথার্থ পুরস্কার ও প্রমোশন ঘোষণার পর যদি দেখা যায় যে, সে লাল টুপী পরে সরকারী পোশাক ছেড়ে ঘোরাফেরা করছে। আইন অনুযায়ী সরকার তখন কি করবে? বিদ্রোহীদের টুপি পরার কারণে তাকে বিদ্রোহী হিসেবে আদালতে সোপর্দ এবং বরখাস্ত করবে। আর পুরস্কারের বদলে জুটবে শাস্তি। এটাই আইন, এটাই-নিয়ম। মুসলিম জাতিও আজ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত তাদের সরকারী পোশাক ছেড়ে দিয়ে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতির (ইয়াহুদী-খৃষ্টান) পোশাককে আপন করে নিয়েছে। এখন তাহলে মুসলিম জাতির এই পোশাক পরিত্যাগের পরিমাণ কি হতে পারে? বরখাস্ত না প্রমোশন? আযাব-গযব না নুসরত-রহমত? তারপরও অভিযোগ করা হয় চারদিকে মুসলমানরা মার খাচ্ছে কেন? বেদনাদায়ক হলেও সত্য যে, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত হাত ছাড়া হয়ে গেছে; কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সাহায্য করছেন না। পরাজয় সবএই-‘কুরআনে ওয়াদা আছে মু‘মিনের বিজয়ের; যদি বিজয়ীই না হলে তবে তোমার ঈমান কিসের?’

এবার ইসলামী পোশাকের কথা শুনন:

১। টাখনা না ঢাকা। এরকম করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা এসব লোককে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না এবং শবে বরাতে মাগফিরাতের যে সুসংবাদ আছে, সে রাতেও তাদের মাগফিরাত হবে না।

২। হাঁটু ঢেকে রাখা। হাঁটু খোলা থাকে এরকম পোশাক পরা নাজায়য ও হারাম।

৩। মাথার চুল হয় চারদিকে সমান ভাবে ছোট ছোট করে রাখা অথবা বাবরি রাখা কিংবা কামিয়ে রাখা। হিপপিদের মতো চুলকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া।

৪। দাড়ি চারদিকে সমানভাবে এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা। এর চেয়ে বেড়ে গেলে কাটা জাযিয আছে। কিন্তু এক মুষ্টি নাপিতের মুষ্টি নয়, যার দাড়ি মুষ্টিও তার হতে হবে। সাবধান! দাড়ি ছাড়া লোক ইমাম ও মুআযযিন বানানো জাযিয নেই।

৫। পুরুষ মেয়েলোকের আর মেয়েলোক পুরুষের বেশ ধারণ না করা। হাদীস পাকে আছে আল্লাহ তা‘আলা তাদের ওপর লা‘নত বর্ষণ করেন, যারা পুরুষ হয়ে মেয়ে, আর মেয়ে হয়ে পুরুষের বেশ ধারণ করে। যেমন ডাক পিয়ন যদি পুলিশের পোশাক পরে আর পুলিশ পরে ডাক পিয়নের পোশাক, তাহলে আইন অনুযায়ী উভয়েরই বরখাস্ত করা হবে।

৬। মেয়েলোকের এরকম দেহাবরণ বা বোরখা ব্যবহার করা, যাতে চুলের কালো রং দৃষ্টিগোচর না হয়। কারণ এতে নামায তো হবেই না; বরং যত না মাহরাম লোক তার এই চুল দেখবে, তাদের সকলের গুনাহর সমপরিমাণ একত্রিত করে তাকে দেয়া হবে। তাছাড়া মেয়েদের নখ পালিশ লাগানোর কারণে উযু নামায গোসল কিছুই সহীহ হয় না। (এজন্যেই নখ পালিশ ব্যবহারকে মুফতিগণ হারাম বলেছেন।-সংকলক)

বাহ্যিক দেহাবরণে সুন্নাতের অনুসরণ ভেতরের হিফাযতের জন্যে তালা স্বরূপ। যেরকম দোকানের ভেতরের মালের হিফাযতের জন্যে বাহির দরজায় তালা না থাকলে, ভেতরের মাল অরক্ষিত থাকে। এরকম বাহ্যিক দেহাবরণ যদি সুন্নাত পরিপন্থী হয়, তাহলে ভেতরের ক্ষমতাও অরক্ষিত থাকে। আর চেহারা-সূরতে ফাসিকদের সাদৃশ্য অবলম্বনে অন্তরে ফাসিকের হয়হয়ও বৃদ্ধি পায়।

২৩০. ইরশাদ করেনঃ

পাপ পঙ্কিলতায় অভ্যস্ত হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে- আখিরাতের শাস্তি ও হিসাব-কিতাবের ব্যাপারে অবহেলা। যে রকম শরীরের বিষ-ব্যথার মূল কারণ হচ্ছে-দুষিত রক্ত। এজন্যে শুধু মলম নয় ; তিক্ত ঔষধ পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়। এরকম কোন বুয়ুর্গের সুহবত দ্বারা অন্তরে আল্লাহ তা‘আলার ভয় ও মুহাব্বত হাসিল করতে পারলে ইনশাআল্লাহ তা‘আলা তাকওয়া অর্জন সহজ হবে।’ যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

‘হে ঈমানদারগণ! তাকওয়া অর্জন কর। আর তাকওয়া অর্জনের উপায় হচ্ছে- বুয়ুর্গানে দ্বীনের সংশ্রব।’ সাদিকীন-এর তাফসীর এটাই। তাদের সুহবতের বরকতে যখন আল্লাহর ভয় ও মুহাব্বত অর্জিত হবে, তখন গুনাহ করার সাহস থাকবে না। যেরকম কোন অপরাধী অন্যায় করার মুহূর্তে পুলিশ দেখলে অপরাধ থেকে বিরত থাকে। এরকম তাকওয়া অর্জন হলে সর্বদা আল্লাহ তা‘আলার হুকুম সামনে থাকায় সব কাজ সঠিকভাবে হয়, কোন গুনাহ হয় না। যেহেতু আমরা আগামী কালের নাশতার ব্যবস্থা আজই করি। আগামীকালের ঠাণ্ডা বা গরম থেকে বাঁচার জন্যে পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা নেই। অতএব হিসাব কিতাবের উপর যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে এর জন্যে পূর্ব প্রস্তুতি জরুরী। যেমন, নামাযের উমরী কাযা, রোযার কাযা, যাকাত ও হজ্জ আদায় সহ

হুকুকুল ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি দান এবং এগুলো সহীহ তরীকায় সম্পাদনের ব্যবস্থা নেয়া। আর বিলম্ব না করে উলামায়ে হক-এর সঙ্গে পরামর্শ করে আমল শুরু করা। আল্লাহ তা‘আলার এই ঘোষণা ওই মুরাকাবারই তা‘লীম দেয় যে, হে ঈমানদারগণ অর্থাৎ হে সত্য স্বীকারকারীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং আগামীকালের জন্য কি আমল করেছে তা চিন্তা করো। অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আগামীকাল যে হিসাব কিতাব হবে তার প্রস্তুতি নাও। আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে রেখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহপাক তোমার সব আমলের খবর জানেন। একজন পুলিশ দেখে যেখানে আমরা অপরাধ থেকে বিরত থাকি। সেখানে আহকামুল হাকিমীনের জানা ও দেখার কারণে আমাদের কি রকম অবস্থা হওয়া উচিত-নিজ জ্ঞানেই এর ফায়সালা করুন।

২৩১. ইরশাদ করেনঃ

পীর মাশায়খগণ প্রথম দিকে শোয়ার সময়-মুরাকাবা করতে বলতেন। কিন্তু বর্তমানে মানুষ ক্লাস্তিতে গুয়ে তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। এজন্যে যে কোন নামায শেষে মুরাকাবা ও মুহাসাবার আমল করা উচিত। অর্থাৎ এক ধ্যানে জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব ও কিয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করা। খুব বেশী সময়ের দরকার নেই-কয়েক মিনিটই যথেষ্ট।

২৩২. ইরশাদ করেনঃ

এক ব্যক্তির এক কর্মচারী ছিল- যে বাজার করার সময় প্রতি চার টাকায় এক টাকা বাঁচিয়ে নিয়ে আসতো। একদিন মালিক বললো-আচ্ছা এই পাত্রে আমার নাম খোদাই করে নিয়ে আস। প্রতি অক্ষর এক টাকা করে নেবে। এই নাও আমার নামের ৪ অক্ষরের জন্যে ৪ টাকা দেখি কিভাবে ১ টাকা বাঁচাও। মালিকের নাম ছিল محسن। সে খোদাইকারীকে বলল, এই পাত্রে محش লিখবেন কিন্তু নূকতা দিবেন শেষে। খোদাইকারী যখন নূকতা ছাড়া শুধু محس লিখল, তখন সে বলল ,এখন কয়টা নূকতা দিতে হবে। খোদাই কারী বলল ছয়টা। সে বলল আচ্ছা ৫ নূকতা মাফ, শেষ অক্ষরে শুধু একটা নূকতা লাগান এবং محس এর তিন অক্ষরের এই নিন ৩ টাকা। এভাবে ৫ নূকতা মাফ করার জন্য সে ধন্যবাদও পেল এবং ১ টাকা বাঁচিয়েও নিলো। মালিক তার বুদ্ধি ও প্রতিভা দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

(এতে প্রমাণ হয়, দুনিয়াবী কাজে আমরা খুবই হিসেবী। এক টাকা বাঁচাতে বুদ্ধি ও কৌশলের আশ্রয় নেই। আখিরাতের ব্যাপারে একেবারে গাফিল ও উদাসীন-সংকলক)

২৩৩. ইরশাদ করেনঃ

মাঝে মধ্যে নিরব মজলিসও হওয়া উচিত। একবার মাওলানা শাহ ওয়াসীউল্লাহ সাহেব রহ.-এর এখানে আধা ঘণ্টা পর্যন্ত নীরব মজলিস চলছিল, হযরত নিজেও

যিকিরে মশগুল ছিলেন এবং সমস্ত মজলিসও নীরব যিকিরে মশগুল ছিল। কারো কথা বলার কোন অনুমতি ছিল না।

২৩৪. ইরশাদ করেনঃ

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা খানভী রহ. হযরত হাজী সাহেব রহ.- এর এই মালফূয নকল করেছেন যে, হাদিয়া মুহাব্বতের আলামত। অবশ্য যাদের মুহাব্বত পরিপূর্ণ তাদের আলামতের প্রয়োজন হয় না। অতএব যারা হাদিয়া প্রদান করে না, তাদের মুহাব্বত পরিপূর্ণ। আর হাদিয়া প্রদানকারীদের মুহাব্বত প্রাথমিক স্তরের।

ফায়দা: হযরত আকদাস মুহিউস সুন্নাহ রহ.কে কয়েকজন ভক্ত এক মজলিসে হাদিয়া দিতে চাইলে তিনি বলেন, হাদিয়া দেয়ার আদব হল, এরকম বলা যে আমার কিছু কথা আছে, নির্জনে বলতে হবে। এভাবে নির্জনে বা গোপনে হাদিয়া দেয়া উচিত। এবার চিন্তা করুন ! উল্লেখিত মালফূয -এর মাধ্যমে যারা হাদিয়া দেয়নি, তাদের কিরকম সান্তনা দিয়েছেন। এ মালফূয শুনে সেখানকার অনেকেই আমাকে বলেছেন যে, হযরতওয়ালা রহ.-এর আমল অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ে। অর্থাৎ সমস্ত মুসলমানের অন্তরের মধ্যে কতো সূক্ষ্ম ও সুন্দর ভাবে সমতা বিধান করেছেন। সুবহানআল্লাহ।

২৩৫. ইরশাদ করেনঃ

প্রয়োজনে মসজিদে বেশী পাওয়ারের বাল্ব লাগানোতে ক্ষতি নেই। যতটুকু প্রয়োজন বেশী পাওয়ার ব্যবহার করবেন। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, বাল্বের সংখ্যাধিক্য ও প্রাচুর্য যেন আলোকসজ্জার রূপ না নেয়।

২৩৬. ইরশাদ করেনঃ

কোন এক জেলার হাকিমকে অসন্তুষ্ট করে যখন আমরা শান্তিতে থাকতে পারি না তখন আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে কি করে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি? আজ চতুর্দিকে পেরেশানির কথা শোনা যায়। কিন্তু আসল প্রতিকারের প্রতি কারো দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়না। সন্তুষ্ট অর্জনের ফিকির আছে কিন্তু গুনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা নেই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আবু হুরায়রা রাযি.! হারাম কাজ কর্ম থেকে বেঁচে থাকতে পারলে তুমি সব চেয়ে বেশী ইবাদত গুয়ার বলে গণ্য হবে।

২৩৮. ইরশাদ করেনঃ

বুয়ুর্গদের কাছে রোগ গোপন করার কারণে অনেকের রোগ আরো বেড়ে যায়। আর বুয়ুর্গরা যদি সম্মান দেখায়, তাহলে গর্ব ও অহংকার আগের চেয়েও আরো বেড়ে যায়। এবং ভাবে যে আমি আসলেই সম্মানের যোগ্য তা নাহলে বুয়ুর্গরা আমাকে সম্মান ও মর্যাদা দেয় কেন। বন্ধুগন! বুয়ুর্গদের কাছে নিজের রোগের কথা বলুন ! বন্ধুত্বকে

যথেষ্ট মনে করবেন না। বন্ধুত্ব কখনো রোগ মুক্তির উপায় হতে পারে না। নিজের অবস্থা বর্ণনা করে সে অনুযায়ী আমল করুন। নিজেকে উত্তম ভাববেন না।

২৩৯. ইরশাদ করেনঃ

মসজিদের দরজায় প্রবেশের দু‘আ হিসেবে শুধু “আল্লাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিক” এবং বের হওয়ার দু‘আ হিসেবে শুধু “আল্লাহুমা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা” লিখে রাখা হয়। মূলতঃ এই উভয় দু‘আ “বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি” সহ লেখা উচিত। কারণ এসময় বিসমিল্লাহ ও দরুদ শরীফ পড়াও সুন্নাত।

২৪০. ইরশাদ করেনঃ

অনেকে তাবলীগ করতে চান; কিন্তু সহীহ জ্ঞান অর্জন করেন না। শুনে শুনে কোন তাহকীক ছাড়া ভুল ও গাইরে সহীহ কথা বলতে থাকেন। অথচ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন- **بلغ ما انزل اليك من الربك** আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাই প্রচার করুন। এতে বুঝা গেল **ما انزل اليك** ‘যা অবতীর্ণ হয়েছে তার জ্ঞান থাকতে হবে।’ অন্যথায় সে কিসের তাবলীগ করবে?

২৪১. ইরশাদ করেনঃ

যাদের কুদৃষ্টির ব্যাধি আছে তারা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় উযু করে হিফায়তের নিয়তে ২ রাকাআত নফল নামায পড়তঃ হিফায়তের জন্যে দু‘আ করে ঘর থেকে বের হবে। তারপরও যদি কোন দ্রুষ্টি হয়ে যায় অর্থাৎ যদি আঁড় চোখেও দেখা হয় বা পোশাকের ওপর দৃষ্টি পড়ে কিংবা তার কথা শুনে মনে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহলে অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে দৃঢ়তা ও ইসলাহী প্রবণতার জন্যে দু‘আ করবে। এবং নিম্নে বর্ণিত হিদায়াত প্রতিদিন একবার করে পড়বে ও আমল করবে।

দৃষ্টির হিফায়তের হিদায়াত :

১। যখন কোন (গায়রে মাহরাম) মহিলা সামনে পড়ে ,তখন নফসের দেখার ইচ্ছাও চাহিদা যতই তীব্র হোক, দৃষ্টি অবনত রাখবে। যেমন হযরত খাজা সাহেব রহ. বলেন -‘কুদৃষ্টির ক্ষতি অপূরণীয়। তাই তুমি চলার সময় মাথা নিচু করে চল।

২। যদি কখনো কারো ওপর দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ জীবনের বিনিময়ে হলেও দৃষ্টিকে অবনত কর।

৩। এরকম ধারণা পোষণ করা যে, দৃষ্টি হিফায়ত না করলে দুনিয়াতে অপদস্থ হতে হবে, আনুগত্যের নূর ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং আখিরাতের ধ্বংস নিশ্চিত হবে।

৪। প্রত্যেক খারাপ দৃষ্টির জন্যে (তাওবার নিয়তে) কমপক্ষে ৪ রাকা‘আত নফল নামায পড়া ও সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু না কিছু দান-খয়রাত করা এবং তাওবা ইস্তিগফার পড়া।

৫। এ ধারণা রাখা যে, খারাপ দৃষ্টি থেকে মনোযোগ, আর মনোযোগ থেকে মুহাব্বত এবং মুহাব্বত থেকে ইশ্ক পয়দা হয়। আর এই নাজায়িয ইশ্ক দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই-ধ্বংস হয়ে যায়।

৬। এরকম ধারণা করা যে, খারাপ দৃষ্টি দ্বারা ধীরে ধীরে আনুগত্য যিকির-শুগলের প্রতি মনোযোগ কমে যায়। এমনকি ছেড়ে দেয়ারও প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এবং এসবের প্রতি অনীহা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২৪২. ইরশাদ করেনঃ

মুযাফ্ফর নগরের এক ঘটনা, যোহরের ৪ রাকা‘আত সুন্নাতে এক বড় মিয়া ৫০ বছর পর্যন্ত এভাবে পড়ে আসছিলেন যেভাবে ফরয পড়া হয়। অর্থাৎ ২ রাকা‘আত সূরা মিলিয়ে আর ২ রাকা‘আত সূরা ফাতিহা দিয়ে। একদিন ওয়ায মাহফিলে কোন এক আলিমের কাছে বললেন, ৪ রাকা‘আত সুন্নাতের প্রত্যেক রাকা‘আতে সূরা না মিলিয়ে পড়ে আসছি। মাওলানা সাহেব জবাবে বললেন, আপনার সুন্নাত আদায় হয়নি। এতদশ্রবণে বড় মিয়া মাথায় হাত রেখে এই বলে কাঁদতে আরম্ভ করেন যে, হায়! তাহলে তো আমার ৫০ বছরের সুন্নাত নিষ্পল হয়ে গেছে। আসলে সহীহ ইলম না থাকলে এরকম বিপদেই পড়তে হয়। সহীহ ইলম হাসিল করা কতটুকু জরুরী তা এ ঘটনা থেকেই অনুমিত হওয়ার কথা। কিয়ামতের দিন অজ্ঞানতার কোন বিনিময় থাকবে না। এ কারণেই জ্ঞানার্জনকে ফরয করা হয়েছে।

২৪৩. ইরশাদ করেনঃ

হযরত থানভী রহ. থানা ভবনে ঈদের নামায পড়ানোর পর ঈদের খুৎবা দান শেষে ঘোষণা দেন যে, ‘উলামায়ে কিরাম ঈদের নামাযের পর মুসাফাহা করাকে বিদ‘আত লিখেছেন।’ অতঃপর আমি হারদুঈ -এর ব্যাপারে হযরত ওয়ালা রহ.-এর কাছে জানতে চাই যে, ঈদের নামাযের পর মুসাফাহা বন্ধের জন্যে কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত? জবাবে তিনি (থানভী রহ.) বললেন, তোমাদের এখানে বিদ‘আত শব্দ প্রয়োগ করা কষ্টকর হবে। তাই তোমাদের এলাকার জন্যে উত্তম হচ্ছে-এ কাজকে সুন্নাত পরিপন্থী বলা। এটা যেমনি নরম তেমনি সর্বক্ষেত্রে উপযোগী।

তাই সর্বদা মুরব্বীদের সঙ্গে এসব ব্যাপারে পরামর্শ করতে থাকা। নিষেধ করা কিন্তু কাউকে ঘৃণা না করা। খেয়াল রাখতে হবে উপস্থাপনা যাতে কষ্টদায়ক না হয়। আর এ বিষয়টি বুয়ুর্গদের সুহবত ব্যতীত শুধু ইলম দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। আলহামদুলিল্লাহ উপযোগী পন্থায় বাধা-নিষেধ জারী রাখার ফলে, বর্তমানে হারদুঈ-এর ঈদগাহে মুসাফাহার এ রেওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে।

২৪৪. ইরশাদ করেনঃ

কোন মটর গাড়ীতে যদি পেট্রোল ভরা হয় আর সে গাড়ির ট্যাংকী যদি ছিদ্র থাকে, তাহলে কিছুক্ষণ চলার পর গাড়ী থেমে যাবে। সালিকদের (মুরীদ) ব্যাপারটাও ঠিক এরকম। অর্থাৎ সালিক যিকিরের নূর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার পথে চলতে থাকে ঠিকই কিন্তু শয়তান ও নফস চোখ কান মুখ ইত্যাদির গুনাহ দ্বারা অন্তরের নূরের ট্যাংকী খালি করে দেয়। ফলে সালিকের অগ্রযাত্রা থেমে যায়। অতএব খাঁটি তাওবার প্রয়োজন। বিশেষ করে খারাপ দৃষ্টি, অন্যায় চিন্তা, কু-ধারণা ও গীবতের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা বর্তমানে এ সকল গুনাহতে মানুষ ব্যাপকভাবে জড়িত। তাই নিজ নিজ শাইখ ও মুর্শিদের সঙ্গে এসব ব্যাপারে খোলাখুলি পরামর্শ করে আমল করতে থাকা। তাহলে ইনশাআল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই রাস্তা সহজ হয়ে যাবে।

২৪৫. ইরশাদ করেনঃ

কোন মুসলিহ বা মুর্শিদের খবরদারী ও কঠোরতার কারণে তাঁকে ছেড়ে অন্য শাইখের কাছে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে- স্বীয় নফসের চাহিদা পূরণ করা। যা সম্পূর্ণ ইখলাস পরিপন্থী। এর উদাহরণ ওই রোগীর মতো যে তিক্ততার ভয়ে চিকিৎসকের দেয়া তিক্ত ঔষধ বাদ দিয়ে নিজের পছন্দ অনুযায়ী মিষ্টি ঔষধ খেল।

২৪৬. ইরশাদ করেনঃ

ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, যদি জুম‘আর দিন মৃত্যু হয় এবং জুম‘আর নামাযের আগেই দাফন-কাফনের কাজ শেষ করা সম্ভব হয় তাহলে জানাযার নামাযে বেশী লোকের আশায় জুম‘আর নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করা জাযিয় নেই।

২৪৭. ইরশাদ করেনঃ

কোন জিনিস লাভজনক হওয়া তার যথেষ্ট হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। সুতরাং কোন জামা‘আতের নিজস্ব পদ্ধতিকে দ্বীনী খিদমতের ব্যাপারে একমাত্র লাভজনক পদ্ধতি বলা চরম মূর্খতা ও বোকামী ছাড়া কিছু নয়। আকাবির মাকবুলীন বা বুয়ুর্গানে দ্বীনের কেউ কখন কোথাও এরকম কোন কথা বলেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্বল্প-জ্ঞান ও সং লোকের সান্নিধ্য-বঞ্চিত মুর্খরাই কেবল এরকম কথা বলতে পারে।

২৪৮. ইরশাদ করেনঃ

সহীহ জ্ঞান না থাকার কারণে অনেকেই আজ বিতরের নামাযের পরে বসে বসে নফল পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সব নামায যখন দাঁড়িয়ে পড়া যায়, এমন কি তারাবীর বিশ রাক‘আত পর্যন্ত দাড়িয়ে পড়তে অসুবিধা হয় না, তখন বিতরের পরে দুই রাক‘আত কেন বসে পড়তে হয়? তাছাড়া বসে পড়লে সওয়াবও অর্ধেক হয়। এতে বুঝা যায় বিতরের পরে দুই রাক‘আত নফল বসে পড়া একটা রিওয়াজে পরিণত হয়েছে।

প্রত্যেকেই দেখা দেখি নকল করছে। কেন আলিমের কাছে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করছে না? আর যার পরিণাম পূর্ণ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্ধেক সওয়াবে সন্তুষ্ট থাকা। মূলতঃ এটা সহীহ জ্ঞান অর্জন না করারই ফল।

২৪৯. ইরশাদ করেনঃ

ছাত্ররা যদি কোন মজলিসে কুরআন মজীদ অশুদ্ধ পড়ে, তাহলে সাথে সাথে তাকে বাধা দেয়া উচিত। শুধু মাদ্রাসার বদনাম বা ছাত্রের মানহানির ভয়ে আহকামুল হাকিমীনের কালামরে অশুদ্ধ পঠন মেনে নেয়া জায়য নেই।

২৫০. ইরশাদ করেনঃ

আযানের সময় তিলাওয়াত ও যিকির বন্ধ করে সুন্নাহের ওপর আমল করলে অন্তরে নূর পয়দা হবে। অতঃপর নূরানী অন্তরে তিলাওয়াত করলে অন্তরে আরো উচ্চমানের নূর পয়দা হবে।

২৫১. ইরশাদ করেনঃ

দ্বীনের খাদিমদের উচিত নিজ নিজ মুরব্বীদের খিদমতে উপস্থিতির সিলসিলা জারী রাখা। যেমন, খুচরা বিক্রেতাগণ বড় বড় কারখানা থেকে মাল নিয়ে অন্যদের সরবরাহ করে। অর্থাৎ এক জায়গা থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় দেয়। ফলে নফস অহংকারী হতে পারে না। নতুবা অহংকারী হয়ে এক জায়গায় বসে থাকার কারণে শয়তান দেমাগ খারাপ করে দিতে পারে। হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. বলেন- ‘যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবল, তার ধ্বংস অনিবার্য।’

২৫২. ইরশাদ করেনঃ

তাবলীগ জামা‘আতের প্রতিষ্ঠা যেহেতু একজন আলিমে রব্বানীর হাতে হয়েছে, তাই মাদরাসার উপকারিতা ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তিনি একজন বুয়ুর্গের দ্বারা আত্মার চিকিৎসা করিয়েছেন বিধায় খানকাহ’র উপকারিতা ও প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও অস্বীকার করার উপায় নেই। আর যদি কোন গায়রে আলিমের দ্বারা এই জামা‘আতের প্রতিষ্ঠা হতো, তাহলে এতদিনে এই জামা‘আতের মধ্যে অনেক গোমরাহী ঢুকে পড়তো। সুতরাং তা‘লীম (শিক্ষা) তায়কিয়া (আত্মশুদ্ধি) ও তাবলীগ- দ্বীনের এই তিন শাখার প্রত্যেকেই একে অন্যের সাহায্যকারী ও বন্ধু ভাবা উচিত। যেমন ডাক ঘরে কেউ সীল লাগায়, কেউ রেজিস্ট্রি করে, কেউ চিঠি বণ্টন করে, কেউ আবার পার্সেল করে। কিন্তু কেউ কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না। একজন অন্য জনকে তার সহযোগী ভাবে।

২৫৩. ইরশাদ করেনঃ

শাহজাদাদেরকে ঘড়ি বা বিমান বানানো শিখানো হয় না বরং তাদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনার কলা-কৌশল শিখানো হয়। সুতরাং যারা আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি ও ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর কাজে পূর্ণ মাত্রায় মনযোগী তারাও শাহজাদা। তাদের কাজ পার্থিব জ্ঞান অর্জন নয়। কেননা, সরকারী লোককে যদি ব্যবসার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে সেই লোক আর সরকারী কাজের উপযুক্ত থাকবে না। কারণ তার একদিনের ব্যবসার লাভ সারা বছরের বেতনের চেয়েও হয়তো বেশী হবে। অতএব অভিজ্ঞতা থেকে এটাই বুঝা যায় যে দ্বীনের তা‘লীম বা শিক্ষার পাশাপাশি যদি দুনিয়াবী শিক্ষাও দেওয়া হয়, তাহলে মানুষ দ্বীনের প্রতি নয় বরং দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। সুতরাং বুঝা গেল মাখদুম (যার খিদমত করা হয়) আর খাদিমের (যে খিদমত করে) কাজ এক রকম নয়। মাখদুম যদি খাদিমের কাজ করতে শুরু করে, মাখদুমের কাজ করবে কে? যেমন স্টেশন মাস্টার যদি কন্ট্রোলার সিগনাল না দেয়, তাহলে গার্ড ও ড্রাইভার কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ রেলগাড়ি চালানায় গার্ড ও ড্রাইভারকেই বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কারণ কন্ট্রোলার ভিতরে থাকায় দৃশ্যতঃ এ দুজনকেই তারা দেখতে পায়। তবে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে- যদি কেউ ইখলাসের সঙ্গে দ্বীনের খিদমতে লেগে থাকে, তাহলে দুনিয়াবী কাজে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তার ওপর গায়বী মদদ আসে। এবং রিযিকে অনেক বরকত হয়, যা সারা দুনিয়ার বাদশাহীর চেয়েও উত্তম।

২৫৪. ইরশাদ করেনঃ

পাকা রাস্তায় কাঁচা ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে প্রচুর মাটি জমা হলে সেই রাস্তাকে মাটির রাস্তা মনে হবে। এ অবস্থায় কেউ যদি বলে যে, একি! কাঁচা রাস্তার নীচে শক্ত পাকা রাস্তা বিদ্যমান, সুতরাং সেটি খুড়ে বের করতে হবে, তাহলে মানুষের চলাচলের খুব সুবিধা হবে। তখন কিছু লোক এই বলে বিরোধিতা করবে যে, আমরাতো বাপ-দাদার আমল থেকে এরকম কাঁচা রাস্তাই দেখে আসছি। আর কিছু লোক এই বলে পক্ষ নেবে যে মাটির কাঁচা রাস্তার নীচে পাকা রাস্তার অস্তিত্বের বিষয়টি সত্য। অতঃপর যখন কাঁচা রাস্তা খনন করে মাটি পরিষ্কার করা হবে, তখন পাকা রাস্তার অস্তিত্ব চোখে পড়বে। মুজাদ্দিদের ভূমিকাও এরকম। অর্থাৎ বিদ‘আত ও রুসূমাতের মাটিতে যখন সুন্নাহের রাস্তা ঢাকা পড়ে, তখন তা খনন করে বিদ‘আত ও রুসূমাতের মাটি সরিয়ে সুন্নাহের রাস্তা বের করাই মুজাদ্দি ও তাঁর অনুসারীদের কাজ।

২৫৫. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহরানপুরী রহ. ওসীয়াত করেছিলেন যে, ‘আমার জানাযার নামায মসজিদে নববীর ভেতরে না পড়ে যেন বাইরে পড়া হয়।’ কেননা

মসজিদের ভিতরে জানাযার নামায পড়া হানাফীদের মতে মাকরুহ। এই বুযুর্গ জাম্মাতুল বাকীতে সাইয়িদিনা হযরত উসমান রা.-এর নিকটেই সমাধিস্থ হয়েছেন।

২৫৬. ইরশাদ করেনঃ

রিযিকের অভাব দেখা দিলে নিজে বা অধীনস্থদের কেউ আল্লাহ তা‘আলার নাফরমানীতে লিপ্ত কি-না, এ বিষয়টি খেয়াল করা উচিত। কোন গুনাহ হতে থাকলে তা বন্ধ করা জরুরী।

২৫৭. ইরশাদ করেনঃ

খাওয়ার সময় যেসব কথা আলোচনা করা উচিত নয় তা নিম্নরূপ :

- (১) রোগের কথা
- (২) মৃত্যুর কথা
- (৩) দুশ্চিন্তার কথা
- (৪) জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম কথা
- (৫) সালাম করা
- (৬) খানার মধ্যে দ্রুতি ধরা।

হ্যাঁ যে সব ভালো কথায় অন্তরে খুশি পয়দা হয়, তা আলোচনা করতে অসুবিধা নেই।

২৫৮. ইরশাদ করেনঃ

প্রতিটি কষ্টকর কাজের উদ্দেশ্য থাকে; সুতরাং এ কাজটি নিয়ম মাসফিক করতে হয়। কিন্তু মাধ্যম বা ওসীলায় কোন উদ্দেশ্য থাকেনা। যেমন-ছায়া থাকতে রৌদ্রে বসে উঠে করে বেশী সাওয়াব আশা করা মূর্থতা ছাড়া কিছু নয়। অনুরূপ বাস থাকতে উঠের মাধ্যমে মদীনা শরীফ সফর করে নিজেকে কষ্ট দেয়ারও কোন অর্থ হয় না। হযরত খাজা সাহেব রহ. বলেন-

দুনিয়া তরক করো, সব কিছু নয়-

আলস্য আর ছাড়া যাহা আছে পাপময়।

নফস ও শয়তান পিছু নেবে লাখো বার-

যিকির ও বশ্যতা কভু নহে ছাড়িবার।

২৫৯. ইরশাদ করেনঃ

মানুষের দশটি স্বভাব নিন্দনীয়। আমি সে গুলোর নাম দিয়েছি ‘অন্ধকারাচ্ছন্নতা’। কেননা, এগুলো থেকে অন্তরে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়।

অনুরূপ প্রশংসিত স্বভাবও দশটি। আমি যেগুলোর নাম রেখেছি-‘উজ্জলতা’। কেননা, এগুলো থেকে অন্তরে আলোর জন্ম হয়। আর এগুলো আমি আমার ছাত্রদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছি।

নিন্দনীয় স্বভাব অর্থাৎ ‘অন্ধকারাচ্ছন্নতা’ দশটি এই :

- (১) বেশী খাওয়ার লালসা।
 - (২) বেশী কথা বলার আকাজ্জা ও চেষ্টা।
 - (৩) অহেতুক রাগ করা।
 - (৪) হিংসা করা।
 - (৫) কৃপণতা ও সম্পদের মুহাব্বত।
 - (৬) খ্যাতি ও মর্যাদার মুহাব্বত।
 - (৭) দুনিয়ার মুহাব্বত।
 - (৮) অহংকার, অর্থাৎ হাদীস পাকের ভাষায় যার হাকীকত-মানুষকে অবজ্ঞা এবং সত্যকে অস্বীকার করা।
 - (৯) উজব, অর্থাৎ নিজেকে সত্য, বড় ও উত্তম ভাবা এবং সংশোধনের মুখাপেক্ষী না ভাবা। এগুলো উজবের আলামত। কিন্তু নেকীকে যথেষ্ট ভেবে গর্ব করা বোকামী ছাড়া কিছু নয়। একজন মানুষ যেহেতু আরেকজন মানুষের মন মেজাজ পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না। এমনকি নিজের মেহমান বিদায় দেয়ার সময় বলতে বাধ্য হয় যে, ‘আপনার মজির খিলাফ কোন কিছু হয়ে থাকলে আমাকে মাফ করে দিন। সুতরাং বান্দা হয়ে কিভাবে সে আল্লাহ তা‘আলার মজি বুঝা বা সম্ভষ্টি অর্জনের দাবী করতে পারে।’
 - (১০) রিয়া, অর্থাৎ কপটতা। আর এ কপটতা প্রদর্শন করতে হয়, সে নিজে নিজে প্রদর্শিত হতে পারে না।
- এ সকল ব্যাপারে মুরব্বী ও শাইখের সঙ্গে পরামর্শ করে আত্মার সংশোধন করা জরুরী।

প্রশংসিত স্বভাব অর্থাৎ ‘উজ্জলতা’ দশটি এই :

- (১) তাওবা।
- (২) উত্তম ব্যবহার ও সত্যবাদিতা।
- (৩) আল্লাহর ভয়।
- (৪) আল্লাহর রহমত।
- (৫) ধৈর্য।
- (৬) কৃতজ্ঞতা।
- (৭) দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি।
- (৮) তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা রাখা, কিন্তু চেষ্টা তদবীর পরিত্যাগ না করা; বরং চেষ্টা-তদবীর অব্যাহত রাখা। তবে চেষ্টা-তদবীরের ওপর ভরসা না করে আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা রাখা। কেননা, সব প্রয়াসের সাফল্য আল্লাহ তা‘আলার হাতে। অতএব প্রয়াস চালানোর পাশাপাশি সাফল্যের জন্যে আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করতে থাকা।

(৯) রিয়া বিল কায়া, অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে রোগ-ব্যাধি, অভাব-অনটন ইত্যাদি যা কিছু আসে সে জন্যে মুখ ও অন্তর দিয়ে আল্লাহ তা‘আলাকে দোষারোপ না করা বরং সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

(১০) আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়া। অর্থাৎ আসল বাসস্থানের চিন্তা করা।

২৭৪. ইরশাদ করেনঃ

মুসলমান তিন প্রকার-

(১) ফাসিক

(২) নেককার

(৩) মুসলিহ (সংশোধনকারী)

যেমন- অসুস্থ, সুস্থ ও চিকিৎসক। চিকিৎসার জন্যে মানুষ যেরকম সুস্থ ব্যক্তির কাছে না গিয়ে চিকিৎসকের কাছে যায়, তেমনি ইসলামে নফসের জন্যেও নেককার এর কাছে না গিয়ে সংশোধনকারী (মুসলিহ) তালাশ করা উচিত। যিনি নেককার হওয়ার পাশাপাশি ইসলাম বিষয়ক জ্ঞানেও সমৃদ্ধ হবেন এবং সে যুগের হক্কানী উলামা মাশায়িখ যার মুসলিহ (সংশোধনকারী) হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন।

২৬১. ইরশাদ করেনঃ

এক কাপড়ের ব্যবসায়ীর কুদৃষ্টির ব্যাধি ছিল। সে এর প্রতিকারের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে-প্রত্যেক কুদৃষ্টির জন্যে আমি ৫ টাকা জরিমানা নির্ধারণ করি এবং প্রতি দশ দিন পর কুদৃষ্টির সংখ্যা এবং জরিমানার টাকা হারদুঈ-এ পাঠাতে বলি। আর এই জরিমানার টাকা মিসকিনদের নিজে না দিয়ে বরং আমাকে উকিল বানানোর পরামর্শ দেই। যাতে আমি নিজে মিসকিনদের মাঝে সদকা করতে পারি। দশ দিন পরে চিঠি আসে যে, আমার দৈনিক ৫০ টাকা আমদানি হয়। এখন আমি যদি দিনে ১০ টি কুদৃষ্টির গুনাহ করি, তাহলে আমার সব লাভ-তো জরিমানা আদায় করতেই চলে যাবে। অতঃপর আমি ও আমার বিবি-বাচ্চারা কি খাবো। অতএব খুব হিম্মতের সঙ্গে কাজ করেছি। ফলে গত দশ দিনে আমার দ্বারা কুদৃষ্টির একটি গুনাহও হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা তাকে এই তদবীরের বরকতে কুদৃষ্টির ব্যাধি থেকে মুক্তি দান করেছেন।

২৬২. ইরশাদ করেনঃ

এক লোকের গোস্‌সার ব্যাধি ছিল, সে আমাকে তার অবস্থা লিখে জানালো। আমি জবাবে লিখলাম যে, বেহেশতী জেওরের ৭ম খণ্ডে গোস্‌সার যে চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে, আপনি তার প্রতিটি নম্বরের ওপর আমল করুন। এবং রাগ- গোস্‌সার সময় যে কয়টি নম্বরের উপর আমল করা সম্ভব না হবে, তার প্রত্যেকটির জন্যে ২ টাকা করে নিজের নফসের উপর জরিমানা করবেন। আর এই জরিমানার টাকা নিজে খরচ না করে আমাকে উকিল বানিয়ে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। তাই চিকিৎসা হিসেবে

নফসকে পরিপূর্ণ শান্তিতে জড়িয়ে রাখলে তদবীর দ্বারা বেশী উপকার হয়। যেমনটি হয়েছে এই লোকের বেলায়।

২৬৩. ইরশাদ করেনঃ

মেয়েদেরকে দ্বীনী কথা বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা করাও জরুরী। দুনিয়ার সব কথাবার্তা তাকে জানানো হবে আর দ্বীনের কথাবার্তা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে-এটা মারাত্মক অবিচার। মেয়েরা আমাদের কতটুকু আরামে রেখেছে এটা বুঝে আসে তাদের রোগ-ব্যাধির সময়। তাদের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। কেননা, তারা দুর্বল, ক্ষমার যোগ্য, এবং বলতে গেলে ঘরে প্রায় বন্দীর মতোই থাকে। পুরুষের ভয়- না জানি কয়জনকে ভালোবাসে; কিন্তু আসলে মেয়েরা শুধু স্বামীকেই ভালবাসে। পুরুষের দ্বীনী খিদমত তাঁদের খিদমতেরই দান। কারণ তারা আমাদের ঘরে আছে বলেই আমরা ঘর-বাড়ি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকি। পুরুষরা যখন অফিসে বসে ফ্যানের বাতাস খায়, মেয়েরা তখন চুলার সামনে আগুনের তাপে অবস্থান করে। পর্দানশীন মহিলাগণ বেশী বেশী সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার যিকির করবেন। ফলে বাচ্চাদের ওপর এর প্রভাব পড়বে এবং তাদের অন্তর যিকিরের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যাবে।

২৬৪. ইরশাদ করেনঃ

স্বেচ্ছায় বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে দশ মিনিট করে হলেও দ্বীনের কথা শুনানো উচিত। এর দ্বারা অনেক উপকার হয়। আলিমদের জন্য ওয়াযের দাওয়াতের অপেক্ষায় বসে থাকা উচিত নয়। এভাবে একের পর এক দ্বীনের প্রচার অব্যাহত রাখলে অনেক বরকত হয়। নিষিদ্ধ বিষয়াদির মধ্যে কু-ধারণা, কুদৃষ্টি ও গীবত থেকে বেঁচে থাকার বিষয়গুলো ভালো ভাবে বয়ান করা এবং আদিষ্ট বিষয়াদির মধ্যে নামাযের পাবন্দী, ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ শরঈ পর্দা ও সহীহ-শুদ্ধ করে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে অভ্যস্ত হওয়ার বিষয়গুলো বার বার বর্ণনা করা। আর মেয়েদের পোশাক ও যবানের হিফাযতের বিষয়টি খাস ভাবে বয়ান করা।

২৬৫. ইরশাদ করেনঃ

দুটি কারণে মানুষ চেহারা সুরতে অন্যের অনুকরণ করে। এক, মুহাব্বত। দুই, শ্রেষ্ঠত্ব। সুতরাং কারো চেহারা-সুরত ছুর সালাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা-সুরতের (শরঈ দাড়ি ইত্যাদি) মত না বানানোর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তার অন্তরে বিজাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মুহাব্বতে ভরে গেছে।

২৬৬. ইরশাদ করেনঃ

যাদের উযু নামায খাওয়া-দাওয়ার সুন্নাত-ই জানা নেই, তাদের সামনে মারিফাত আর সুফু দর্শনের কথা বলে কি লাভ হবে। তাদেরকে তো আগে দ্বীনের জরুরী বিষয়াদি শেখানো দরকার।

২৬৭. ইরশাদ করেনঃ

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে এ মাসআলা পরিস্কার ভাবে উল্লেখ আছে যে, ‘এক কামরায কেউ যিকির করছে, আর অন্য কামরায ওয়ায হচ্ছে, এমতাবস্থায় যিকির বন্ধ করে ওয়াযে শরীক হতে হবে। অনেকেই দ্বীনী আলোচনার সময় যিকিরে মশগুল থাকে। অথচ শবণের হক হচ্ছে- কানে শুনা এবং অন্তরকে নিবিষ্ট রাখা। হযরত আকদাস হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. এর কাছে পরিপূর্ণ যিকিরের তরীকা জানতে চাওয়া হলে- তিনি জবাবে জানান যে, ‘মুখে যিকির কর এবং অন্তরকে নিবিষ্ট রাখা।’

২৬৮. ইরশাদ করেনঃ

আল্লাহ ওয়ালাগণ কোন কথা না বলে যদি একেবারে নীরবও থাকেন, তবু লাভ আছে। যেমন, গোলাপ, রজনীগন্ধা নীরব থাকলেও আশপাশের সবাই সুগন্ধি অনুভব করে। অনুরূপ অতরও নীরব থাকে; কিন্তু সুগন্ধি ছড়ানো অব্যাহত রাখে এবং টিউব লাইটও শব্দ না করেই আলো দেয়। সূর্য- সেও শব্দ ব্যতিরেকেই সারা দুনিয়া আলোকিত করে। এরকম আল্লাহ ওয়ালাদের নূরও সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করে। কারণ, লাইট আর সূর্যের চেয়ে তাঁরাও কম নয়। উত্তম ও সওয়াবের কাজ যেরকম প্রয়োজনীয়, তেমনি তার স্থায়িত্বও জরুরী। যবানের হিফায়ত না করার কারণে গীবত ও আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়ার ফলে ওই স্ত্রীলোকের কি অবস্থা হয়েছিল, যে নামায-রোযাসহ অনেক ইবাদত করা সত্ত্বেও জাহান্নামে গেল। সুতরাং, ‘সওয়াব ধ্বংসকারী বিষয়াদী থেকে বাঁচা-ও জরুরী।’ অর্থাৎ গুনাহ (বিশেষ করে হুকুকুল ইবাদ নষ্ট করার গুনাহ) থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা।

২৬৯. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব সাহরানপুরী রহ. এরকম জায়গায় ইমামতী করেছিলেন, যে জায়গার লোক নামাযের জন্যে পাগড়িকে জরুরী মনে করত। কিন্তু তিনি সেখানে পাগড়ি ছাড়া নামায পড়ান, যাতে সাধারণ মানুষ এ মাসআলা জ্ঞাত হয় যে পাগড়ি ছাড়াও নামায হয়ে যায়।

২৭০. ইরশাদ করেনঃ

ফিকহের জ্ঞান ছাড়া হাদীস বুঝতে চাইলে ভুল হয়ে যায়। যেমন, এক মুহাদ্দিস সাহেব যখন হাদীসে من استجمر فاليوتر দেখল, তখন সে অভিধান দেখে এ

হাদীসের এই অর্থ বুঝলো যে, যখন ইস্তিঞ্জা করবে, তখন ‘বিতর’ পড়বে। সুতরাং ইস্তিঞ্জা করে সে ‘বিতর’ পড়তে শুরু করলো। এ অবস্থা দেখে জনৈক ফকীহ বললো- না ভাই! হাদীসের অর্থ এরকম নয়; বরং হাদীসের অর্থ হচ্ছে- যখন ইস্তিঞ্জা করবে, তখন বিতর তথা (বেজোড় সংখ্যা) টিলা ব্যবহার করবে’।

২৭১. ইরশাদ করেনঃ

হুকুম হচ্ছে অন্যকে উত্তম জানা এবং তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা না রাখা। কিন্তু হচ্ছে এর বিপরীত, অর্থাৎ নিজেকে উত্তম ভাবা আর অন্যকে খারাপ মনে করা।

২৭২. ইরশাদ করেনঃ

বর্তমানে যার আওয়ায ভাল; কিন্তু কুরআন মজীদ পড়া সহীহ নয়, তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় তার ওপর যার কুরআন মজীদ পড়া সহীহ -শুধু আওয়ায ভালো নয়। অথচ হওয়া উচিত এর বিপরীত।

২৭৩. ইরশাদ করেনঃ

নামাযে খুশু’ অর্জনের অর্থ হল, অন্তরে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব হাযির রেখে আল্লাহ তা‘আলার সামনে নত হওয়া। শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নত হবে; আর অন্তর নত হবে না- এটাকে নত হওয়া বলেনা যেমন কোন এস, পি থানা পরিদর্শনে গিয়ে সকলের উপস্থিতি সত্ত্বেও- ও, সি এর অনুপস্থিতি দেখে খুশি হতে পারে না।

২৭৪. ইরশাদ করেনঃ

প্রত্যেক ফিতনার উৎপত্তির ব্যাপারে গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এর সঙ্গে কোন ভালো মানুষ জড়িত নয়। মানুষ যখন বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং কোন মুরব্বী বা অভিভাবক না থাকে, তখনই পথভ্রষ্ট হয়ে জান ও মালের ফিতনায় জড়িয়ে পড়ে।

২৭৫. ইরশাদ করেনঃ

এক ব্যক্তি এ মর্মে অভিযোগ করলো যে, ‘হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর কাছে ইসলামের জন্যে আসা লোকদেরকে সাধারণ এক কাপ চা দিয়েও আপ্যায়িত করা হয় না।’ আমি বললাম -এতে আশ্চর্যের কি আছে? আপনি যখন বিচারক, উকিল ও ডাক্তারের কাছে যান, তখন কি তারা আপনাকে চা দিয়ে আপ্যায়িত করে, না উল্টা আরো ফিস দিতে হয়? সুতরাং কোন দ্বীনের খাদিম যদি চা পানের ব্যবস্থা করে, তাহলে এটা হবে তার অনুগ্রহ। কারণ ডাক্তাররা ফিস এবং থাকার জায়গার ভাড়া উভয়ই আদায় করে নেয়।

২৭৬. ইরশাদ করেনঃ

নেককারদের পোশাক-পরিচ্ছদে মুহাব্বত বিরাজিত। যেমন , ডাক পিয়নের পোষাকে মুহাব্বত আছে; কিন্তু পুলিশের পোষাকে তেমনটি নেই। আমি যখন প্যারিস গেলাম তখন সেখানকার পুলিশ অফিসার সকলকে চেক করলো আর আমি মাদরাসা ছাত্রের পোশাক পরিহিত থাকায়- আমাকে চেক না করে বরং আদরের সঙ্গে বলল, আপনি চলে যান।

২৭৭. ইরশাদ করেনঃ

ধর্মীয় শিক্ষকদের পোশাক-পরিচ্ছদ অবশ্যই নেককারদের পোশাক-পরিচ্ছদের মতো হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমনটি পরিলক্ষিত হয় পুলিশ ও পুলিশ অফিসারদের মধ্যে। আমাদের এক মাস্টার সাহেব যিনি আলিম নন, তবে নেককারদের পোশাক-পরিচ্ছদে এরকম এক আলিমের সঙ্গে সফর করছিলেন, যার পোশাক-পরিচ্ছদ নেককারদের পোশাক-পরিচ্ছদের মতো ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষ মাস্টার সাহেবের সঙ্গে মুসাফাহা করতে শুরু করে। কারণ, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল নেককারদের মতো। আর নেককারদের পোশাক-পরিচ্ছদ না থাকায় আলিম সাহেবকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসাই করছিল না। যেমন, পোশাক পরিহিত পুলিশ আর পোশাকহীন এস, পি একত্রে ঘোরাফেরা করলে পুলিশকেই মানুষ বেশী মূল্য দেয়।

২৭৮. ইরশাদ করেনঃ

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও আওলিয়ায়ে কিরামের সঙ্গে মুসাফাহার সময় হাত ধোয়ার লুকুম দেয়া হয়নি। কিন্তু খানার সম্মানে খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়াকে সুন্নাত বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় রিযিকের কতো সম্মান। আর হাত ধুয়ে খানা খেতে বসে খানায় হাত লাগানোর আগে রুমাল, তোয়ালে বা অন্যকিছুতেই হাত না মুছা। খাওয়ার সময় দস্তরখানায় পতিত খাদ্যাংশ উঠিয়ে খেয়ে ফেলা। অথবা পিঁপড়ার গর্তের সামনে রেখে দেয়া। খাওয়ার পর খাদ্য গ্রহণে ব্যবহৃত আঙ্গুল সমূহ চেটে খাওয়া এবং খাওয়ার প্লেট বা পেয়ালা ভালো ভাবে পরিষ্কার করে খাওয়া। কারণ, জানাতো নেই খাদ্যের কোন অংশে বরকত বিদ্যমান। মানুষ যখন রিযিকের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়, তখন এই বলে কেঁদে বেড়ায় যে, ‘আমার রুযীতে বরকত নেই, তাবিজ দেন।’

২৭৯. ইরশাদ করেনঃ

যে সমাবেশে আলোকসজ্জা বা তোরণ করা হয়, আমাদের মুরব্বীগণ তাকে প্রদর্শনী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অতএব তাতে শরীক না হওয়া উচিত। সাধারণ সজ্জা যেমন, ওপরের শামিয়ানা, প্রয়োজনীয় বাতি ও বসার সুবিধার্থে বিছানার ব্যবস্থা করার

অনুমতি আছে; কিন্তু প্রদর্শনী হারাম। অনুরূপভাবে সমাবেশে অতিরিক্ত বাব্ব (যেরকম দেওয়ালী উৎসবে করা হয়) ব্যবহার নিষেধ।

২৮০. ইরশাদ করেনঃ

মুনকারাত ও বিদ‘আতের ব্যাপারে অনেকেই বলেন যে, ‘বাপ দাদার আমল থেকে আমরা এরকমই দেখে আসছি,’ কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে- ‘সাত পুরুষের আমল থেকে বাপ-দাদারা যদি চা-এর সঙ্গে মাছি পান করে আসতে থাকেন তাহলে আপনিও কি তাদের মতো চা-এর সঙ্গে মাছি পান করবেন? তাহলে রুচি বিরুদ্ধ বিষয়ে যে ব্যবস্থা নিলেন শর‘ঈ মাকরুহাত ও মুনাকারাতের ব্যাপারে তার চেয়ে অধিক সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া উচিত নয় কি?

২৮১. ইরশাদ করেনঃ

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু তাই বলে কি মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি ঘটে? অনুরূপ শাইখের সংগেও মুরীদের বিশেষ সম্পর্ক থাকে; কিন্তু তাই বলে কি অন্যান্য বুয়ুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে কিরামকে সম্মান দান ও তাদের খিদমতে হাযির হওয়া এবং দু‘আ চাওয়া বা তাদের মেহমানদারী করার অধিকার রহিত হয়ে যায়? এ রকম পিতার ভাই চাচা যদিও পিতার মত নন; কিন্তু তাই বলে কি পিতার হক ভাই-এর হক অর্থাৎ চাচার শ্রদ্ধা ও সম্মানের পরিসমাপ্তি ঘটে? অর্থাৎ স্বীয় মুর্শিদ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক রাখা যাবে না ঠিকই; কিন্তু এ কারণে অন্যান্য বুয়ুর্গানে দ্বীনকে মুহাব্বত ও সম্মান না করা কোন দ্বীনদারীর কাজ নয়। এ রকম অনেক শক্ত-মূর্খ, বোকা ও হিংসুক আম পেয়েছি যে, যারা আমার ওয়াযে শরীক হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর জিজ্ঞাসা করছিল যে, শরীক হবে কি হবে না। যদিও তারা একই সিলসিলার লোক ছিল। অনেকে এর ভুল অর্থ বুঝে। অর্থাৎ শাইখ ছাড়া অন্য কোন বুয়ুর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করে না। এটা বোকামী এবং আমাদের মুরব্বীদের আমলও নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। আমাদের মুরব্বীগণ নিজের শাইখ ছাড়াও অন্যান্য বুয়ুর্গানে দ্বীনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। যেমন খাজা আযীযুল হাসান সাহেব মাজযুব রহ. থানা ভবন থেকে ফেরার পথে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহরানপুরী রহ. এর খিদমতে হাযির হতেন।

২৮২. ইরশাদ করেনঃ

আজকাল পীর মাশায়িখ ও বুয়ুর্গদেরকে বরকতের জন্যে নিজ নিজ ঘরে নেয়া হয় এবং তাদের পেটে কিছু দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়। চাই তাদের পেটে ক্ষুধা থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু এসব বুয়ুর্গের সীনায় রক্ষিত রুহানী খাদ্য নিজের পেটে ভরার জন্যে তাদের কাছে যাওয়া হয় না। যদিও তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে নিজের অন্তরে ভরা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী ছিল। কিন্তু আমাদের লাভবান হওয়ার কোন ফিকির নেই।

যেহেতু এক মাসআলা শেখার ফযীলত একশত রাকাআত নফলের চেয়ে বেশী তাই আমি এ রকম লোকজনের দাওয়াতই কবুল করি না, যারা কমপক্ষে দশ মিনিটের ওয়াযের ব্যবস্থা করতে পারবে না। আর যদি বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন হয় এবং প্রত্যেক জায়গায় চা-এর ব্যবস্থা থাকে, তাহলে প্রত্যেক জায়গায় দশ মিনিট করে হলেও ওয়াযের ব্যবস্থা করা উচিত।

২৮৩. ইরশাদ করেনঃ

সশব্দে দু‘আ শুধু তা‘লীমের জন্যে জাযিয়। কিন্তু যখন তা‘লীম শেষ হয়ে যাবে, তখন মাকরুহ। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে এর ব্যাখ্যা বিদ্যমান।

২৮৪. ইরশাদ করেনঃ

অনেক সময় উত্তম থেকে উপকার পাওয়া যায় না। অথচ অধম দ্বারা উপকার সাধিত হয়। যেমন, অনেকেই সরাসরি কূপের চেয়ে কলসের পানি পান করাকে অধিক লাভজনক মনে করে। যদিও কলসের চেয়ে কূপ উত্তম। অনেক সময় রুটি গরম করার জন্যে আগুনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি রুটি তাওয়ায় না দিয়ে সরাসরি আগুনে দেওয়া হয়, তাহলে রুটি জ্বলে যাবে। সুতরাং তাওয়ার গরম যদিও আগুনের গরমের চেয়ে কম শক্তি সম্পন্ন ও অধম; কিন্তু উপকারিতা এই কম শক্তি সম্পন্ন ও অধমের মধ্যে। অতএব বড় বড় পীর মাশায়েখদের কাছ থেকে ফায়দা অর্জন কঠিন হয়ে পড়লে, তাদের খাদিমদের কাছ থেকে ফায়দা অর্জনে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়।

২৮৫. ইরশাদ করেনঃ

জুম‘আর খুৎবার সময় লাঠি ব্যবহার করা সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা। অতএব কখনও ব্যবহার করা আর কখনো পরিত্যাগ করা। যাতে অনাবশ্যককে আবশ্যক না ভাবা হয়।

২৮৬. ইরশাদ করেনঃ

ঈসালে সাওয়াবের জন্যে মানুষ মানি অর্ডার করে। সেই মানি অর্ডার আমরা ফেরত পাঠাই। কারণ, দু‘আ আর ঈসালে সাওয়াবের মাঝে কোন পার্থক্য নাই। এবং দু‘আর বিনিময় গ্রহণ যেমন জাযিয় নেই, তেমনি ঈসালে সাওয়াবের বিনিময়ও জাযিয় নেই। আর মানি অর্ডার ফেরত পাঠানোর সময় রশিদের ওপর লিখে দেয়া হয় যে, ঈসালে সাওয়াব করে দেয়া হয়েছে; কিন্তু এখানে বিনিময় গ্রহণ করা হয় না।

২৮৭. ইরশাদ করেনঃ

কবিতা পাঠ আর কৌতুকের পরিমাণ যদি কম হয় এবং সুন্নাত পরিপন্থী না হয়ে উদাহরণ ও ব্যাখ্যামূলক হয়, তাহলে আমলের জন্যে তা উপকারী। যেমন চাটনি ও

লবণ। চাটনি বেশী খেলে আমাশয় হয়, আর লবণ বেশী হলে খানা স্বাদহীন হয়ে পড়ে।

২৮৮. ইরশাদ করেনঃ

এক বড় আলিম ও মুহাদ্দিস বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে গিয়ে রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করে বসে। অতঃপর তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন-আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি রুকনে ইয়ামানীকে হাজরে আসওয়াদ মনে করেছিলাম (ভীরের কারণে খেয়াল করতে পারিনি)। এত প্রমাণিত হয় যে, মুরব্বীদের অবহিত করলে তাদের মনোযোগ ফিরে আসে। এজন্যেই আরয করছি যে, আমল কর কিতাব দেখে আর কিতাব বুঝ অভিজ্ঞদের কাছে। আর মুরব্বীদের আমলকে দলীল হিসেবে গ্রহণ কর না। কেননা, অনেক সময় মানবীয় উপাদানের কারণে তাদেরও ভুল-ত্রুটি হতে পারে। অথবা মানবীয় দুর্বলতাও অন্তরায় হতে পারে। কিংবা কোন ব্যস্ততার কারণে কেবল একদিকে মনযোগী হওয়ায় অন্যদিক থেকে মনোযোগ চলে যেতে পারে।

২৮৯. ইরশাদ করেনঃ

আজ-কাল ওয়াজ ও দাওয়াত দুটিই একত্রে চলছে। প্রচলিত এ নিয়ম ভাঙ্গা দরকার। এতে নিম্নোক্ত ক্ষতি সমূহ বিদ্যমান।

(১) আহলে খানা অর্থাৎ যে, পরিবারের ওপর খানা খাওয়ানোর দায়িত্ব থাকে, তারা খানা ও চা পরিবেশনের ব্যস্ততায় ওয়ায শুনতে পারে না। আর শুনলেও তাদের অন্তর আগত লোকজনের সংখ্যা ও নিজের খানার পরিমাণের মধ্যে সমতা বিধান এবং তা বন্টনে ব্যস্ত থাকে।

(২) যারা গরীব তারা ওয়াযের ব্যবস্থা করার সাহস পাবে না। কেননা, প্রচলিত এ দাওয়াত খাওয়ানোর নিয়মের কারণে তার চিন্তা করবে যে, ওয়াযের ব্যস্ত করতে গেলে অনেক টাকার দারকার। এত টাকা পাবো কোথায়? আর যদিও ঋণ করে দাওয়াতের ব্যবস্থা করে, তাহলে তো এটা আরো বেশী মুসীবতের কারণে হলো।

(৩) এতে উলামায়ে কিরামের অসম্মানীও ঘটে। সাধারণ মানুষ মনে করতে বাধ্য হয় যে, মৌলভী খানার ব্যবস্থা না থাকলে কোথাও যায় না। অন্যেরা যে যাই করুক বদনাম হবে কেবল বেচারী মৌলভীদের।

২৯০. ইরশাদ করেনঃ

মাদরাসার ছাত্রদের প্রতি আমার অনুরোধ নিম্নরূপ :

(১) সম্মানিত ছাত্রবৃন্দ একজন অন্যজনকে দাওয়াত করবে না। এতে লেখা-পড়ার ক্ষতি ছাড়াও অসম্মানী বিদ্যমান। অভিজ্ঞতা সাক্ষী, দাওয়াতের প্রভাবে অনেক সময় ছাত্রদেরকে নিজের কিতাব (বাহরুর রায়িক) পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। এমনকি নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত দোকানদারের কাছে বন্ধক রাখতে হয়।

(২) সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের শাসন ও ধমককে নিঃআমত মনে করবে। প্রসিদ্ধ আছে-
'শিক্ষকের শাসন পিতার শাসনের চেয়ে উত্তম।'

(৩) বা-উযু থাকার চেষ্টা করা। বিশেষ করে লেখা-পড়ার সময় বা-উযু থাকা। আল্লামা ইমাম সুরুখসী রহ. এক রাতে ১৭ বার উযু করেছিলেন। কেননা দাস্ত হওয়ার কারণে বার বার তার উযু চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু উযু ছাড়া অধ্যয়ন তাঁর কাছে মনপুতঃ হচ্ছিল না।

(৪) অধ্যয়নকে নিজের জন্যে অবশ্য কর্তব্য মনে করবে। অধ্যয়নের বিষয়বস্তু বুঝে না আসলেও বিচলিত হবে না। অন্তত এতটুকু লাভ তো হবে যে, সবকের কতটুকু বুঝে আসল আর কতটুকু বুঝে আসল না, তা জানা হয়ে যাবে। অতঃপর উস্তাদের সবক পড়ার সময় বুঝে না আসা অংশও বুঝে এসে যাবে। অধ্যয়নের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা অনেক বরকত রেখেছেন।

(৫) উস্তাদের খুব সম্মান করবে। উস্তাদের মনে আঘাত দানকারী ছাত্রের সবক বুঝে আসবে না। জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর থেকে বরকত উঠে যাবে।

(৬) নিজের কামরার সামনে বা মাদরাসার আঙ্গিনায় কাগজের টুকরা পড়ে থাকলে তা উঠিয়ে নেবে। কাগজ জ্ঞানের বাহন, তাই এর সম্মান করা জরুরী। এছাড়া পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাও দ্বীনের অঙ্গ।

(৭) খাট-চকি, কাপড়-চোপড়, বিছানা-পত্র ও হাড়ি-পাতিল গুছিয়ে রাখবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন **وَقَدْرٌ فِي لِسْرَدٍ** অর্থাৎ-‘কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর’। সুতরাং ‘প্রত্যেক জিনিসেরই শোভা ও সৌন্দর্য প্রয়োজন।’

(৮) তাকবীরে উলা সহ নামায আদায়ের চেষ্টা করা উচিত। এক বড় ব্যবসায়ী আযান শুনে মাল ওজনের জন্যে উঠানো হাতের পাল্লা তৎক্ষণাৎ রেখে দেয় এবং গ্রাহককে নামাযের পরে আসতে বলে। অতঃপর সে মসজিদে যায়। আর তখন পাশের দোকানে বসে এক মৌলভী সাহেব জামা‘আতে না গিয়ে পত্রিকা পড়ছিল। ফলে ওই দোকানদারের অন্তরে তার প্রতি খারাপ ধারণা জন্মে। অথচ সে নিজেও জামা‘আতে যায়নি। কিন্তু তার কথা হচ্ছে, ‘আমরা তো মূর্খ, আর সে তো আলেম।’ সুতরাং, দেখা যায় কিছু কাজ এরকম আছে, যার দ্বারা সাধারণ মানুষের অন্তরে উলামা ও ছাত্রদের প্রতি খুব দ্রুত খারাপ ধারণা জন্মে।

(৯) হিপপিদের মতো চুল রাখবে না।

(১০) টাখনুর নীচে পায়জামা বা লুঙ্গী পরবে না।

(১১) সম্মানিত ছাত্রদের আসল নাম ছিল **طَلَبُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ** অর্থাৎ ‘ইলম অর্জনকারী ও আমলকারী।’ অতঃপর সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে শুধু **طَلَبُ الْعِلْمِ** ‘ইলম অর্জনকারী’ রাখা হয়েছে। মূলতঃ জ্ঞান বা ইলমের মাকসুদই হচ্ছে-আমল।

(১২) আযান শুনা মাত্রই মসজিদে যাবে এবং ই‘তিকাহের নিয়ত করে দরুদ শরীফ পড়তে থাকবে। কোন অবস্থাতেই মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে না।

(১৩) মাসনুন দু‘আ সমূহ মুখস্থ করে যথাস্থানে সেগুলো পড়ার অভ্যাস করবে।

২৯১. ইরশাদ করেনঃ

আর মাদরাসার সম্মানিত আসাতিজায়ে কিরামের (শিক্ষকবৃন্দের) প্রতি আমার অনুরোধ নিম্নরূপ :

(১) কা'য়িদা পড়ানোর সময় অক্ষরের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। যেসব নতুন ছাত্র অন্য জায়গা থেকে ভুল পড়ে এসেছে তাদেরকে প্রথমে ع (আইন) ও ه (হামযাহ)-এর পার্থক্য বুঝিয়ে দেবেন। তারপর বুঝাবেন ছোট ه (হা) ও বড় ح (হা) এর পার্থক্য। অতঃপর ছোট ا (কাফ) এবং বড় ق (কাফ)-এর পার্থক্য বুঝাবেন। এভাবে ص (সাদ) ও ش (শীন), ذ (যাল) ও ز (যা) এবং ظ (যওয়া) ও ض (যাদ)-এর পার্থক্য বুঝিয়ে দেবেন। এবং খুব ভালোভাবে মশ্ক করিয়ে দেবেন।

(২) কা'য়িদার প্রতিটি অধ্যায়ের আলাদা আলাদা পরীক্ষা নেবেন। আর পরীক্ষাগুলো কা'য়িদার উস্তাদ নিজে না নিয়ে অন্যদের দ্বারা নেয়াবেন। কোন অধ্যায়ে একশতভাগ পরিপক্ব না হওয়া পর্যন্ত আগে বাড়তে দেবেন না। এভাবে প্রতিটি অধ্যায়ের পরীক্ষা নেয়ার সময় যেসব ভুল-ত্রুটি হবে, সেগুলো লিপিবদ্ধ করে ছাত্রদের হাতে দেবেন, যাতে তারা নিজ নিজ উস্তাদের কাছে নিয়ে যেতে পারে। এবং উস্তাদগণ ও সেগুলো সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

(৩) অতঃপর الله (আল্লাহ) শব্দের মশ্ক করাবেন, কোথায় পাতলা হবে আর কোথায় মোটা হবে। এভাবে প্রতিটি নিয়ম-কানুনের মশ্ক করিয়ে দেবেন।

(৪) যে সকল ছাত্র হিফযের জন্যে এসেছে, তাদের আমুখ্তাকে আবশ্যক করে দেবেন।

(৫) হিফজ সম্পন্ন করার পর নিজের তত্ত্বাবধানে মাদরাসায় একবার শুনে, তারপর অন্য জায়গায় শুনানোর অনুমতি দেবেন।

(৬) উস্তাদ নিয়োগের সময় গোপনে তার আদায়ে আলফায় কাওয়ামিদের ও (বিশুদ্ধ তিলাওয়াত) পরীক্ষা নেবেন।

(৭) ভর্তির সময় জেনে নেবেন সাইয়্যিদ কি-না? কারণ যাকাতের মাল সাইয়্যিদের পেছনে খরচ করা যাবে না।

(৮) বেতন-ভাতা প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া দরকার। কুরআনের উস্তাদের বেতন-ভাতা নাহ্ সরফের উস্তাদের বেতন-ভাতার চেয়ে কম না হওয়া উচিত। নাহ্ সরফ মকসূদের মাধ্যম। আর কুরআন পাক মাকসূদ।

(৯) কোন ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে তার বৃত্তি বাড়িয়ে দেবেন এবং সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন, যেরকম নিজের সন্তানের জন্যে করে থাকেন। আর তার রোগ মুক্তির জন্যে দু'আ করতে থাকুন এবং তার মিয়াজ বুঝে চলতে থাকুন।

(১০) তোলাবায়ে কিরামকে (সম্মানিত ছাত্রবৃন্দ) আল্লাহর পথের মুজাহিদ ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান মনে করে তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করুন। উযীরের সন্তান, পীরের সন্তান, ফকীরের সন্তান সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখুন।

- (১১) শাসনের প্রয়োজন হলে অন্তরে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখুন- অবজ্ঞা নয়।
- (১২) চেষ্টা করবেন যাতে সবাই সফলকাম হয়, কেউ যেন ফেল না করে।
- (১৩) পরিদর্শনের উদ্দেশ্য শুধু দেখা-শুনা না হয়ে বরং ইসলাম হওয়া উচিত।
- (১৪) পরিদর্শনের সময় মাদ্রাসার বাবুচাঁখানা ও প্রস্রাব- পায়খানার জায়গা পরিস্কার কি না দেখা উচিত। অনুরূপ খানার সময় যদি লাইনের প্রয়োজন হয়, তাহলে ছাত্রদেরকে এমনভাবে দাঁড় করানো উচিত, যাতে কেউ যেতে চাইলে দু'জনের মাঝের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে পারে। একেবারে গায়ে লেগে দাঁড়াতে না দেয়া এবং হৈ চৈ করা থেকে বিরত রাখা।
- (১৫) মুহতামিম সাহেবের সফর বা অন্য যে কোন প্রয়োজনের সময় নায়িবে মুহতামিম মাদরাসা পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। এবং আগত মেহমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও জরুরী কথা-বার্তারও জবাব দেবেন।
- (১৬) ঘর তৈরীকে প্রাধান্য দিন। প্লাস্টারের চিন্তা করবেন না শোভা ও সৌন্দর্যকে দুই নম্বরে রেখে, উত্তম লেখা-পড়াকে এক নম্বরে স্থান দিন। এতে যদি ঘরের দরজা লাগাতে বিলম্বও হয়, হোক।
- (১৭) মসজিদের ভিতরে লাউড স্পীকারের দ্বারা আযান দিবেন না। এটা বাইরের কোন কামরায় রাখুন এবং লাউড স্পীকার দ্বারা নামায আদায় করবেন না। যদিও নামায আদায় হয়ে যায় কিন্তু ফি নাফসিহী এর ব্যবহার ঠিক না। তাবলীগী ইজতিমা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। এসব ইজতিমার অনেকগুলোতে লক্ষ লক্ষ লোক হয়, কিন্তু আযান ও নামাযে লাউড স্পীকার ব্যবহার করা হয় না।
- (১৮) মসজিদে রং ব্যবহারের ব্যাপারেও সতর্ক থাকুন। হাঁ যদি দুর্গন্ধমুক্ত রং যা স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায় অর্থাৎ 'প্লাষ্টিক পেইন্ট' ব্যবহারে ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, রং লাগানোর জন্যে যে ব্রাশ ব্যবহার করা হবে, সেটা যেন শূকরের পশমের তৈরী না হয়। কেননা, যতো ভালো ব্রাশ আছে, সবই শূকরের পশম দ্বারা তৈরী। এজন্যে রং করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কারণ এটা এমন জরুরী কিছু নয় যে, করতেই হবে।
- (১৯) মসজিদের মিসরে কোন কিছু না বিছিয়ে তার উপর কুরআন শরীফ রাখবেন না।
- (২০) মসজিদের ভিতরে বিনিময় নিয়ে পড়ানো জায়িয নেই। এজন্যে মাদরাসার ঘরের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। চাই তা শুধু চাটাইয়ের তৈরী হোক।

২৯২. ইরশাদ করেনঃ

হযরত থানভী রহ. এর ভাগনে মাওলানা সাঈদ আহমদ সাহেব যখন ১২ বছর বয়সে পৌঁছেন, তখন হযরত থানভী রহ. বলেন- সাঈদ আহমদ! তুমি ১২ বছরে পদার্পন করেছ। এখন বলো মামী মাহরাম না গায়রে মাহরাম? অতএব তখন থেকেই তিনি পর্দা করা শুরু করেন। অথচ মাওলানা সাঈদ আহমদ সাহেবের বয়স যখন আড়াই বছর, তখন তার মাতা ইন্তিকাল করেন। তারপর থেকে তিনি মামানীর আদর সোহাগেই লালিত পালিত হয়ে আসছিলেন।

২৯৩. ইরশাদ করেনঃ

ডাক্তার শাহজাদাকে ইনজেকশন দেওয়ার সময় নিজেকে শাহজাদার চেয়ে উত্তম মনে করে না। এরকম দ্বীনের কথা বর্ণনাকারী জন্যে নিজেকে শ্রোতাদের চেয়ে উত্তম মনে করা উচিত নয়। কোন বিষয়ে বুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্যে নিজেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ভাবা জায়িয়; কিন্তু উত্তম ভাবা হারাম। কেননা, ফযীলতের কারণে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলার হাতে। যা দুনিয়ায় জানা সম্ভব নয়। অন্তরে প্রত্যেক মু‘মিনের শ্রেষ্ঠত্ব থাকা দরকার। কোন গুনাহগার মুসলমানকে ঘৃণা করা কোন আলিম বা শাইখে কামেলের জন্যেও জায়িয় নেই। পিতার শরীরে-ছোট বাচ্চা প্রস্রাব করে দিলে, তাতে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে; কিন্তু পিতার শ্রেষ্ঠত্বের কোন কমতি হবে না। হযরত থানভী রহ. বলতেন যে, আমি যখন কাউকে শাসন করি, তখন নিজের চেয়ে তাকে উত্তম মনে করি। অনুরূপ আমিও আপনাদের ও আপনাদের মা-বোনদেরকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করে আল্লাহ তা‘আলার হুকুম শুনাচ্ছি।

২৯৪. ইরশাদ করেনঃ

হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হকের মাসআলা বড় নাযুক। হযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অভ্যাস ছিল, কারো ইস্তিকাল হয়ে গেলে তার যিম্মায় যদি ঋণ থাকত, তাহলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে তবেই জানাযা পড়াতেন। আর ব্যবস্থা না হলে নিজে না পড়ে সাহাবাদেরকে পড়ে নিতে বলতেন। জানাযার নামাযে যেহেতু বিলম্ব করা জায়িয় নেই তাই নিজে না পড়লে অন্যদেরকে পড়ে নিতে বলতেন।

২৯৫. ইরশাদ করেনঃ

আমি মুসাফির, আপনাদের এখানে ইমামতির পূর্বে দু’চার মিনিট দ্বীনী কথা-বার্তা চলুক যাতে কেউ অভিযোগের সুযোগ না পায় যে, মুসাফির ইমাম দ্বারা নামায পড়ানোর কারণে আমার জামা‘আত চলে গেছে। যেহেতু মুসাফির চার রাকা‘আত ফরযের স্হলে দু রাকা‘আত পড়ে থাকে, এতে নামায নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শেষ হওয়া স্বাভাবিক, তখন তৃতীয় বা চতুর্থ রাকা‘আতে শরীক মুসল্লীগণ এক রাকা‘আতও পাবেন না। এ জন্য হযরত ওয়ালা এ ব্যবস্থা করলেন।-সংকলক।

২৯৬. ইরশাদ করেনঃ

বুয়ুর্গদের রোগ ব্যাধি সাধারণ মানুষের আকীদা সংশোধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আকীদা গোলমেলে হয়না। রোগ-ব্যাধি দ্বারা তাদের অসহায়ত্ব ও দাসত্বের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন আর তাদের ব্যাপারে খোদার সমকক্ষ কিছু হওয়ার অমূলক ধারণা করার কোন সুযোগ থাকে না।

২৯৭. ইরশাদ করেনঃ

হযরত থানভী রহ. বলতেন, দ্বীনি মাদরাসা গুলোতে ইংরেজী দাখিল করার ফলে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এতে দুনিয়া প্রাধান্য পাচ্ছে, কিন্তু দ্বীনের খাদিম তৈরী হচ্ছে খুবই কম। (যেমন বর্তমানে সরকারী মাদরাসাগুলিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।- সংকলক)

২৯৮. ইরশাদ করেনঃ

বিদ‘আতের পাঁচা পানি বের করার সহজ তরীকা হচ্ছে- বেশী বেশী সুন্নাতের প্রচার করা। যখন সুন্নাতের স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত হতে থাকবে, তখন বিদ‘আতের পাঁচা পানি আপনা-আপনিই শেষ হয়ে যাবে।

২৯৯. ইরশাদ করেনঃ

(ক) কালেক্টরকে অসম্ভষ্ট রেখে কেউ তহসীলদারকে সম্ভষ্ট করে না। কিন্তু আমাদের অবস্থা হল, আমরা মানুষের সম্ভষ্টির জন্যে আল্লাহ তা‘আলাকে অসম্ভষ্ট করতে কুণ্ঠিত হইনা। অথবা ছোট কর্মকর্তাকে সম্ভষ্ট করতে গিয়ে বড় কর্মকর্তাকে অসম্ভষ্ট করার বিষয়টি সকলের কাছেই বোকামী।

(খ) মসজিদে হিফজে কুরআনের তা‘লীম বিনা উজরতে হলেও সংগত নয়। আর যদি উজরতসহ হয়, তাহলে তা মাকরুহ। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, অনেক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানও এ ব্যাপারে সতর্ক নয়। অথচ তাদের অনুসরণে সাধারণ মানুষও এরকম করতে শুরু করেছে।

(গ) চায়ের মধ্যে চিনি সামান্য কম হলেও মনোপুত হয় না। এ রকম খানার মধ্যেও লবণ সামান্য কম হলে মেনে নেয়া যায় না। কিন্তু দ্বীনের মধ্যে প্রতিটি কমতিকে মেনে নেয়া হয়। এটা খুবই চিন্তার বিষয়।

(ঘ) শিক্ষক যদি ধার্মিক হয়, তাহলে তার কাছে ইংরেজী পড়ুয়া ছাত্রও ধার্মিক হয়ে যাবে। আর যদি শিক্ষক অধার্মিক হয়, তাহলে তার কাছে কুরআন-হাদীস পড়ুয়া ছাত্রও অধার্মিক হিসেবেই গড়ে উঠবে।

৩০০. ইরশাদ করেনঃ

সাপ শরীরের যে কোন অংশেই দংশন করুক না কেন, মানুষ মরে যাবে। কারণ, দংশিত স্থান থেকে ক্রমান্বয়ে সমস্ত শরীরে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। গুনাহর বিষও এরকম, অর্থাৎ শরীরের যে অঙ্গ দ্বারা গুনাহ করা হবে, তার বিষও সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বে।

৩০১. ইরশাদ করেনঃ

হারানো বস্তু, জানোয়ার ও মানুষ ফিরে পাওয়ার জন্যে এ ওযীফা পরীক্ষিত। মুহতারাম ডাক্তার মুহাম্মাদ আবদুল হাই আরেফী রহ. আমাকে এ ওযীফার কথা বলেছেন।

ওযীফা: দুই রাকা‘আত হাজতের নামায পড়ে আগে পরে দরুদ শরীফসহ পাঁচবার সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পাঠ করা। অতঃপর ৫০০ বার **يا حي يا قيوم** (ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম) পড়ে দু‘আ করা।

৩০২. ইরশাদ করেনঃ

ওয়ায পরবতী মুসাফাহা যদি বিদায়ের জন্যে হয়, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি ওয়াযের মুসাফাহা হয়, তাহলে খিলাফে সুন্নাত। যে রকম নামাযের পরে মুসাফাহা করা সুন্নাতের খিলাফ। অতএব মুসাফাহাকারীদের জানিয়ে দিতে হবে যে, কোন মুসাফাহা সাক্ষাতের মুসাফাহা। আর কোন মুসাফাহা বিদায়ের মুসাফাহা। আর কোন মুসাফাহা এ দুটোর বাইরে নিষিদ্ধ মুসাফাহা।

৩০৩. ইরশাদ করেনঃ

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরিতে আছে, ওয়াযের সময় যদি কেউ তিলাওয়াত বা যিকিরে রত থাকে, তাহলে তার উচিত তিলাওয়াত ও যিকির বন্ধ করে ওয়াযে শরীক হওয়া।

৩০৪. ইরশাদ করেনঃ

হযরত খানভী রহ. বলতেন- কারো কাছ থেকে টাকা নেয়ার সময় এ নিয়তে গুণে নেবে যে, হয়তো সে বেশী দিয়েছে। কারণ কম দিয়েছে-এরকম ধারণা করা বদগুমানী।

৩০৫. ইরশাদ করেনঃ

আল্লামা আবদুল ওয়াহাব শা‘রানী রহ. লিখেছেন-যখন মানুষ যিকির ও আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্যে লিপ্ত হয়, তখন ধারণা করে যে, আমি শয়তানের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছি। অথচ এরকম মনে করা ভুল। কারণ যখন সে গাফিল, ফাসিক এবং সৎকাজ করা থেকে বিরত ছিল, তখন শয়তানের কি প্রয়োজন ছিল তার কাছে আসার। আসার সময় তো এখন। কেননা, এখন তার আমলের উন্নতি হচ্ছে। সম্পদ যখন বেশী হয়, তখনি তো চোর আসে। সম্পদ না থাকলে চোর আসবে কি করতে?

একদিন এক রাফিযী শিয়া এক সুন্নীকে বলে যে, এ পর্যন্ত নবুওয়াত দাবীর যত ফিতনার সৃষ্টি হয়েছে, তার সবগুলোই হয়েছে সুন্নীদের দ্বারা। এর জবাবে সে বলল,

শিয়াদেরকে তো শয়তান তার পথের শেষ প্রান্তে (জাহান্নামের কিনারায়) পৌঁছে দিয়েছে। এজন্যেই তাদের ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়ে এখন সুন্নীদের পেছনে লেগেছে, যাতে তাদেরকেও পথভ্রষ্ট করা যায়।

৩০৬. ইরশাদ করেনঃ

হযরত খানভী রহ. বলতেন, আমাদের কাছে গুনাহ এ রকম সুস্বাদু মনে হয়, যেরকম সুস্বাদু মনে হয় সাপে কাঁটা রোগীর কাছে নিমপাতা। কিন্তু যখন বিষের ক্রিয়া শেষ হয়ে যায়, তখন নিম পাতা ঠিকই তিক্ত অনুভূত হয়। এরকম দুনিয়ার মুহাব্বত ও আখিরাত বিমুখিতার বিষ প্রত্যেক গুনাহকে সুস্বাদু বানিয়ে দেয়।

৩০৭. ইরশাদ করেনঃ

মৃতকে গোসল না দেয়া পর্যন্ত তার কাছে কুরআন পাক তিলাওয়াত করবেন না। এবং তাড়াতাড়ি দাফনের ব্যবস্থা করবেন।

৩০৮. ইরশাদ করেনঃ

উচিত ছিল নিজের প্রতি খারাপ ধারণা আর অন্যের প্রতি উত্তম ধারণা রাখা। কিন্তু আমরা করছি এর বিপরীত। অর্থাৎ নিজের প্রতি রাখছি উত্তম ধারণা আর অন্যের প্রতি রাখছি খারাপ ধারণা।

৩০৯. ইরশাদ করেনঃ

প্রত্যেকে নিজের মূল্য নিজেই নির্ধারণ করা শুরু করেছে। এবং স্বভাবতই নিজের যোগ্যতার চেয়ে অধিক মূল্য নির্ধারণ করে। অতঃপর লোকেরা যখন তার নিজ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের বিপরীত আচরণ করে, তখন তাদের বিরুদ্ধে গীবত-শেকায়েতে লিপ্ত হয়।

৩১০. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মুফতী রশীদ আহমদ সাহেব রহ. কে এক চিঠিতে জানাই যে, আজ কাল উলামা হযরতগণও দ্বীনি বিষয়ে উদাসীন। আল্লাহ চাহতো আপনি এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেন। বিশেষ করে সম্মানিত ছাত্রদের ওপর দৃষ্টি দেবেন।

(১) আযানের জবাব না দেয়া।

(২) নিয়তের সময় হাতের তালু ও আঙ্গুল সমূহ কিবলামুখী না রাখা।

(৩) নাভীর নীচে হাত না বাধা

৩১১. ইরশাদ করেনঃ

অনেকে বলেন যে, মেয়েদের দেখলে আমাদের দৃষ্টি নত হয় না। জবাবে আমি বলি- আচ্ছা মেয়ের ভাই বা পিতার সামনে দৃষ্টির অবস্থা কি রকম হয়? তখন তারা বলে, সে সময় তো দৃষ্টি নত হয়ে যায়। তখন আমি বলি- ‘ভাই ও পিতার ভয়ে নত হবে আর আল্লাহ তা‘আলার ভয়ে নত হবে না। -এটা কেমন কথা?’ সুতরাং আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতে থেকে অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে হবে।

৩১২. ইরশাদ করেনঃ

শাইখের কাছে চিঠি লেখার আলস্যের প্রতিকার হচ্ছে- জরিমানা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি অলসতার কারণে চিঠি লেখা না হয়, তাহলে প্রতিদিনের জন্যে কিছু টাকা করে আর্থিক জরিমানা (দানের মাধ্যমে) আদায় করা খুবই লাভজনক। অনেকে ২০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায় করে থাকে। এবং এ টাকা শাইখের দ্বারা সাদকাহ করানো উচিত।

৩১৩. ইরশাদ করেনঃ

প্রয়োজন, আরাম ও ভূষণ এগুলো জায়য; কিন্তু প্রদর্শন হারাম। প্রদর্শনের অপকারিতা ও পরিণাম সেই কুস্তিগীরের অনুরূপ যে ভালো ভালো খাদ্যের সঙ্গে বিষও খেলে। ঠিক তদ্রূপ প্রদর্শন তথা অন্যকে দেখানোর খারাপ নিয়তের কারণেও অনেক শহীদ, আলিম ও দানশীলকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যেতে হবে।

৩১৪. ইরশাদ করেনঃ

চিকিৎসা দ্বারা উপকার হয়। আর যদি চিকিৎসা করা না হয়, তাহলে স্বয়ং ডাক্তারের রোগও সারবে না। তদ্রূপ রিয়া (কপটতা) রাগ ও অহংকার আলিম হওয়ার কারণে শেষ হয়ে যায় না, বরং আরো বেড়ে যায়। কারণ, তখন পূর্বের অহংকারের সঙ্গে ইলমের উগ্রতাও যোগ হয়। আর যদি ইবাদত করতে শুরু করে, তাহলে এ রোগ আরো বৃদ্ধি পায়। অতএব বুঝা গেল যে, আত্মার রোগ শাইখের চিকিৎসা দ্বারাই সারে ইলম যিকির ও ইবাদত দ্বারা নয়।

৩১৫. ইরশাদ করেনঃ

মসজিদের মধ্যে মাদরাসা ও ছাত্রাবাস বানানো জায়য নেই এজন্য প্রয়োজনে শুধু ছাপড়ার মসজিদ করে আগে মাদরাসার ঘর বানানো উচিত। মাদরাসার আঙ্গিনায় যেন কাগজের টুকরা পড়ে না থাকে। এটা ইলমের মর্যাদার পরিপন্থী। কুরআন পাকের ছেঁড়া পাতা সংরক্ষণের জন্যে কোটা বা বড় থলে রাখুন। সেটা ভরে গেলে-দাফন করে ফেলুন।

৩১৬. ইরশাদ করেনঃ

যেখানে মৃত্যু হবে সেখানেই দাফন করতে হবে। এবং দাফন -কাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বিলাপ, কান্নাকাটি ইত্যাদি রুসুমের জন্যে বিলম্ব করা জাযিয় নেই। বিশেষ করে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহে এর ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ ব্যাপারে মাসআলা ও বুযুর্গানে দ্বীনের আমলের সাথে সংগতি রেখে কাজ করা দরকার।

৩১৭. ইরশাদ করেনঃ

বোম্বে শাখা দাওয়াতুল হকের লোকজন মসজিদের দোতলা ভবনে কুরআনের তা'লীমের কাজ শুরু করলে-হযরত মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী রহ. এ দৃশ্য অবলোকন করেন এবং আমাকে জানান যে, ‘আপনি তো মসজিদে মাদরাসা বানাতে নিষেধ করেন; কিন্তু এখানে কি হচ্ছে? অতঃপর আমি সেখানকার বন্ধু-বান্ধবকে লিখে জানাই যে, ‘এতদিনে যদি মাদরাসাকে মসজিদ থেকে পৃথক করা না হয়ে থাকে, তাহলে মাদরাসা বন্ধ করে দিন।’

৩১৮. ইরশাদ করেনঃ

বাচ্চা মেয়েদেরকে পায়জামা ও হাতাওয়ালা জামা পরান এবং এ রকম মোটা কাপড়ের ওড়না ব্যবহার করতে দিন যাতে চুলের কালো রং দেখা না যায়। আর ওড়না যদি পাতলা হয় তাহলে ডাবল করে পরতে বলুন।

৩১৯. ইরশাদ করেনঃ

এক দ্বীনী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে-

(১) মসজিদের ভিতরে আযান দেয়া হয়েছে, অথচ ফিকহের কিতাবে লিখা আছে-

لا يؤذن في المسجد এ বাক্য দ্বারা মসজিদের ভেতরে আযান দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

(২) আযানের বাক্য গুলো দ্রুত বলা হয়েছে। মাঝে এতটুকু সময় দেয়া হয়নি, যাতে আযানের জবাব দেয়া যায়।

(৩) আযানের উচ্চারণ ছিল ভুল। আল্লাহ শব্দকে মন্দে তাবায়ির চেয়ে বেশী লম্বা করা হয়েছে, যা নিষেধ।

(৪) ‘মুনিয়াতুল মসজিদ ফি আদাবিল মাসাজিদ’ বার বার পড়ুন এবং তার ওপর আমল করুন।

(৫) অনেক জায়গায় মসজিদের মধ্যে কুরআনের তা'লীম ও ছাত্রাবাস বানানো হয়। অথচ এটা আদৌ জাযিয় নাই। (অপারগতার কারণে সাময়িক কিছুদিন হলে ভিন্ন কথা।-সংকলক) আর মুসাফাহা ইত্যাদির জন্য কাতার করার সময় সর্বদা অন্যকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

(৬) কামরা এবং কামরার আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখা। বিশেষ করে কাগজের সম্মান করা। অর্থাৎ কাগজের টুকরা বা আবর্জনা যত্রতত্র পড়ে না থকে।

(৭) রুটির পতিত টুকরা সযত্নে উঠিয়ে নেয়া। কেননা, খাদ্যের সম্মানের বিষয়টি হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ আছে। রুটির টুকরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকলে রিযিকের বরকত চলে যায়।

(৮) খানার কাতারে পরস্পর শরীর লাগিয়ে বসা ঠিক না। এতটুকু ফাক রেখে বসা, যাতে একজন লোক আসা-যাওয়া করতে পারে। আর কাতার করার সময় সর্বদা অন্যকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।

(৯) নিজের কাজ নিজে করা যদি সুন্নাত হয়, তাহলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ কে করবে?

(১০) দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদের লম্বা সূরা মুখস্থ না থাকলে ফজরের নামায কি তাহলে ‘আলাম তারা’ দিয়ে পড়বে?

(১১) অনেক ছাত্র কুরআন শরীফ সহীহ করে পড়তে শিখেনি। কাফিয়া ও মিরকাতের ইবারত সহীহ পড়া আর কুরআন শরীফ গায়রে সহীহ পড়া! এটা আর যাই হোক আল্লাহর কিতাবের শ্রেষ্ঠত্ব নয়।

(১২) ধনীরাতো শানদার মসজিদ মাদরাসা বানিয়ে খুব ভাল কাজ করেছে। কিন্তু আপনাদের (সম্মানিত ছাত্রদের) কাজ কর্ম বেদনাদায়ক। বিছানা পত্র যেমনি অপরিষ্কার তেমনি এলোমেলো। হাড়ি-পাতিল ও থালা-বাসনের অবস্থাও অনুরূপ।

(১৩) অনেক ছাত্রের মোঁচের মাঝখানের চুল পরিষ্কার। জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, কেঁচি দ্বারা মাঝখানের চুল পরিষ্কার করা একটা ফ্যাশন। মোঁচ সমান করে কাটা উচিত। মাঝখানে মাছি সম জায়গা পরিষ্কার কেন। তাহলে কি মাছি বসার জন্যে এ জায়গা খালি রাখা হয়েছে?

(১৪) ছাত্রদের মসজিদের প্রবেশের সুন্নাতের মধ্যে মাত্র দুটি সুন্নাত মুখস্থ আছে।

(১৫) মসজিদের ভেতরের এবং বাইরের অংশে একই রকম বিছানা থাকার কারণে কোথা থেকে মসজিদ শুরু হয়েছে তা বুঝা যায় না। ফলে মসজিদের প্রবেশ ও বের হওয়ার দু’আ পড়তে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং বুঝা যাওয়ার মতো একটা চিহ্ন থাকা উচিত।

(১৬) ওয়াযের পরে যেহেতু মুসাফাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাই এটাকে অবশ্যই বিদায়ের মুসাফাহা মনে করতে হবে। অতএব যারা মুসাফাহা করবেন, তারা কাতার বন্দী হয়ে ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে যান। বৃদ্ধ ও বাচ্চাদের অগ্রাধিকার দিন। কাতার ছেড়ে সবাই যদি এক সাথে সামনে চলে আসেন, তাহলে অন্যকে অগ্রাধিকার দেবেন কিভাবে?

(১৭) মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত রং লাগানো জায়য নেই।

(১৮) ছাত্ররা যদি ভীড়ের কারণে গাড়ি থামায়, তাহলে তাদের বলুন, মেহমানকে রাস্তা দিতে। দেখবেন, মেহমানের দরখাস্ত কবুল করে নিয়েছে।

(১৯) মাদরাসার দফতর ও দারুল হাদীস থেকে মসজিদে প্রবেশের রাস্তায় পৃথক দরজা লাগানো উচিত।

৩২০. ইরশাদ করেনঃ

সুস্থতার জন্যে দু'আ করতে থাকা উচিত। কিন্তু তারপরও যদি অসুখ হয়ে যায়, তাহলে তাকে নিজের জন্যে কল্যাণকর মনে করবেন। ফলে গুনাহর কাফফারা এবং বিনয় ও মনোযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও এতে ডাক্তারের রিযিক, টেক্সিওয়ালার রিযিক, সেবা-যত্ন করীদের সাওয়াব, দাওয়াখানার লাভসহ আরো অনেক অজানা হিকমত রয়েছে। বিশেষ করে দ্বীনের পথ প্রদর্শক ও মাখায়িখগণ যখন রোগে আক্রান্ত হন, তখন যে দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা তাঁদেরকে দ্বীনের বিশেষ (আধ্যাত্মিক) স্তরে পৌঁছতে দেয় না, রোগ ব্যাধির পথ ধরে তারা সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন। আমি হযরত মাওলানা শাহ ওয়াসীউল্লাহ সাহেবের ব্যাপারে বলতে পারি যে, মাওলানা যখন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্যে বোম্বাই গেলেন, তখন অনেক মানুষের যেমন দ্বীনী ফায়দা হয়েছে, তেমনি অনেক ডাক্তারেরও ইসলাম নসীব হয়েছে।

৩২১. ইরশাদ করেনঃ

এক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম, শরহে তাহযীব ও মাকামাত মুখস্থ আছে; কিন্তু খাওয়া দাওয়া ও নামাযের সুন্নাত মুখস্থ নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়, মাদরাসায় জিম্মাদারদের এদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৩২২. ইরশাদ করেনঃ

যেখানে বেশী বেশী সুন্নাতের প্রচার করেছি, সেখানকার মানুষের ওই বদগুম্বানী শেষ হয়ে গেছে, যা আমাদের মুরব্বীদের প্রতি ছিল। এবং তারা এটা ভাল করেই বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, এ লোক- তো দেখছি সবচেয়ে বড় আশিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাঁর প্রতিটি কাজ সহজ সুন্দর ও নিখুঁত।

৩২৩. ইরশাদ করেনঃ

গীবত করা আর মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া একই কথা। কেননা, যার গীবত করা হয়, অনুপস্থিতির কারণে সে নিজের অপবাদ সম্পর্কে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। তাই তাকে মৃত মানুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৩২৪. ইরশাদ করেনঃ

খাওয়ার পর আঙ্গুল সমূহ চেটে খাওয়ার ব্যাপারে হযরতওয়ালা রহ. বলেন, এর দ্বারা খাদ্য-কণাকে সম্মান ও হিফায়ত করা হয়। বলা তো যায় না খাদ্যের কোন অংশে বরকত নিহিত। এছাড়া নিজের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায়।

৩২৪. ইরশাদ করেনঃ

প্রকৃত দান্দী (দওয়াত দেনেওয়ালা) সেই ব্যক্তি যে সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হয় না। আমি অযোগ্য, কিন্তু আমাকে হুকুম করা হয়েছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে। বলা হয়েছে, ‘তুমি যদি সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহ তা‘আলাই তোমাকে সাহায্য করবেন।’ এ ঘোষণা আমাদের শক্তি যোগাচ্ছে। কাজে লেগে গেলেই আল্লাহ পাক পূর্ণতা দান করবে। যে রকম আমরা শুধু বীজ বপন করি; কিন্তু ফসল দান করেন আল্লাহ তা‘আলা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক আরো বলেন, তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছো কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি তার উৎপন্নকারী? (সূরা : ৫৬, আয়াত : ৬৩,৬৪)

৩২৬. ইরশাদ করেনঃ

মাওলানা রুমী রহ. বলেন যে, ‘বসন্তের বাতাসে পাথর সবুজ রং ধারণ করে না। তাই বড়ত্ব ছেড়ে মাটি হয়ে যাও। দেখবে, রং বেরংয়ের ফুল ফুটছে।’ অর্থাৎ বিনয়, আনুগত্য ও একাগ্রতা অবলম্বন করবে, যাতে আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতের প্রভাব তোমার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে এবং উত্তম চরিত্রও সৎ কাজের ফল পয়দা হতে পারে।

৩২৭. ইরশাদ করেনঃ

হাদীস শরীফে আছে যে, একটা মাসআলা জানার সওয়াব একশত রাক‘আত নফল নামাযের সমান। এর হাকীকত ঐ সময় বুঝে আসবে, যখন কেউ কা‘বা শরীফের ‘তাওয়াফে যিয়ারত’ ছাড়া নিজ দেশে ফিরে আসবে। কেননা, এ অবস্থায় পুনরায় ফিরে গিয়ে বাইতুল্লাহর ‘তাওয়াফে যিয়ারত’ এর কাযা আদায় না করা পর্যন্ত তার স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবে না। এবং বিলম্বে তাওয়াফে যিয়ারতের জন্যে পৃথক জরিমানা দিতে হবে।

৩২৮. ইরশাদ করেনঃ

প্রাথমিক যুগে দ্বীন শেখার ব্যাপারে মানুষের কি রকম আগ্রহ ছিল এ ঘটনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়-হযরত উমর রা. এর যামানায় এক ব্যক্তি সুদূর দামেস্ক থেকে মদীনা শরীফে এসে হাযির হন শুধু সুন্নাহ তরীকায় আত্মহিয়্যাতু শেখার জন্যও হযরত উমর রা. তার এ জযবা দেখে কাঁদতে শুরু করেন এবং বলেন- আল্লাহ্ আকবার, কি রকম আগ্রহ! জান্নাতবাসীর নমুনা বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।’

৩২৯. ইরশাদ করেনঃ

বাইয়াত হয়ে নিজের অবস্থা মুর্শিদকে না জানালে এবং ইসলাহ না করালে, এ রকম বাই‘আতের কোন ফায়দা নেই। এটা বরং ওয়াদা খিলাফী।

এক ব্যক্তির স্ত্রী অসুস্থ। তাই তাবলীগে যাওয়ার মাসআলা জানতে এসেছে। জবাবে আমি বললাম, আবেগ তড়িত হওয়া উচিত নয়। আবেগকে আ‘মালের অনুগত রাখুন। স্ত্রী কিংবা মাতা-পিতাকে অসুস্থ রেখে তাবলীগে যাবেন না। যদিও অন্যরা খিদমত করতে পারবে; কিন্তু স্বামীর উপস্থিতি স্ত্রীর জন্যে যে শক্তি যোগাবে, অন্য কারো দ্বারা তা সম্ভব নয়। এ রকম সন্তানের উপস্থিতি মাতা-পিতার জন্যে যে শক্তি যোগান দেবে, অন্য কারো দ্বারা সেটা পূরণ হবার নয়।

এক বুয়ুর্গ বলেন- ‘ হে কা’বার পথের যাত্রীদল! ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হও । যারা মা’শুক তারা কখনো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না।

জিলহজ্জের ৯ তারিখ সব হাজীগণ আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়। এখন কেউ যদি আল্লাহ তা‘আলার মুহাব্বতের জযবায় মাতাল হয়ে কা’বা শরীফের তাওয়াফ করতে থাকে এবং আরাফাতের মাঠে না আসে, তাহলে তার হজ্জ তো হবেই না; বরং আল্লাহ পাকের নিকট থেকে আরো দূরে সরে যাবে। কেননা, সে দিনের কা’বা তো আরাফাতের ময়দানে। তাঁর (আল্লাহর) খাস তাজাল্লী, নৈকট্য ও সম্ভৃষ্টি সবই সেদিন আরাফাতের ময়দানে। আরাফাতের যেখানে মন চায় তাবু গেড়ে নাও, সেখানেই পুরস্কার পাবে।

সুতরাং স্ত্রী কিংবা মাতা-পিতার অসুস্থতার সময় তাদের খিদমতে রত থেকে দ্বীনের যতটুকু খিদমত করা সম্ভব হয়, ততটুকুই করতে থাকুন।

৩৩০. ইরশাদ করেনঃ

বর্তমানে জানাযা ও লাশ দাফনে বিলম্ব করাটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেছে। আবেগ ও মুহাব্বতের বশে অনেক আলিমও এতে জড়িয়ে পড়েন। অর্থাৎ কখনও জানাযা স্থানান্তরের ভুল করেন, কখনও কান্না কাটির জন্যে বিলম্ব করেন এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্যে অপেক্ষা করেন। অথচ শরী‘আতে জানাযাকে দ্রুত দাফন করতে হুকুম করা হয়েছে। এ হুকুমের পেছনে দু’টি কারণ বিদ্যমান। এক, লাশ যদি নেককারের হয়, তাহলে সে তার প্রিয় এবং আরামের জায়গায় দ্রুত পৌঁছে যাবে। দুই, আর যদি লাশ বদকারের হয়, তাহলে তাকে বেশী সময় নিজের কাঁধেও রাখতে হল না। এজন্যেই ফিকাহবিদগণ জুম‘আর আগে দাফন সম্ভব হলে, জুম‘আর জন্যে অপেক্ষা করাকে নাজাযিয় বলেছেন। আল্লাহ তা‘আলার সম্ভৃষ্টি ও সুন্নাত মুতাবিক হলে নাজাত ও মাগফিরাতের জন্যে অল্প লোকই যথেষ্ট। আর আল্লাহ তা‘আলার অসম্ভৃষ্টি ও সুন্নাত পরিপন্থী হলে সংখ্যাধিক্যও কোন উপকারে আসবে না। হাদীসে আছে ‘সফরের হালতে মৃত্যু হলে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যায়’ এরপর আর জানাযাকে

জন্মভূমিতে নিয়ে যাওয়ার কি প্রয়োজন? আলিমদের দ্বারাই যদি আইন-কানুন লঙ্ঘিত হয়, তাহলে সাধারণ মানুষকে বুঝাবে কে?

৩৩১. ইরশাদ করেনঃ

আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করলে কিংবা তাদেরকে কষ্ট দিলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়াতেই এর শাস্তি ভোগ করতে হয়।

৩৩২. ইরশাদ করেনঃ

দু‘আ কবুল না হওয়ার কারণ হিসেবে হাদীস পাকে এটারও উল্লেখ রয়েছে যে, যদি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ অব্যাহত না থাকে, তাহলে ব্যাপক আযাবের সম্মুখীন হতে হবে এবং দু‘আও কবুল হবে না।

৩৩৩. ইরশাদ করেনঃ

জুম‘আর খুৎবায় হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুবারক শুনে মনে মনে দরুদ পড়তে হয়, মুখে শব্দ করে নয়। হাদীস শরীফে আছে, ইমাম যখন খুৎবা দিতে দাঁড়ায় তখন নামায পড়া ও কথা বলা সবই নিষেধ। অবশ্য ইমাম যদি খারাপ কিছু দেখে, তাহলে নিষেধ করতে পারবে।

এতে কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, এই ব্যক্তি কি আমাদেরকে দরুদ শরীফ পড়তে নিষেধ করে? তাদের এ কথার জবাবে আমি জানতে চাই- যদি কেউ এভাবে আযান দিতে শুরু করেন যে, ‘আল্লাহ তা‘আলা আকবার ,আল্লাহ তা‘আলা আকবার এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’ তাহলে এ ধরনের আযানকে নিষেধ করা যাবে কি-না? এবং সে যদি বলে যে, তোমরা তো দেখছি আমাকে আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করতে নিষেধ করছ? তখন কি আপনারা এ জবাব দেবেন না যে, সম্মানের অর্থ বুঝতে তুমি ভুল করছ! মূলতঃ প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে- নিজে নিজে সম্মানের মাপ-কাঠি নির্ধারণ না করে আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের ওপর আমল করা। এক বুয়ুর্গ চমৎকার বলেছেন আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী মুহাক্কত করা সুন্নাত। আর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী মুহাক্কত করা বিদ‘আত।

যখন দ্বীনী কথা-বার্তা কাজ-কর্ম চলতে থাকে তখন আগত ব্যক্তির উচিত ‘আসসালামু আলাইকুম’ না বলা। কেননা, সে শর‘ঈ প্রয়োজনে ব্যস্ত। অনুরূপ যদি কেউ খানা খাওয়ায় ব্যস্ত থাকে, তাহলে তাকেও সালাম দিতে নেই। কারণ, সে শারীরিক

প্রয়োজনে ব্যস্ত। হতে পারে, সে সালামের জবাব দিতে গিয়ে গলায় খাবার আটকে হঠাৎ মরে যাবে। শরী‘আতের প্রতিটি ছকুম রহমতও সহানুভূতিমূলক। যেমন, ৩০ শে রমযান রোযা রাখা ফরয আর ১লা শাওয়াল রোযা রাখা হারাম। সুতরাং আযানে আল্লাহ্ আকবার এর সাথে তা‘আলা এবং আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ -এর সাথে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোগ করা এজন্যেই জাযিয় নেই যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কে যে আযান শিখিয়েছেন এ পদ্ধতি তার বিপরীত।

৩৩৪. ইরশাদ করেনঃ

আজ-কাল আযানের মধ্যে সুর বা তরঙ্গ সৃষ্টির রিওয়াজ অনেক বেড়ে গেছে। মাদ থাকুক বা না থাকুক প্রত্যেক শব্দকে (তরঙ্গ সহ) সুর করে টেনে পড়া হচ্ছে। মক্কা শরীফে কেউ কেউ সহীহ আযান দিলেও অনেকে আবার মাদ ছাড়াই লম্বা করেন। যদি কারো কান টেনে লম্বা করে দেয়া হয়, তাহলে এটাকে কেউ বরদাশত করে না। কিন্তু কুরআনে পাকের অক্ষরের সাথে চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা হয়। অনেক মুআযযিনের কণ্ঠে রাসূলুল্লাহর ‘সূ’ কে অনেক লম্বা করতে শুনেছি। অথচ এখানে অধিক লম্বা করার কোন সুযোগ নেই। এক ব্যক্তি হযরত উমর রাযি-এর নিকট আরয করল যে, ‘আমি আপনার সঙ্গে মুহাব্বত রাখি।’ জবাবে তিনি বললেন ‘আমি তোমার সাথে শত্রুতা রাখি। কারণ, তুমি আযানের মধ্যে সুর-তরঙ্গ কর।’

৩৩৫. ইরশাদ করেনঃ

যে সুন্নাতের অনুসরণ করে না সে যদি শূণ্যেও উড়ে তবুও তাকে সহীহ ও হক্কানী মনে করা যাবে না। বরং সে স্পষ্ট ভণ্ডামিতে লিপ্ত আছে।

৩৩৬. ইরশাদ করেনঃ

যখন কেউ ওয়াজের দাওয়াত নিয়ে আসে, তখন তার সাথে এ রকম চুক্তি করে নেয়া উচিত যে, ওয়াজের বিনিময়ে কোন প্রকার টাকা-পয়সা বা হাদিয়া দেয়া যাবে না। কেননা- ‘এমন লোকের অনুসরণ কর যে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদানের আশা করে না।’ [সূরা ইয়াসীন-২১]

কুরআনে পাকের এ ঘোষণার উপর আমল থাকা প্রয়োজন। এতে শ্রোতাদের আমলের তাওফীক হয়। এবং ইখলাস থাকলে প্রভাবিতও হয়।

৩৩৭. ইরশাদ করেনঃ

শাইখের শুধু হকপন্থী হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাও জরুরী। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন, একবার ঢাকার নবাব হযরত হাকীমুল

উম্মত আশরাফ আলী খানভী রহ. কে দাওয়াত নামা পাঠালেন। জবাবে হাকীমুল উম্মত খানভী রহ. এ শর্ত জুড়ে দিলেন, ‘ সেখানে আমাকে কোন হাদিয়া দেয়া যাবে না। প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য নির্জন সাক্ষাতের সুযোগ দিতে হবে। এবং থাকার স্থান এ রকম সাধারণ জায়গায় হতে হবে যেখানে সবাই নির্বিবাদে আমার সাথে সাক্ষাত করতে পারে।’ নবাব সাহেব সকল শর্ত মেনে নিয়ে চিঠি পাঠান এবং অধীর আগ্রহে হযরতের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকেন।

৩৩৮. ইরশাদ করেনঃ

হযরত খানভী রহ. যখন তাশরীফ আনলেন, তখন নবাব সাহেব স্বীয় পুত্রের মাধ্যমে স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি ঢাকনা দেয়া এক পাত্র হযরতের খেদমতে হাদিয়া হিসেবে পেশ করেন। হযরত খানভী রহ. ততক্ষণে হাদিয়া গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু শর্ত অনুযায়ী নির্জন সাক্ষাতের সময় তা ফেরৎ দিয়ে বললেন, আপনি কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করেছেন। আমি মজলিসে আপনার হাদিয়া গ্রহণ করেছিলাম লোকের সামনে আপনাকে অপমান থেকে বাঁচানোর জন্য। কারণ, তাতে আপনার সম্মান কমতো আর আমার সম্মান বাড়তো। আর গ্রহণ করাতে আমার সম্মান কমেছে, আপনার সম্মান বেড়েছে। এখন এখানে আমি একা, তাই শর্ত অনুযায়ী হাদিয়া ফেরৎ দিচ্ছি। এবার নবাব এই বলে কাঁদতে লাগলো ‘ হযরত আপনি আমার দুনিয়াকে আমার কাছেই ফেরৎ দিলেন, নিলেন না কিছুই, শুধু দিয়েই গেলেন।

৩৩৯. ইরশাদ করেন

ওয়াযের চাকুরী করা জাযিয় আছে, যেমন জাযিয় আছে ইমামতী। কিন্তু নির্দিষ্ট এক ওয়াযে ইমামতির পারিশ্রমিক বেঁধে দেয়া হারাম। যেমন কেউ বলল, যোহরের নামাযের জন্য আমাকে ২৫ টাকা দিতে হবে। বুঝা গেল, নির্দিষ্ট ওয়াযের নামায কিংবা ওয়াযের বিনিময় নির্ধারণ করে নেয়া হারাম। তবে স্থায়ীভাবে ইমামতী বা ওয়াযের চাকুরীর কথা আলাদা।

৩৪০. ইরশাদ করেন

হাকীমুল উম্মত হযরত খানভী রহ. জীবনে কখনো ওয়ায করে টাকা নেন নি। এ ব্যাপারে তিনি খুব সতর্ক ছিলেন। তার ইন্তেকাল হয়েছে আজ অনেকদিন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এ কথা বলতে পারেনি যে তিনি অমুক জায়গায় ওয়ায করে এত টাকা নিয়েছেন।

৩৪১. ইরশাদ করেন

মেয়েদের ইসলাম সহজ। কেননা, তাদের অন্তর অতিশয় নরম। তারা দ্রুত প্রভাবিত হয় এবং দ্বীনের কথা কবুল করে। সাথে সাথে আমলও ধরে ফেলে। তাদের একের

ইসলাহের দ্বারা ঘরের পর ঘর ইসলাহ হয়ে যায়। তাই মেয়েদের জন্য দ্বীনী আলোচনার স্থায়ী ব্যবস্থা রাখা উচিত। আমার এমন এক নেককার স্ত্রীর ঘটনা জানা আছে। সে বিবাহের পর শশুরবাড়ীতে গিয়ে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম বলে এবং সবার সাথে মুসাফাহা করে। তার এ কাজ দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। কারণ, সুন্নাতের উপর তাদের আমল ছিল না। এরপর যখন চা-নাশতা ও খানা আনা হলো তখন সে কিছুই খেল না। কিছুক্ষণ পর যখন স্বামী আসল তখন স্বামীকে গোপনে বলল, আমি শুনেছি, আপনি ঘুষ নেন। সুতরাং যদি আপনি তাওবা না করেন, তাহলে আমি কিছুই খাব না। আমার সাথে শুকনো রুটি আছে আমি সেগুলোই খাবো। নেককার স্ত্রীর এ তাকুওয়ার কারণে স্বামী এতই প্রভাবিত হলো যে, সে সারা জীবনের জন্য ঘুষ নেয়া ছেড়ে দিল।

৩৪২. ইরশাদ করেনঃ

আজকাল মাহফিল শুরু হওয়ার পূর্বে কুরআন পাকের তিলাওয়াত করা হয়। কেননা আয়োজকদের ধারণা হল অল্প মানুষ হলে ওয়াযে মন বসে না। তা কোন ক্বারী সাহেবকে ডেকে তিলাওয়াতে লাগিয়ে দাও, লোক আসতে থাকুক। তাওবা! তাওবা! কুরআন তিলাওয়াতের এ আবার কেমন মাকসুদ?

৩৪৩. ইরশাদ করেনঃ

গায়রে মাহরামের যেখানে আসল চেহারা দেখা হারাম সেখানে নকল চেহারা দেখা কিভাবে জায়েয হতে পারে? সুতরাং টেলিভিশনের মাসআলাও এর দ্বারা বুঝে নেয়া যায় যে, ‘পুরুষের জন্য গায়রে মাহরাম নারী আর নারীর জন্য গায়রে মাহরাম পুরুষ দেখা সম্পূর্ণ হারাম।’ গায়রে মাহরাম আত্মীয়দের যেখানে দেখা জায়য নাই সেখানে টেলিভিশনের গায়রে মাহরাম অনাত্মীয়দের দেখা কিভাবে জায়য হতে পারে?

৩৪৪. ইরশাদ করেনঃ

ওয়্যারিং-এর পর যেমন বিদ্যুত আসে ঠিক তেমনি যাহিরের পর বাতিন আসে। প্রথমে যাহিরী হালতকে শরী‘আত ও সুন্নাত মুতাবিক গড়ে তুলুন এরপর বাতিনী অবস্থা নিয়ে ভাবুন। আল্লাহ তা‘আলা মানুষের যাহিরী পবিত্রতার বরকতে বাতিনী পবিত্রতা দান করেন। ওয়্যারিং না করে যেমন ঘর আলোকিত করা অসম্ভব ঠিক তেমনি যাহির ঠিক না করে বাতিন দূরস্ত করাও অসম্ভব।

৩৪৫. ইরশাদ করেনঃ

যেখানে জুমু‘আর খুৎবার জন্য ইমামের মিস্বরে আরোহণের পর ইমাম ছাড়া অন্য সকলের জন্য নামায, কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম এমনকি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়, সেখানে খাদিম কিংবা মুআযযিনের লাউড

স্পীকার মেরামত অথবা মাউথপিস ইমামের সামনে দাঁড় করানো কিভাবে জাযিয় হতে পারে?

৩৪৬. ইরশাদ করেনঃ

মিউনিসিপালিটির পার্ক থেকে ফুল ছেঁড়া যেমন নিষিদ্ধ ঠিক তেমনি ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাগানের ফুল তথা দাড়ি কাটাও নিষিদ্ধ। হজ্জের সফরে অনেককে তাহাজ্জুদ, আওয়াবীন, চাশতের নামাযের পাবন্দ পেয়েছি। এমনকি আমার একঘণ্টা আগে থেকে তারা ইবাদতে মশগুল হয়ে যেত। বাস্তবেই যা ঈর্ষণীয়। কিন্তু তারা দাড়ি কামানো থেকে বিরত থাকতো না। আমি তাদেরকে নফলের গুরুত্ব দেয়া আর ওয়াজিবে গুরুত্ব না দেয়ার ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলে অনেকে দাড়ি কামানো ছেড়ে দেয়। এতদিন তারা ভুলের মধ্যে ছিল। তাদের ধারণা ছিল দাড়ি রাখা সুন্নাত। আমি দাড়ি রাখা ওয়াজিব বুঝিয়ে দিলে তাদের চোখ খুলে যায়।

৩৪৭. ইরশাদ করেনঃ

যে ওয়াজিযের কুরআন তিলাওয়াতে লাহনে জ্বলী হয় (যেমন হামযার স্থলে ‘আঈন পড়ে আর ‘আঈন এর স্থলে হামযা পড়ে) তার ওয়ায না শুনে ততক্ষণাৎ উঠে চলে আসা উচিত।

৩৪৮. ইরশাদ করেনঃ

আজকাল অনেক মসজিদ কমিটি মেয়েদের জুমু‘আর নামাযের জামা‘আতে শরীক হওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এমনকি মসজিদুন নিসা (মেয়েদের মসজিদ) বানাচ্ছে। যেখানে মুফতীগণ মেয়েদেরকে ফরজ নামায জামা‘আতে শরীক হয়ে পড়তে নিষেধ করেন, সেখানে জুমু‘আর নামায যা তাদের উপর ফরজ নয় তা কিভাবে জাযিয় হতে পারে?

৩৪৯. ইরশাদ করেনঃ

জুমু‘আর নামাযের অনেক আগেই আযানের রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে। অথচ আযানের পর খাওয়া-দাওয়া, কেনা-বেচা সহ সব ধরনের দ্বীনী ও দুনিয়ারী কাজ হারাম হয়ে যায়। এজন্যই খুৎবার সামান্য আগে আযান দেয়া উচিত। বযানের জন্য আযান যেহেতু শর্ত নয়; সুতরাং আযানের পূর্বে বযান করতে অসুবিধা কোথায়?

৩৫০. ইরশাদ করেনঃ

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. বলেন, মহরের পরিমাণ কম রাখাকে উৎসাহিত করার অর্থ এক পক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়া নয়; বরং উভয় পক্ষের সমঝোতার

ভিত্তিতে কমানো। নতুবা মেয়েকে মহরে মিসিল দেয়া ওয়াজিব। এর কম নির্ধারণ যুলুম। (বোন, ফুফু ও ভতিজীর মহরকে মহরে মিসিল বলা হয়।)

৩৫১. ইরশাদ করেনঃ

অনেকে রোগীর রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা করে। আর অনেকে চিকিৎসা করে রোগীর মর্যী অনুযায়ী। এ রকম যারা হক্কানী পীর তাঁরা চিকিৎসা করেন রোগ অনুযায়ী। আর যেসব পীর আনাড়ি ও লোভী তারা রোগীর মর্জি তালিশ করে, যাতে কেউ ভেগে না যায় এবং সংখ্যাও না কমে।

৩৫২. ইরশাদ করেনঃ

এক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ. এর কাছে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি যা নিষেধ করেন, অন্যজন তা জাযিয় বলে। আমরা কোনটার উপর আমল করব? জবাবে থানভী রহ. বলেন, এগুলো নফসের কারসাজী। তা-ই না হবে, তো যে সব বিষয়ে দুই আলেম একমত যেমন দাড়ি রাখা উভয়ের কাছে ওয়াজিব, এর উপর আমল করে প্রমাণ করুন যে, আপনার নফস কারসাজীতে লিপ্ত নয়।

৩৫৩. ইরশাদ করেনঃ

কারো উপস্থিতিতে তার প্রশংসা করা গুনাহ। অথচ আজ এটাকে গুনাহ-ই মনে করা হয় না। অবশ্য দু'টি শর্তে তা জাযিয়। (১) যদি তার অহংকারে জড়িয়ে পড়ার ভয় না থাকে। অর্থাৎ যদি তার আল্লাহ তা'আলার দাসত্বের মাকাম হাসিল হয়ে থাকে। (২) তাকে উৎসাহ দেয়া এবং অন্যকে প্রেরণা দেয়া উদ্দেশ্য হয়।

৩৫৪. ইরশাদ করেনঃ

ধীরস্থিতার এটাও একটা লাভ যে, মানুষ হিংসুকের হিংসা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

৩৫৫. ইরশাদ করেনঃ

অনেক বাড়ীতে একাধিক ভাই এক সাথে থাকে; কিন্তু তাদের মধ্যে শর'ঈ পর্দার ব্যবস্থা আছে। যেমন আওয়ায দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করা, যাতে গাইরে মাহরাম মহিলাগণ পর্দা করার সুযোগ পায়।

৩৫৬. ইরশাদ করেনঃ

হযরত থানভী রহ. বলতেন, যদি দশটি জাযিয় খাহেশ থাকে, তাহলে ছয়টি উপর আমল করা আর বাকী চারটির উপর আমল না করা। কেননা যদি সব জাযিয় খাহেশ পূর্ণ করা হয় তাহলে নাজাযিয় খাহেশের প্রতিও দুর্বলতা সৃষ্টি হবে।

৩৫৭. ইরশাদ করেনঃ

এক ব্যক্তি হযরত থানভী রহ. কাছে চিঠি লিখেন যে, আমি যে রকম হালত চাই সে রকম হয় না। তিনি জবাবে লিখেন, সেদিন হবে আপনার কান্নার দিন যে দিন আপনি বুঝবেন, যে আজ আমার মন মোতাবিক সব হালত হয়েছে।

(বর্তমান অবস্থা থেকে বিনয় ও হীনতা প্রকাশ পাচ্ছে, যা কাম্য। আর পরবর্তী অবস্থায় অহংকার ও খোদপছন্দী প্রকাশ পাচ্ছে, যা ধ্বংসাত্মক।-সংকলক)

৩৫৮. ইরশাদ করেনঃ

হযরত থানভী রহ. হুকুকুল ইবাদকে খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং এ ব্যাপারে অনেক অসীয়াতও করে গেছেন। এ জন্য তিনি হুকুকুল ইসলাম এবং আদাবুল মু'আশারাত কিতাবদ্বয় ভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৩৫৯. ইরশাদ করেনঃ

শর'ঈ পর্দার ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী। কারণ, অন্তর যতই পাক-সাফ থাকুক; শাহওয়াতের কারেন্ট আসতে সময় লাগে না।

৩৬০. ইরশাদ করেনঃ

নতুন দোকানে কুরআনখানী করা আজ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ইসলাম হওয়া প্রয়োজন। অনেকে এ কুরআন খানীর সাথে কোন বুয়ুর্গের বয়ান ও দাওয়াতকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এটা বুয়ুর্গদের সঙ্গে প্রতারণা বৈ কিছু নয়। বোম্বের এক ব্যক্তি হযরত ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব রহ. এর কাছে এ ধরণের দাওয়াত পেশ করেন; অথচ তার এখানে কুরআনখানী ছিল, যা সে প্রকাশ করেনি। কারণ, তার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে কুরআন খানীও শেষ হয়ে গেল ওদিকে বয়ানও শেষ হয়ে গেল। আমি বিষয়টি জানতে পেরে হযরতকে বলে দেই। অতঃপর হযরত তার দ্বারা কুরআনখানী বন্ধ করিয়ে কেবল বয়ান রাখেন। সুতরাং কেবল বয়ান হলে অংশ নেয়া, নতুবা আপত্তি পেশ করা। তা না হলে এ রুসুম অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। কুরআন মজীদকে দোকান উদ্বোধনের জন্য নাযিল হয়েছে? আর বুয়ুর্গরাও কি শুধু এর জন্যই বেঁচে আছেন? বরকতের জন্য কেবল দু'রাকাআত সালাতুল হাজত পড়ে দু'আ করে গুরু করাই যথেষ্ট। অথবা কোনরূপ কামনা-বাসনা ও আনুষ্ঠানিকতা ব্যতীত কোন বুয়ুর্গকে নিয়ে বয়ানের ব্যবস্থা করুন। দেখবেন সুনাত অনুযায়ী কাজ হয়ে গেছে।

৩৬১. ইরশাদ করেনঃ

হযরত থানভী রহ. বলতেন আমি ছোট ছোট জিনিসকেও ধরি। কারণ দৃশ্যত এগুলো ছোট দেখালেও এর ভেতরে বড়ত্ব ও অহংকার লুকায়িত। যা মারাত্মক ক্ষতিকর।

৩৬২. ইরশাদ করেনঃ

যদি বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে নামাযে লাউড স্পীকার ব্যবহার করা হয় না। কিন্তু শরী‘আতের হুকুম অনুযায়ী নামাযে লাউড স্পীকার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা হয় না। এ ব্যাপারে অবশ্যই মুফতী শফী সাহেব রহ. এর কিতাব অধ্যয়ন করা উচিত, যদিও নামায হয়ে যাবে কিন্তু এর ব্যবহার জাযিয় নাই।

৩৬৩. ইরশাদ করেনঃ

কুরআনে কারীমের হক চারটি।

১। আযমত বা ভক্তি।

২। মুহাব্বত বা ভালবাসা।

৩। তিলাওয়াত বা পাঠ করা।

৪। ইতা‘আত তথা কুরআনের হুকুম-আহকাম মেনে চলা।

(আজকাল এ হুকুমগুলি বাস্তবায়ন না করে কুরআনের নামে বিভিন্ন রসম যেমন- ফাতিহা শরীফ, শবীনা শরীফ, ইত্যাদি পালন করা হচ্ছে।-সংকলক)

৩৬৪. ইরশাদ করেনঃ

হাদীস শরীফের হক তিনটি-

১। আযমত বা ভক্তি।

২। মুহাব্বত বা ভালবাসা।

৩। ইতা‘আত তথা হাদীসের হুকুম-আহকাম মেনে চলা।

৩৬৫. ইরশাদ করেনঃ

জনৈক আমীরের ছেলে সূরা বাকারা শেষ করলে আমীর সাহেব তার উস্তাদকে ৩০০ স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া দিলেন। উস্তাদজী হাদিয়া পেয়ে খুবই খুশী হলেন। কিন্তু ৩০০ স্বর্ণমুদ্রাকে তিনি অনেক বেশী মনে করলেন এবং বললেন, আমাকে এত টাকা দিলেন আমি তো তেমন কিছুই করি নাই। আমীর পরে কোন এক সময় তাকে সাক্ষাৎ করার জন্য বললেন। সাক্ষাতের পর আমীর তাকে বললেন আগামীকাল থেকে আমার ছেলেকে আর পড়াতে আসবেন না। উস্তাদজী এতে খুবই আশ্চর্য হলেন। আমীর বললেন, আপনার দিলে কুরআনের আযমতের চেয়ে ৩০০ আশরাফীর আযমত অনেক বেশী মনে হল তাই এই ব্যবস্থা।

(উস্তাদদের অন্তরে যদি কুরআনের আযমত বা বড়ত্ব না থাকে তাহলে ছাত্রদের অন্তরে তা পয়দা হবে কোথেকে? বিষয়টি অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখা উচিত।-সংকলক)

৩৬৬. ইরশাদ করেনঃ

হজ্জের সফরে মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববীতে এক এক খতম কুরআন শরীফ পড়ার হুকুম আছে। উল্লেখিত দুই মসজিদে নামাযের পূর্বে যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন কুরআন শরীফের দিকে পিঠ দেয়া হয়; কিন্তু এতে কোন অসুবিধা নাই কেননা এটা অপারগতার সূত্র। অথচ অন্যান্য মসজিদের লোকেরা নামাযের পূর্বে এভাবে তিলাওয়াত করাকে বেয়াদবী মনে করে। কুরআনের দিকে পিঠ করে বসা বেয়াদবী এই একটি মাসআলাই লোকেরা মুখস্থ রেখেছে, অথচ অপারগ অবস্থায় এর খিলাফ করাও যে জাযিয় আছে সেটা আর তাদের জানা নেই। তাই মসজিদে নামাযের পূর্বে তিলাওয়াত থেকে তারা বঞ্চিত থাকছে।

৩৬৭. ইরশাদ করেনঃ

হারদুঈতে এই ব্যবস্থা করা আছে যে জামাআতের ১৫মিনিট আগে সকলে মসজিদে পৌঁছে যায় অতঃপর সুন্নাতে মুআক্কাদা যা সুনির্ভর মতানুযায়ী এখন মসজিদে পড়াই উত্তম তা থেকে ফারোগ হয়ে সকলে তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে যায়। দ্বিতীয় তলায় যেসব নাবালেগ ছাত্ররা থাকে তাদের জন্যও একই ব্যবস্থা রয়েছে।

৩৬৮. ইরশাদ করেনঃ

সুন্নাতে মুখস্থ করানোর জন্য সহজ পদ্ধতি হল, প্রতিদিন একটি করে সুন্নাতে বলে দেবে এবং সেটাকে মুখস্থও করিয়ে দেবে। মুখস্থ না হলে আমল করবে কিভাবে। মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত সামনের সবক দেবে না। আজ যে সবক দেয়া হবে পরের দিন তা আবার শুনতে হবে।

৩৬৯. ইরশাদ করেনঃ

বয়স ৬০/৭০ বছর হয়ে যায় অথচ নামাযের ৫১টি সুন্নাতে মুখস্থ হয় না। উযূর ১৮টি সুন্নাতে মুখস্থ হয় না। তেমনি ভাবে মাদরাসার মধ্যে ছাত্রদের দরসিয়াতে উঁচু নাম্বার, বুখারী-মুসলিম ১ম বিভাগ অথচ সুন্নাতে মুখস্থ নেই। আযান-ইকামত সুন্নাতে মুতাবিক নেই, নামায সুন্নাতে মুতাবিক হয় না।

৩৭০. ইরশাদ করেনঃ

ইমাম সাহেবও মাদরাসার মুরব্বী এবং শিক্ষকদেরও আযান দেয়া উচিত। এর অনেক ফযীলত রয়েছে। হযরত উমর রা. বলতেন আমার উপর যদি খেলাফতের দায়িত্ব না থাকত তাহলে আমি আযান দিতাম।

৩৭১. ইরশাদ করেনঃ

সালাম সুন্নাত মুতাবিক হয় না। এটাও শিখতে হবে। ভুলের উপর শাস্তি নির্ধারণ করবে। যেমন দশ টাকা দান কর, টাকা না থাকলে গোসলখানায় বা কোন খালি কামরায় ১১বার কান ধরে উঠ-বস কর।

৩৭২. ইরশাদ করেনঃ

কামরা থেকে বের হওয়ার সময় কিংবা প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট দু‘আ পড়বে। সিঁড়িতে উঠা-নামার সময় দু‘আ পড়বে।

৩৭৩. ইরশাদ করেনঃ

জুতা পরিধান করা ও খোলার সুন্নাত শিখে নেবে। বুয়ুর্গানে দ্বীন বলেন, তিনটি সুন্নাত এমন রয়েছে যার উপর আমল করতে পারলে সমস্ত সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ।

ক) ব্যাপক ভাবে সালামের প্রচলন করা।

খ) ভাল কাজে এবং ভাল স্থানে ডানকে প্রাধান্য দেয়া আর নিম্নমানের কাজ এবং নিম্নমানের স্থানে বামকে প্রাধান্য দেয়া। যেমন জুতা পরিধান করা ভাল কাজ আর খোলা তুলনামূলক নীচু কাজ।

গ) উপরে উঠতে আল্লাহ্ আকবার, নিচে নামতে সুবহানাল্লাহ এবং সমতল জায়গায় চলার সময় লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে থাকা। জুমু‘আর দিন খুব বেশী বেশী দরুদ পড়বে।

৩৭৪. ইরশাদ করেনঃ

মানুষের উচিৎ নিজ ঘরে যে সব জিনিস রয়েছে তার একটা ফিরিস্তি তৈরী করে কোন বিজ্ঞ মুফতীর নিকট থেকে প্রত্যেকটির ব্যবহারের মাসআলা জেনে নেয়া চাই।

৩৭৫. ইরশাদ করেনঃ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন , ‘আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যতক্ষণ ঐ জিনিস দুটিকে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না। একটি হল আল্লাহর কিতাব অপরটি তার রাসূলের সুন্নাত’। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, ‘যে আমার উম্মতের দুর্বোণের সময় আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে সে একজন শহীদে সাওয়াব হাসিল করবে’।

৩৭৬. ইরশাদ করেনঃ

কেউ হয়ত এক আঙ্গুল দিয়ে, কেউ বা দুই আঙ্গুল দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে আবার কেউ সমস্ত আঙ্গুল দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। আর এটাই হল মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরা। হাদীসে আঁকড়ে ধরার দ্বারা এটাকেই বুঝানো হয়েছে। আজ এটা না থাকার দরুন সারা বিশ্বের মুসলমানদের এই করুন পরিণতি।

৩৭৭. ইরশাদ করেনঃ

হযরত ওয়ালা কিছুদিন আগে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সুস্থ হওয়ার তেমন কোন আশা ছিল না। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমার এত দ্রুত আরোগ্য লাভ করা দেখে অমুসলিম ডাক্তাররা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এটা হল-সুন্নাত আর মুসলমানদের দু'আর বরকত।

৩৭৮. ইরশাদ করেনঃ

হযরত উমর রা. এর যুগে কোথাও সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তাঁরা জয়ী হতে পারছিলেন না তাই অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানোর জন্য আবেদন জানাল কিন্তু হযরত উমর রা. এই বলে রাজি হলেন না যে, যে পরিমাণ সৈন্য আছে বিজয় লাভের জন্য তাই যথেষ্ট, মনে হয় তোমাদের কোন আমল ছুটে যাচ্ছে সেটার সংশোধন কর; সাহাবায়ে কেরাম খোজ নিয়ে দেখলেন যে, যুদ্ধে ব্যস্ততার দরুন মিসওয়াকের আমল ছুটে যাচ্ছে। অতঃপর তাঁরা যখন মিসওয়াকের সুন্নাতের উপর আমল শুরু করলেন তখন বিজয় নসীব হল।

৩৭৯. ইরশাদ করেনঃ

হযরত ওয়ালা আযানের সময় কানে আঙ্গুল প্রবেশ করানোর পদ্ধতি দেখালেন এ ভাবে যে, উভয় হাত উভয় গালের উপর থাকবে আর শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয় কানের ভেতর বা ছিদ্রের উপর থাকবে। এটাই একমাত্র মাসনুন তরীকা। হযরত বলেন, হাতের কনুই প্রশস্ত করে শুধু মাত্র শাহাদাত আঙ্গুল কানে দিয়ে আযান দেয়ার যে প্রচলন হয়ে গেছে সেটা কিতাবে পাওয়া যায় না।

৩৮০. ইরশাদ করেনঃ

হযরত বলেন, যে কথাই শোন খাতার মধ্যে নোট করে ফেল। সেখান থেকে লোকদেরকে শোনাও, তবেই দ্বীনের কথার খুব হেফাযত ও প্রচার হবে।

৩৮১. ইরশাদ করেনঃ

বায়তুল মুকাররাম মসজিদে বয়ানের সময় বলেন, এখানে আসরের যে আযান দেয়া হল তা সুন্নাত মুতাবিক হয়নি। আযান থেমে থেমে বলা উচিত, যাতে লোকেরা সহজে উত্তর দিতে পারে।

৩৮২. ইরশাদ করেনঃ

আযানে ‘আল্লাহু আকবার’ এর লামের মধ্যে অধিক টানা ভুল। মোল্লা আলী কারী রহ. মিশকাতের শরাহ মিরকাতে এটি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ স্থানে আযানের সময় দায়িত্বশীল লোকেরা উপস্থিত থাকে না বিধায় মুআযযিনরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মত আযান দিয়ে থাকে। দেওবন্দ সাহারানপুর থেকে বড় বড় উলামায়ে কেরাম হারদুই এসে মশক করে আযান সহীহ করার পর আযান দিয়ে থাকেন। সেখানে যে কেউ আযান দিতে পারে না।

৩৮৩. ইরশাদ করেনঃ

অনেক জায়গায় ‘আশহাদু’ এর আলিফে টানা হয় আবার ‘শীন’ কে ‘সীন’ উচ্চারণ করা হয়, দাল এর পেশকে মাজহুল অর্থাৎ আশহাদুকে আশহাদো পড়া হয়।

৪৮৪. ইরশাদ করেনঃ

আজ মানুষের বাড়ি-গাড়ি, খানা-পিনা সব কিছুই উন্নত, কিন্তু সুরা ফাতিহা, আযান-ইকামত, উযু-নামায উন্নত নয়। আমাদের হারদুইতে কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার সময় প্রথমে তার আযান-ইকামত, সুরা ফাতিহা ইত্যাদি শুনা হয়। তারপর নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়।

৩৮৫. ইরশাদ করেনঃ

বায়তুল মুকাররাম মসজিদ দেখে দিল খুশী হল- তবে একটি ভুল দৃষ্টিগোচর হল, তা হচ্ছে জামা‘আতে মুকাব্বিরের ব্যবস্থা নেই। অথচ এত বিশাল মসজিদে এটা জরুরী। কেননা মাইক হঠাৎ খারাপ হয়ে যেতে পারে।

৩৮৬. ইরশাদ করেনঃ

আমাকে ইস্তিকবাল করার জন্য যারা পৌঁছে ছিলেন, তারা সবাই আমাকে সালাম করছিলেন; অথচ তাদের উচিত ছিল আমার সালামের জবাব দেয়া। কেননা আগন্তকের জন্যই সালাম দেয়া সুন্নাত।

৩৮৭. ইরশাদ করেনঃ

হযরতওয়ালা বলেন, আমাকে যখন বায়তুল মুকাররম মসজিদে প্রবেশ করানো হল তখন মসজিদের সীমারেখা আমাকে বলা হয়নি; অথচ এটা বলা দরকার ছিল, যাতে আমি মসজিদে প্রবেশের দু‘আ পড়তে পারি। অধিকাংশ স্থানে এটা চিহ্নিত করা থাকে না বিধায় নবাগতদের সমস্যা পড়তে হয়। হারদুঈতে এটা করা আছে।

৩৮৮. ইরশাদ করেনঃ

মসজিদে প্রবেশের সময় দরুদ শরীফ পড়া চাই এবং ই‘তিকাফের নিয়ত করা চাই।

৩৮৯. ইরশাদ করেনঃ

আযানের সময় সাথে সাথে তার জবাব দিতে থাকবে। শেষে দরুদ শরীফ পড়ে দু‘আয়ে ওসীলা পড়বে। অনেকে দু‘আয়ে ওসীলার মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে والد رجة الرفيعه বৃদ্ধি করে, এটা ঠিক নয়।

৩৯০. ইরশাদ করেনঃ

আযান-ইকামতে হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় ডানে-বামে ঘাড় ফেরানো সুন্নাত। অনেক মুআযযিন এটা করে না। ঘাড় ফিরানো শেষ হওয়ার পর বাক্যগুলি বলবে, ঘাড় ফিরাতে ফিরাতে বলবে না।

৩৯১. ইরশাদ করেনঃ

মসজিদ-মাদরাসার উলামায়ে কিরামের কর্তব্য হলো, ছাত্র ও মুসল্লিদেরকে প্রতিদিন একটা করে সুন্নাত শিখানো। বেশীর ভাগ মুসল্লীরই সুন্নাত মুখস্থ নেই। তাই প্রতিদিন তা‘লীমের পর পরীক্ষা নেবে। মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত সামনে সবকিছু দিবে না।

৩৯২. ইরশাদ করেনঃ

মুনাজাতের সময় আমরা যেভাবে হাত উঠাই সেটা সুন্নাত মুতাবিক হয় না। হাতের তালু চেহারার দিকে নয় বরং আসমানের দিকে থাকা উচিত। আর উভয় হাতের মাঝে সামান্য ফাঁক থাকা চাই। এবং হাত সিনা বরাবর উঠানো চাই। আপনারা সুন্নাত শিখবেন কিতাব থেকে আর কিতাব শিখবেন উলামায়ে কিরাম থেকে। এটাই সঠিক পদ্ধতি।

৩৯৩. ইরশাদ করেনঃ

দু‘আর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব রয়েছে।

১। সিনা বরাবর হাত উঠানো।

২। উভয় হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রাখা।

- ৩। শুরু এবং শেষে হামদ সালাত পড়া।
- ৪। কবুল হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে দু‘আ করা।
- ৫। কিবলামুখী হয়ে দু‘আ করা।
- ৬। অনুচ্চস্বরে দু‘আ করা।
- ৭। উযুর সাথে দু‘আ করা।

৩৯৪. ইরশাদ করেনঃ

মনে রাখা দরকার! পিছনে মাসবুক থাকলে উচ্চস্বরে দু‘আ করা নিষেধ। আর সর্বাবস্থায় আস্তে দু‘আ করা উচিত।

৩৯৫. ইরশাদ করেনঃ

সুন্নাত সমূহ ধারাবাহিক ভাবে বয়ান করা চাই। এলোমেলো ভাবে বয়ান করা উচিত নয়। যেমন খানার সুন্নাত শেষ হলে ঘুমানোর সুন্নাত শুরু করবে।

৩৯৬. ইরশাদ করেনঃ

হারদুঈতে হযরত ওয়ালার একজন বন্ধু ছিলেন। তিনি শরহেজামী পর্যন্ত পড়েছিলেন, কিন্তু সালামে ভুল করতেন। হযরত চিকিৎসা স্বরূপ দশ টাকা করে দান করার পরামর্শ দিলেন। ব্যাস! এতে কাজ হল। চিকিৎসার এ পদ্ধতি হাদীসেও বর্ণিত রয়েছে।

৩৯৭. ইরশাদ করেনঃ

নামায ও তাকবীরে উলা সম্পর্কে হযরত ওয়ালা বলেন, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. এর পীর হযরত নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাভী রহ. এর চল্লিশ বছর তাকবীরে উলা ছোটেনি।

৩৯৮. ইরশাদ করেনঃ

অনেকে সফরে জামা‘আতকে ওয়াজিব মনে করে না। হযরত বোম্বাই এর এক ঘটনা শুনান-কিছু কিছু সাথী জামা‘আতের ব্যাপারে অলসতা করছিল। হযরত তাদেরকে জামা‘আতে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর মাসআলা বয়ান করে বললেন যে, জামা‘আত তরকের জন্য সফর কোন ওয়র না। ফাতাওয়ায়ে শামীতে লেখা আছে- সফর জামা‘আত তরক করার ওয়র হিসাবে গণ্য নয়। (রুদ্দুল মুহতার-১/৫৫৪)

৩৯৯. ইরশাদ করেনঃ

যে সব মুসাফির সফরে জামা‘আতের ব্যাপারে অলসতা করেন তারা শরী‘আতের খিলাফ করছেন।

৪০০. ইরশাদ করেনঃ

জামা‘আতের বিশ মিনিট আগে বয়ান শেষ করা হযরতওয়ালার অভ্যাস। তবে কখনো খাস ওয়র থাকলে সেটা ভিন্নকথা।

নামাযের জামা‘আত সুনতে মুআক্কাদাহ যা ওয়াজিবের হুকুম রাখে। হাদীসে জামা‘আত তরককারীর ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি এসেছে।

৪০১. ইরশাদ করেনঃ

রোমের কোন এক বাদশা এক ব্যাপারে কাযীর দরবারে সাক্ষী হতে চাইলে কাযী তাকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আপনি জামা‘আত তরককারী ফাসিক, আর ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৪০২. ইরশাদ করেনঃ

কলিকাতায় দেখেছি, বাংলাদেশেও দেখেছি যে, মসজিদে ফরাশ বিছানো হয় না। অথচ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-দুর্বলদের প্রতি খেয়াল রেখে কুরাত পড়বে যেন তাদের কষ্ট না হয়। কাজেই দুর্বলদের প্রতি খেয়াল রেখে ফরাশ বিছানো উচিত যাতে তাদের কষ্ট না হয়। তবে পুরা মসজিদ ফরাশ বিছানো সম্ভব না হলে শুধু বৃদ্ধদের জন্য পৃথক করে বিছানো উচিত।

৪০৩. ইরশাদ করেনঃ

এক জায়গায় মসজিদের পাশেই পেশাব-পায়খানা বানানো ছিল। সেখানে বসলে চেহারা কেবলামুখী অথবা তার উল্টাদিকে হয়ে যায়। আমি জানতে চাইলাম, বানানোর সময় কোন আলেমের সাথে পরামর্শ করা হয়েছিল কি? এর সমস্ত গুনাহ মসজিদ কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে।

৪০৪. ইরশাদ করেনঃ

আরেক জায়গায় দেখলাম মসজিদের সাথেই পেশাব-পায়খানা তৈরী করা হয়েছে। সাফাযীর কোন ব্যবস্থাপনা নেই। মসজিদে দুর্গন্ধ আসছে। আমি বললাম, কাঁচা পেয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসা জাযিয় না হলে এটা কিভাবে জাযিয় হতে পারে?

৪০৫. ইরশাদ করেনঃ

মসজিদ কমিটি এবং মুতাওয়াল্লী সাহেবেরা ইমাম-মুয়াযযিন নিয়োগের সময় জরুরী বিষয়াদী খেয়াল করেন না। সুর দেখে তারা ইমাম ও মুয়াযযিন নিয়োগ দেন। অথচ দুনিয়াবী কোন বিষয় হলে তারা কত যাচাই-বাছাই করেনা। নিম্নমানের হলে তা নিতে

রাখী হন না। যে সব মুয়াযযিন কম বেতনে রাখা হয় তাদের আযান-ইকামত সহী নয়।

৪০৬. ইরশাদ করেনঃ

আমাদের মাদরাসায় পত্রিকা রাখা হয় না। মাদরাসার কোন কর্মচারী অন্য কোন কাজে মশগুল হলে তার বেতন কেটে দেয়া হয়।

৪০৭. ইরশাদ করেনঃ

যে উস্তাদ ছাত্রদেরকে নিকৃষ্ট এবং সাধারণ মনে করে, সে উস্তাদ হওয়ার অযোগ্য।

৪০৮. ইরশাদ করেনঃ

সাহারানপুর মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ইনায়াতুল্লাহ সাহেব দু'টি কলমদানী রাখতেন। একটি মাদরাসার কাজে ব্যবহার করতেন অপরটি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেন।

৪০৯ ইরশাদ করেনঃ

পরস্পর মতবিরোধ হলে আপোষে লড়াই করবে না। ব্যাপারটি স্বীয় মুরুব্বীর নিকট পেশ করবে এবং তাঁর ফয়সালা মেনে চলবে।

৪১০. ইরশাদ করেনঃ

জৈনিক অমুসলিম ডাক্তার হারদুঈ মাদরাসার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে প্রশংসা করে বললেন, এমনটি কোথাও দেখিনি।

হযরত একবার কোন এক মাদরাসায় গেলেন, সেখানে চার তলা বিল্ডিং, পাকা মসজিদ কিন্তু পেশাবের গন্ধ আসছিল। অথচ হারদুঈতে কিছু স্থানে রাস্তার পাশে পেশাব খানা আছে কিন্তু সেখানেও দুর্গন্ধ আসে না। কেননা প্রতিদিন সেখানে দু বার পানি ঢালা হয়।

৪১১. ইরশাদ করেনঃ

ময়লা ফেলার পাত্র এবং কাগজ ফেলার পাত্র পৃথক হওয়া চাই। একই পাত্রে উভয়টি ফেললে কাগজের বেহুঁরমতী হয়।

৪১২. ইরশাদ করেনঃ

ইখলাছের ব্যাপারে বারবার নেগরানী করা জরুরী। আমরা মনে করি যে আমরা অনেক নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, দান-খয়রাত করেছি। এগুলো খুব ভালো কাজ।

কিন্তু দেখার বিষয় হল এগুলোর মধ্যে ইখলাছ আছে কি না? যদি ইখলাছ না থাকে তাহলে সব বৃথা।

৪১৩. ইরশাদ করেনঃ

মানুষ আজ সুনামের অক্লান্ত প্রত্যাশী। সবাই চায় সমাজে যা কিছু হয় তা আমার-ই নেতৃত্বে হোক। বস্তুতঃ এরাই নিঃস্বপ্ন পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যকে নেতা বলে মেনে নিতে পারে, সে-ই মুখলিস এবং নিষ্ঠাবান। ইখলাসের এই দৌলত আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবতের বরকতে হাসিল হয়ে থাকে।

৪১৪. ইরশাদ করেনঃ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. এর বিভিন্ন মজলিসের গুরুত্বপূর্ণ মালফূযাত হযরত মাওলানা ঈসা সাহেব ইলাহাবাদী রহ. ‘কামালাতে আশরাফিয়াহ’ নামক কিতাবে সংকলন করেছেন। একবার হযরতওয়ালা সেই কিতাবের ১৮১ পৃষ্ঠা থেকে পাঠ করে শুনান। সেখানে তিনি লেখেন-আল্লাহ তা‘আলা পর্যন্ত পৌছার একটাই পথ; তার তা হল চারিত্রিক ব্যাধি সমূহ দূর করে আখলাকে হামীদাহ তথা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। গুনাহের অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে নেক কাজের তাওফীক নসীব হতে হবে। তোমরা আল্লাহ পাক থেকে উদাসীন হয়ে না। অতঃপর হযরতওয়ালা এ কথাগুলোর ব্যাখ্যা করেন যা বিস্তারিত ভাবে তা‘লীমুদ্দীন নামক কিতাবের দ্বিতীয়াংশের এবং তাবলীগে দ্বীন কিতাবে রয়েছে।

৪১৫. ইরশাদ করেনঃ

রাগ আসা দোষনীয় নয়, বরং সেটাকে খারাপ ভাবে ব্যবহার করা গুনাহ। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে--ঐ ব্যক্তি বাহাদুর নয়; যে শত্রুকে কুপোকাত করে ফেলে। প্রকৃত বাহাদুরতো সে-ই যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

৪১৬. ইরশাদ করেনঃ

মিথ্যার চিকিৎসা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত বলেন, কোন ব্যক্তির নিকট অথবা মজমায় মিথ্যা বলা হলে ততক্ষণে সে ব্যক্তির নিকট অথবা সে- মজমায় হিন্মত করে নিজের এই দোষের কথা ঘোষণা কর, তাহলে আর মিথ্যা কথা প্রকাশ পাবে না। হযরত অনেককেই এ ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন। তাদের ফায়দাও হয়েছে।

৪১৭. ইরশাদ করেনঃ

জৈনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হযরত খানবী রহ. এর নিকট কোন এক রুহানী রোগের কথা জানালে তিনি তার জন্য এই শাস্তি নির্ধারণ করলেন যে, তুমি তিন মাস পর্যন্ত আমার নিকট এই কথাটি লিখে পাঠাতে থাক যে, হযরত আমার মধ্যে অহংকার আছে। তিনি

এই ব্যবস্থার উপর আমল করলে তার অহংকার দূর হয়ে গেল। ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত ভদ্র হওয়ার কারণে হযরত খানবী রহ. তার জন্য এই শাস্তি নির্ধারণ করেছিলেন। এরপর হযরতওয়ালা অহংকার সম্পর্কিত হাদীস শুনিয়ে বললেন, প্রথমে মানুষের মধ্যে খোদ-পছন্দী সৃষ্টি হয় অতঃপর সেটাই ধীরে ধীরে অহংকার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে সে নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল মনে করতে থাকে।

৪১৮. ইরশাদ করেনঃ

পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করনা। মতভেদ হলে নিজের মুরুব্বীর নিকট পেশ কর। যাদের মাথার উপর কোন মুরুব্বী নেই তারাই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়।

৪১৯. ইরশাদ করেনঃ

হারদুঈতে প্রতিদিন একটি করে গুনাহ বয়ান করা হয় এবং তার ক্ষতিও বলে দেয়া হয়।

৪২০. ইরশাদ করেনঃ

প্রতিটি গুনাহই বিষ। তাওবা হল তার প্রতিষেধক, এছাড়া সুন্নাহের অনুসরণও তার প্রতিষেধক।

৪২১. ইরশাদ করেনঃ

হারদুঈ মাদরাসার এক ছাত্র বন্ধে বাড়ি গিয়ে দাড়ি ছোট করে এসেছিল। খোলার দিন সকাল ৮ টায় মাদরাসায় পৌঁছলে দুপুর দুটায় তাকে বিদায় করে দেয়া হল। দুনিয়াতে অসুস্থ ব্যক্তির সাথে কি আচরণ করা হয়? তাকে নিয়ে সবাই বসে থাকে, নাকি হাসপাতালেও পাঠায়?

৪২২. ইরশাদ করেনঃ

লোকেরা আজ মামী, চাচী, ভাবি এবং স্ত্রীর বোনদের সাথে পর্দা করে না, ফলে অনেক ফেতনার সৃষ্টি হয়। আর খালুকে তো লোকেরা আলু বানিয়ে রেখেছে। তার থেকে পর্দা করার কোন জরুরত মনে করে না।

৪২৩. ইরশাদ করেনঃ

অনেক লোক আছে যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করে, অযীফা পড়ে কিন্তু ঘরে শরঈ পর্দার ব্যবস্থা করে না। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

৪২৪. ইরশাদ করেনঃ

কারো মধ্যে যদি একটি গুনাহও থাকে তাহলে সে আল্লাহর ওলী হতে পারবেনা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, এই উম্মতের ব্যাধি হল গুনাহ। কারো গুনাহ হয়ে গেলে বিলম্ব করা অনুচিত; বরং তাৎক্ষণিক ভাবে তার চিকিৎসা করতে হবে তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে। হাদীসে ১০০জন মানুষ হত্যা করার পরেও তাওবার বরকতে মাগফিরাত নসীব হওয়ার কথা পাওয়া যায়।

৪২৫. ইরশাদ করেনঃ

দাড়ি সহীহ না হলে তার জন্য আযান, ইকামত, ইমামত এমনকি তারাবীহ নামাযের ইমামতিরও অনুমতি নেই।

৪২৬. ইরশাদ করেনঃ

হায়দ্রাবাদ জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট বাইআত হওয়ার জন্য আসে কিন্তু তার দাড়ি ঠিক ছিলনা এ কারণে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অনেক লোক দাড়ি সামনের দিকে ঠিক রাখে কিন্তু উভয় পার্শ্বে ছোট করে ফেলে অর্থাৎ এক মুষ্টির কম করে রাখে। এটাও নাজাযিয়।

৪২৭. ইরশাদ করেনঃ

হযরত থানভী রহ. সফরের সময় প্রচণ্ড গরমেও রেলগাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে না। কেননা পার্শ্ববর্তী অন্য রেলগাড়িতে যদি কোন মহিলা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তার উপর নজর পড়ে যায় এবং তার থেকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয়। শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে হবে, তার চেয়ে বেশী বাঁচতে হবে নফসের ধোঁকা থেকে; কেননা ঐ নফসইতো ইবলীসকে শয়তান বানিয়েছিল।

৪২৮. ইরশাদ করেনঃ

গাইরে মাহরামদের থেকে দৃষ্টি হেফাযতের ব্যাপারে হযরত একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যার মর্মার্থ এই ‘বাগিচায় যত ফুলই থাকুক বুলবুলিতো কাঁদতেই থাকে।’ আমাদেরকেও ঐ না-মাহরাম সুন্দরীদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আল্লাহর জন্যই কাঁদতে হবে।

৪২৯. ইরশাদ করেনঃ

পর্দা আল্লাহ পাকের এমন এক হুকুম যা আশ্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালামদের উপরেও ফরয ছিল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলও উল্লেখ আছে।

৪৩০. ইরশাদ করেনঃ

হযরত থানভী রহ. এর কামরায় দাড়িবিহীন বালকের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। একবার কোন এক শিক্ষক স্বীয় দরখাস্ত দিয়ে কোন এক বালককে হযরত থানভীর কামরায় পাঠালেন। হযরত থানভী রহ. বালককে দেখে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং ঐ শিক্ষককে চরমভাবে তিরস্কার করলেন। কেননা সুশ্রী বালকের সাথে একাকী থাকা এটাও হারাম।

৪৩১. ইরশাদ করেনঃ

তাওবার জন্য জরুরী হল, তিন শর্ত আদায়ের সাথে সাথে উক্ত গুনাহর জন্য শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত যে সব কাফফারা রয়েছে সেগুলিও পূর্ণ করা। যেমন, নামায-রোযা আদায় না করে থাকলে তা আদায় করতে হবে। কারো হক নষ্ট করে থাকলে তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে অথবা ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। এ ব্যাপারে হযরতওয়ালা রহ. ফুযাইল ইবনে ইয়াজের ঘটনা শুনান যে, প্রথম জীবনে তিনি ডাকাত সর্দার ছিলেন। পরবর্তিতে তাওবা করে যার নিকট থেকে যা কিছু লুট করেছিলেন তাকে তা ফেরৎ দিয়ে নির্জনে চলে যান এবং সেখানে বুয়ুর্গদের সুহবতে থেকে যুগশ্রেষ্ঠ বুয়ুর্গে পরিণত হন। হযরত থানভী রহ. এর জনৈক মুরীদ যিনি সরকারী অফিসার ছিলেন, তার ঘটনা শুনুন, তিনি চাকুরীরত অবস্থায় মানুষের নিকট ঘুষ থেকে নিয়েছিলেন যার পরিমাণ ছিল ছয় হাজার টাকা। পরবর্তিতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি হযরত থানভী রহ. এর হাতে তাওবা করেন এবং হযরত থানভী রহ. এর পরামর্শে সবাই কে যার যার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেন। এভাবে হারাম পয়সা যখন বের হয়ে গেল তখন তাঁর হজ্জ্ব নসীব হল। হজ্জ্ব গিয়ে তিনি দাড়িও রেখে দিলেন আর কুরআন হিফজ করতে শুরু করলেন। অতঃপর হযরত থানভী রহ. এর সুহবতে থেকে হযরত থানভীর বিভিন্ন মাসআলা ও সমস্যাসমূহের দেয়া উত্তরগুলো একত্রিত করে ‘আশরাফুল জওয়াব’ নামে একটি চমৎকার কিতাব সংকলন করে ফেললেন।

সমাপ্ত